ইক্‌বালের শিক্ষাদর্শন

মূল: খাজা গোলামুস্ সাইয়েদাইন
তরজমা: সৈয়দ আবদুল মান্নান

ইক্‌বালের শিক্ষা দর্শন

মূল ঃ খাজা গোলামুস্‌ সাঈয়েদাইন
তর্‌জমা ঃ সৈয়দ আব্‌দুল মান্নান

IQBAL ACADEMY PAKISTAN LAHORE
239

●

আজকের দিনে আমাদের সব চাইতে বড়ো প্রয়োজন ইকবাল কাব্যের রসাস্বাদনের সংগে সংগে তাঁর চিন্তাধারাও নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে যাঁচাই ক'রে দেখা। এ বইতে খাজা গোলামুস্‌ সাঈয়েদাইন এক সফল প্রয়াসেরই পরিচয় দিয়েছেন নিঃসন্দেহে। নিজে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ব'লেই খাজা সাহেবের বিশ্লেষণে ইক্‌বাল-সাহিত্যের শিক্ষাগত তাৎপর্য পরম সার্থকতা সহকারে ফুটে উঠেছে।......শিক্ষাব্রতী সুধী পাঠকদের সাম্‌নে শিক্ষাগত তাৎপর্যের দিক দিয়ে ইক্‌বালের চিন্তাধারার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো তিনি অতুলনীয় সাফল্য সহকারে তু'লে ধরেছেন। দেশের শিক্ষাধারার সংস্কার সাধনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগকারী শিক্ষাব্রতীগণ আমাদের জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে ইক্‌বাল-সাহিত্য ও দর্শনধারা পর্যালোচনা কর্‌লে আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথ সুগম হবে।

মাহফুয পাবলিকেশান্‌স ঃ ঢাকা

দাম ঃ পাঁচ টাকা

138

239. (b)

THE IQBAL ACADEMY KARACHI.

IQBAL ACADEMY PAKISTAN LIBRARY. Acc No 239. LAHORE.

THE IQBAL ACADEMY KARACHI. PAKISTAN

17 AUG 1971

The [illegible] Society Ltd.
150, Govt. New Market, Dacca.

ইকবালের শিক্ষাদর্শন

মূল ঃ খাজা গোলামুস সাঈয়্যেদাইন
তরজমা ঃ সৈয়্যদ আবদুল মান্নান

মাহফুয পাবলিকেশান্স ঃ ঢাকা

THE IQBAL ACADEMY KARACHI PAKISTAN

ইকবালের শিক্ষাদর্শন
অনুবাদ-কাল : ১৯৪৫-৪৬
প্রথম প্রকাশ : ইকবাল দিবস, এপ্রিল : ১৯৫৮
সৈয়দ মাহ্‌ফুযূল হক কর্তৃক মাহফুয পাবলিকেশান্স
২৩, আরাম বাগ (ফকিরাপুল), রমনা, ঢাকা থেকে
প্রকাশিত এবং এ, সোবহান কর্তৃক জাহাঙ্গীর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৮-এ, ইসলামপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
প্রচ্ছদ-পট শিল্পী : কাজী আবুল কাসেম
দাম : পাঁচ টাকা

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
LIBRARY
31021
LAHORE

خدایا آرزو میری یہی ہے
میرا نور بصیرت عام کردے

হে খোদা! আমার অন্তরের একমাত্র আকাংখা :
ছড়িয়ে দাও আমার দৃষ্টির আলো সবার উপর।

: আল্লামা ইকবাল

আমার সাহিত্য-সাধনার দুর্গম পথে যিনি
বারবার আলোর মশাল ধরেছেন,
যার প্রেরণা আমার অন্তরে
দিয়েছে শক্তি-সাহস,
সেই অগ্রজ-তুল্য
শ্রদ্ধাভাজন

মওলবী আশ্‌রাফ আলী খাঁ সাহেবের

দস্তদারাজে

Lahore
21st June 1936

My dear Saiyidain,

Thanks for your letter which I read a moment ago. Your summary is excellent & I have got nothing to add. My ضرب کلیم will, I hope, be published about the end of June & I will send you ~~directly the moment it~~ an advance copy. This collection has a part devoted to تعلیم و تربیت. You may not find anything new in it; yet if it reaches you in time you may read the portion mentioned above.

I suppose you are aware of the Educational implications of Leibnitz's monadism. According to him the monad (the mind of man) is a closed window incapable of ~~receiving external~~ absorbing external forces. My view is that the monad is essentially assimilative in its nature. Time is a great blessing (لا تسبوا الدهر ان الدهر هو الله). While it kills & destroys it also expands & brings out the hidden possibilities of things. The possibility of change is the greatest asset of man in his present surroundings.

Yours sincerely
Muhammad Iqbal

P.S. My general health has much improved. The improvement in the voice is slow.

M.I.

লাহোর
২১ শে জুন, ১৯৩৬

প্রিয় সাঈয়েদাইন,

আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। মাত্র খানিকক্ষণ আগে আমি চিঠিটা পেয়েছি। আপনার সংক্ষিপ্তসার খুবই সুন্দর এবং তা'তে আমার সংযোজন করবার মতো কিছুই নেই। আমার 'যরবে কলিম', আশা করি, জুনের শেষ ভাগেই প্রকাশিত হবে এবং আপনাকে আমি একখানা আগাম কপি পাঠিয়ে দেবো। এই কবিতা সংগ্রহের একটি অংশ 'তালীম ও তরবিয়াৎ' সম্পর্কে লিখিত। আপনি নতুন কিছু তা'তে নাও পেতে পারেন ; তথাপি তা' যথাসময়ে আপনার হাতে গেলে আমি যে অংশটির কথা উপরে বল্লাম, তা' প'ড়ে দেখতে পারবেন।

আমার বিশ্বাস, লিবনিজের পরমানুতত্ত্বের (monadism) শিক্ষাগত তাৎপর্য সম্পর্কে আপনি অবহিত রয়েছেন। তাঁর মতে monad (মানব-মন) হচ্ছে বাইরের শক্তিকে আত্মস্থ করতে অক্ষম অবরুদ্ধ মন। আমার মত হচ্ছে এই যে, মানব মন প্রকৃতির দিক দিয়েই অপরিহার্যরূপে বাইরের শক্তি আত্মস্থ করবার শক্তিসম্পন্ন। কাল একটি অতি বড়ো আশীর্বাদ। (لا تسبو الدهر ان الدهر هو الله) যখন সে বস্তুকে হত্যা ও ধ্বংস করে, তখনো সে সম্প্রসারণ ও প্রকাশ করে বস্তুর লুক্কায়িত সম্ভাবনা। পরিবর্তন-সম্ভাবনা মানবের বর্তমান আবেষ্টনীর মধ্যে বৃহত্তম সম্পদ।

আপনার বিশ্বস্ত
মুহাম্মদ ইক্‌বাল

পুনশ্চ ঃ—আমার সাধারণ স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতি হয়েছে। কণ্ঠস্বরের উন্নতি হচ্ছে ধীর গতিতে।

অনুবাদকের কথা

আল্লামা স্যার মুহাম্মদ ইক্‌বাল বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম চিন্তানায়ক ও দার্শনিক কবি হিসাবে পাক-ভারত উপমহাদেশে ও বাইরের দুনিয়ায় খ্যাতি লাভ করেছেন। ইক্‌বালের নাম আজ মানব-ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। শুধু এ দেশেই নয়, বরং সারা দুনিয়ার কবি-দার্শনিক ও চিন্তা-নায়কদের মধ্যে তিনি এক ঐতিহাসিক মহত্ত্বের দাবীদার।

আল্লামা ইক্‌বালের প্রেরণাদায়ক চিন্তাধারা দুনিয়ার দর্শন-শিক্ষার্থীদের কাছে ক্রমাগত বেশী ক'রে সমাদর লাভ করছে এবং দিনের পর দিন তাঁর আদর্শ ও চিন্তার অনুসারীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ইকবালের এন্তেকালের স্বল্পকাল আগে তাঁর রচনা ও চিন্তা-ধারার সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। তখন অবশ্য তাঁর রচনার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের সাথেই আমার পরিচয় হয়েছিলো, কিন্তু যতো বেশী ক'রে তাঁর কাব্য ও চিন্তাধারা আমি অধ্যয়ন করেছি, ততোই গভীরভাবে আমার অন্তর তাঁর বিপুল মহত্ত্বের কাছে অবনমিত হয়েছে। কবির সাথে প্রাথমিক পরিচয় লাভের পর তাঁর একটি কথা সব সময়েই আমার দৃষ্টির সামনে রেখেছি : 'The flame of life cannot be borrowed from others ; it must be kindled in the temple of one's own soul.' (জীবনের অগ্নিশিখা অপরের কাছ থেকে ধার করা যায় না ; তাকে জ্বালিয়ে তুলতে হবে ব্যক্তির নিজস্ব মনোমন্দিরে।) ইসায়ী ১৯৩২ সালে লাহোরের নিখিল-ভারত মুসলিম সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তিনি এ কথাটি বলেছিলেন। এই সময়ে কবির 'বাংগে

দারা' গ্রন্থে সন্নিবেশিত কতিপয় উর্দু কবিতা আমার মনে গভীর রেখাপাত করে ; 'বালে জিবরিল'-এর সাথে আমার পরিচয়ও এর কাছাকাছি সময়ে ঘটেছিলো। একটি কথা আমায় অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, যতো বেশী আমি কবির সমুদ্রের মতো বিপুল ও সীমাহীন চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হয়েছি, ততোই তাঁর মহৎ প্রতিভা ও চিন্তার গভীরতা আমায় বিমুগ্ধ করেছে—অভিভূত করেছে।

১৯৪১ সালে আমি কবির 'আসরারে খুদী' বা আত্মদর্শন কাব্যের বাংলা অনুবাদ শুরু করি। এই অনুবাদে আমি বিশেষভাবে সাহায্য গ্রহণ করেছি কতিপয় ফারসী ভাষাবিদ বন্ধুর এবং ডকটর আর এ, নিকলসন কৃত অনুবাদ গ্রন্থ 'The Secrets of the Self'-এর। তখনো বাংলা ভাষার কবি আশরাফ আলী খান কৃত অনুবাদ-পুস্তক 'শেকোয়া' এবং কবি মুহম্মদ সুলতানের অনুবাদ 'শেকোয়া ও জওয়াবে শেকোয়া' ব্যতীত আর কোনো পুস্তকই কবি ইকবালের মহৎ পয়গাম বহন ক'রে আনে নি। কল্‌কাতার এক মেস বাড়িতে কবিবন্ধু আহসান হাবীবের মেহমান ছিলাম প্রায় সপ্তাহকাল। তখন তাঁরই অনুপ্রেরণা আমায় 'আসরারে খুদী'-র অনুবাদ শুরু করতে প্রবুদ্ধ করে। তখনো আমি জেলার সরকারী দফতরে কেরানীগিরি চাকুরী করি। অবকাশহীন কেরানী-জীবনে এত বড়ো আয়াসসাধ্য কাযে হাত দেওয়াটা অনেকটা দুঃসাহসেরই শামিল ছিলো, সন্দেহ নেই। তথাপি 'আসরারে খুদী'র মাধ্যমে ইকবাল আত্মচেতনা, আত্মোপলব্ধি ও আত্মার ক্রমবিকাশের যে মহাপয়গাম ব্যক্তি মানুষের সামনে পেশ করেছেন, তারই বলিষ্ঠ প্রেরণা আমায় স্বেচ্ছায় এ দুরূহ কর্তব্যভার গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ

করেছিলো। যেদিন আমি এ অনুবাদ শুরু করি, সেদিন সাফল্য-অসাফল্যের কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আমার মনে ছিলো না, আরো ছিলো না কোনো সুখ্যাতির লোভ অথবা অখ্যাতির ভয়। নিজস্ব অযোগ্যতা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন মন নিয়েই আমি সেদিন ইক্‌বাল-কাব্যের অনুবাদে হাত দিয়েছিলাম। আমার ধারনা ছিলো, ইকবাল-কাব্যের তরজমা করতে গিয়ে আমি হয়তো পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারবো না, অথবা হয়তো আমার সে প্রচেষ্টা হবে ব্যর্থ। তথাপি আমার এ দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা যদি যোগ্যতর ব্যক্তিদেরকে ইকবালের কাব্য ও দর্শনের আলোচনায় অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে, তা'হোলেই আমার সাধনা হবে সার্থক। ১৯৪২ সালে আমার তরজমা শেষ হ'য়ে গেলেও ১৯৪৫ সালের নবেম্বর মাসের আগে তা' বইয়ের আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। 'আস্‌রারে খুদী' বাংলায় প্রথম প্রকাশের পর আজ এক যুগ চ'লে গেছে। ইতিমধ্যে ইকবালের চিন্তাধারা বাংলা ভাষা-ভাষীদের মধ্যে যে বিপুল সমাদর লাভ করেছে এবং তাঁর কাব্য-সাহিত্য-দর্শনের আলোচনা, সমালোচনা ও তর্‌জমার যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলেছে ও চল্‌ছে, তা'তে আমার এক যুগ আগের সে প্রচেষ্টার সার্থকতা সম্পর্কে আজ আর কোনো দ্বিধা-সন্দেহের অবকাশ নেই।

১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ইকবাল-সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে যে স্বল্পসংখ্যক আলোচনামূলক পুস্তকের অস্তিত্ব ছিলো, 'Iqbal's Educational Philosophy' তার অন্যতম। এ বইখানির মূল লেখক খাজা গোলামুস্ সাঈয়েদাইন নিঃসন্দেহে বর্তমান যুগের একজন কৃতী শিক্ষাবিদ। তিনি বর্তমানে ভারত সরকারের শিক্ষা দফতরের সেক্রেটারী। তাঁর বইখানা প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে

IQBAL ACADEMY KARACHI

এবং এরই মধ্যে তার চতুর্থ মুদ্রণ হ'য়ে গেছে। তাঁর বইখানি যে ইকবাল দর্শনের আলোচনায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন, তা'তে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ইংরেজী ভাষায় দার্শনিক বিষয়সম্বলিত সমালোচনার বইয়ের চতুর্থ মুদ্রণই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১৯৪২ সালের শেষার্ধে ও ১৯৪৩ সালের প্রথমার্ধে মূললেখক কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর থাকাকালে তাঁর সাথে আমার পত্রালাপ হয়। তাঁর পুস্তক পাঠ ক'রেই আমি তাঁর গভীর চিন্তামূলক দৃষ্টিভংগীতে মুগ্ধ হই এবং তাঁর কাছে পত্র লিখে বইখানি বাংলায় তরজমা করার সংকল্প জ্ঞাপন করি। খাজা সাহেব অনতিবিলম্বে আমার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণের জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। তিনি তাঁর প্রকাশক লাহোরের শেখ মুহাম্মদ আশরাফকে তৃতীয় মুদ্রণের এক কপি বই আমার কাছে পাঠাবার নির্দেশ দেন। ১৯৪৫ সালের প্রথমার্ধে বইখানি আমার হাতে আসে। এই সময়ে আমি সরকারী চাকুরী ত্যাগ ক'রে সাংবাদিক বৃত্তি অবলম্বন করি এবং দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার সময়ে খাজা সাহেবের বইখানির তরজমা শুরু করি। তরজমার কায এগিয়ে যাবার সাথে সাথে তা' ধারাবাহিকভাবে কল্‌কাতার বিখ্যাত মাসিক পত্র—মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের সম্পাদিত 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত হোতে থাকে। এম্নি ক'রে পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হবার সময়ে এই অনূদিত পুস্তক বহু সুধী ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করে। অবশ্য মুসলিম সমাজের তথাকথিত প্রগতিশীল শ্রেণীর কাছে আমার প্রচেষ্টা যে মাঝে মাঝে 'প্রতি-

ক্রিয়াশীল' ব'লে নিন্দিত হয়নি, এমন নয়। কিন্তু ইস্‌লামী মনোভাবসম্পন্ন সুধীমণ্ডলীর প্রশংসার মতো তাদের সে নিন্দাও আমায় নিরুৎসাহ না ক'রে বরং আমার অন্তরে অধিকতর উৎসাহ সঞ্চার করেছে।

১৯৪৬ সালে আমার এ অনুবাদ শেষ হয়, কিন্তু এ যাবত এর প্রকাশনার কোনোরূপ ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ইকবাল একাডেমী, পাকিস্তান এর প্রকাশনার ভার গ্রহণ না করলে আরো কতোকাল যে বইখানি পাণ্ডুলিপির আকারে প'ড়ে থাকতো, বলা শক্ত। ১৯৪৮ সালের মধ্যভাগ থেকে আমার সাথে ইকবাল একাডেমীর ফাউণ্ডেশান কমিটির কম-বেশী ক'রে যোগাযোগ শুরু হয়। এর তিন বছর পর ১৯৫১ সালে ইকবাল একাডেমী আমার অনূদিত 'আসরারে খুদী'র স্বীকৃতি স্বরূপ আমায় দু'হাজার টাকা পারিতোষিক দান করেন। পূর্ব-পাকিস্তানে সম্ভবতঃ আমিই সর্বপ্রথম ইকবাল একাডেমী থেকে অনুবাদ সাহিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ এই মন্‌যুরী লাভ করি। ১৯৫৬ সালের গোড়ার দিকে ইকবাল একাডেমী, পাকিস্তান-এর তরফ থেকে একাডেমীর সহ-সভাপতি, পাকিস্তান সরকারের অর্থ দফতরের সেক্রেটারী, প্রবীণ শিক্ষাবিদ মিঃ মম্‌তায হাসান ইকবাল-সাহিত্য থেকে যথাসাধ্য অনুবাদ ক'রে বাংলা সাহিত্যে সংযোজনের জন্য আমায় অনুরোধ করেন। তিনি একাডেমীর তরফ থেকে বর্তমান পুস্তকের মুদ্রণ ভার গ্রহণেরও প্রস্তাব করেন। আমি তাঁর প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন ক'রে অনতিবিলম্বে বইখানি সংশোধন ক'রে মুদ্রণের জন্য তৈরী করি।

১৯৫৭ সালের একুশে এপ্রিল করাচীর হোটেল মেট্রোপোলের ব্যাংকোয়েট হলে আল্লামা ইকবালের যে স্মৃতিবার্ষিকী উৎসব

অনুষ্ঠিত হয়, আমি তা'তে ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারার কয়েকটি বিশেষ দিক সম্পর্কে এক ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করার জন্য আহূত হই। এই উপলক্ষে মিঃ মম্‌তায হাসান ও একাডেমীর ডিরেক্টর ডকটর মুহাম্মদ রফীউদ্‌দীন এম্‌-এ, পি-এইচ-ডি বর্তমান বইখানি অবিলম্বে ছাপার জন্য আমায় অনুরোধ করেন। বিভিন্ন প্রকার সরকারী মুদ্রণকার্যে এবং পাঠ্য পুস্তক মুদ্রণে ঢাকার অধিকাংশ ছাপাখানা বিব্রত থাকায় বইখানির ছাপা শেষ করতে প্রায় এক বছর সময় লেগে গেলো। বিলম্ব হোলেও যে আজ ১৯৫৮ সালের 'ইকবাল-দিবসে' বইখানি আমি তোহ্‌ফা স্বরূপ পাকিস্তানী সুধী পাঠকমণ্ডলীর হাতে তু'লে দিতে পারছি, তা'তেও আমার বিশেষ আনন্দ লাভের কারণ আছে। এ ছাড়া আরো একখানা অনুবাদ-গ্রন্থ ইতিমধ্যে তৈরী হ'য়ে গেছে। আল্লামা ইকবালের প্রদত্ত ১৯৩১ সালে এলাহাবাদ নিখিল-ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশনের সভাপতির ভাষণ, ১৯৩২ সালে লাহোরে নিখিল-ভারত মুসলিম সম্মেলনের সভাপতির ভাষণ, কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নার নিকট তাঁর পত্রাবলী ও 'ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ' সম্পর্কে মওলানা হোসায়েন আহমদ মাদানীর বিবৃতির জওয়াবে আল্লামা ইক্‌বালের বিবৃতির বাংলা তরজমা একত্র গ্রথিত ক'রে 'পাকিস্তানের ঐতিহাসিক পটভূমিকা' নামে এ বইখানি শীগগিরই ইক্‌বাল একাডেমী, পাকিস্তান-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হবে।

মূল-লেখক নিজে যেমন বলেছেন যে, ইকবালের কাব্যধারা তাঁকে গভীরভাবে সম্মোহিত করেছিলো, তেম্নি আমিও দ্বিধাহীন চিত্তে বল্‌তে পারি যে, খাজা সাহেবের সুযোগ্য লেখনীর মাধ্যমে

ইকবালের দর্শনধারার সুষ্ঠু বিশ্লেষণ আমায় তার চাইতে কম সম্মোহিত করেনি। একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাসংক্রান্ত ও সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয়বিধ চিন্তাধারা নিয়ে যতো বেশী পর্যালোচনা ও চিন্তা করবার সুযোগ পাওয়া যায়, মহাকবি ইকবালের সাহিত্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভংগীর অপরিহার্য গুরুত্বের উপলব্ধি ও চেতনা মানুষকে ততোই বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে। একদা বর্তমান আজ মিশে গেছে অতীতের কোলে আর সেদিনের ভবিষ্যৎ আজ রূপ নিয়েছে রূঢ় বর্তমানে, এম্নি ক'রে যে ইতিহাসের উদ্ঘাটন হোল এবং এরই মধ্যে কেবল মানব কল্যাণের ক্ষেত্রে নয়, বরং মানবজাতির অস্তিত্বের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন বিপদ-সম্ভাবনা নিয়ে যে নতুন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হোল, তার দিকে সঠিক দৃষ্টিভংগী সহকারে তাকালে উপলব্ধি করা করা যাবে যে, বর্তমান যুগের সামনে হাযির অন্তহীন সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে ইকবালের অন্তর্দৃষ্টি ছিলো অভ্রান্ত—সুদূর প্রসারী। আল্লামা ইকবালের অজস্র প্রশংসা যাঁরা করেন, তাঁদের প্রশংসা মানব-জীবন ও তার পরিণতি সম্পর্কে কবির মনোভাবের উপলব্ধির ভিত্তিযুক্ত কিনা এবং কবির প্রচারিত মৌলিক মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতিই তাদের আনুগত্য চালিত হয় কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। একথা বললে নিতান্ত অমূলক হবে না যে, এই ধরণের ভক্তদের অনেকেই কৃত্রিমতার সীমানা অতিক্রম ক'রে কবির সঠিক চিন্তার রাজ্যে পৌঁছতে পারেন নি। ইকবালের চিন্তাধারার মূল সূত্রের সাথে সঠিক পরিচয় যাঁদের নেই, তাঁরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর চিন্তাধারার বিকৃত ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। এর ফলে কবির অসামান্য প্রতিভা ও দৃষ্টিভংগীর প্রতি অবিচারই করা হয়।

সেই কারণেই সব চাইতে বড়ো প্রয়োজন হচ্ছে ইকবাল-কাব্যের রসাস্বাদনের সংগে সংগে তাঁর চিন্তাধারাও নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে যাঁচাই ক'রে দেখা। এ বইখানিতে সেদিক দিয়ে খাজা গোলামুস সাঈয়েদাইন এক সফল প্রয়াসেরই পরিচয় দিয়েছেন নিঃসন্দেহে। নিজে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ব'লেই খাজা সাহেবের বিশ্লেষণে ইকবাল-সাহিত্যের শিক্ষাগত তাৎপর্য পরম সার্থকতা সহকারে ফু'টে উঠেছে। খাজা সাহেবের মতে সৃষ্টিধর্মী চিন্তার প্রত্যেক সুসমঞ্জস ধারাই শিক্ষা-ক্ষেত্রে বহন ক'রে আনে এক সুনির্দিষ্ট পয়গাম এবং ইকবালের দর্শন ও চিন্তাধারার সাথে পরিচয়ের অভাব নিঃসন্দেহে পাক-ভারত উপমহাদেশের এক বিরাট সাংস্কৃতিক ক্ষতি সাধন করেছে এবং সেই অপরিচয়ের ব্যবধান দূর করবার উদ্দেশ্য নিয়েই খাজা সাহেব বর্তমান বইখানা লিখেছিলেন। শিক্ষাব্রতী সুধী পাঠকদের সামনে ইকবালের চিন্তাধারার শিক্ষাগত তাৎপর্যের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো তিনি অতুলনীয় সাফল্য সহকারে তু'লে ধরেছেন। দেশের শিক্ষাধারার সংস্কার সাধনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগকারী শিক্ষাব্রতীগণ আমাদের জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে ইকবাল সাহিত্য ও দর্শনধারা পর্যালোচনা করলে তা'তে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথ অধিকতর সুগম হবে ব'লেই আমার বিশ্বাস।

পৃথিবীর যে কোনো বিশিষ্ট সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাসম্পন্ন কবি ও চিন্তানায়কের মতো ইকবাল কাব্যের আবেদনও সকল ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম ক'রে বিশ্বব্যাপক হ'য়ে পড়েছে এবং তাঁর পয়গাম হচ্ছে বিশ্বমানবতারই মহাপয়গাম। ইকবাল বিশ্বমানবতার কবি, কিন্তু পাক-ভারত উপমহাদেশের যে সমস্যা, সেখানে ইকবালের

বাণীর রয়েছে এক বিশেষ তাৎপর্য। ইকবালের বাণী সঠিকভাবে উপলব্ধি করলে দেখা যায় যে, কবি আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে দিয়ে গেছেন মূল্যবান পথনির্দেশ এবং মানবীয় শিক্ষাধারার ব্যাপক লক্ষ্যের সাথে আমাদের জাতীয় শিক্ষাধারার প্রাণময় সংযোগকে কোনো দিক দিয়ে ব্যাহত করেন নি।

ইকবাল-সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু পাঠককে একটি মূল সত্য মনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। খাজা সাহেব তাঁর বইয়ের গোড়ার দিকেই বলেছেন যে, ইকবালের মতে 'সর্ববিধ চারুকলার মতো কাব্য তখনই হয় অকৃত্রিম ও সার্থক, যখন তার গতিশীল প্রভাব অনুপ্রবেশ করে জীবনে, গভীরতর করে তার উপলব্ধিকে, দ্রুততর করে তার হৃদ-স্পন্দনকে, সুস্পষ্ট ক'রে তোলে জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্যকে। ইকবালের মতে আর্ট আর্টের খাতিরেই নয়, বরং তা' হচ্ছে পূর্ণতর ও অধিকতর উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্যময় জীবনের জন্য।'

১৯:৬ সালে 'নিউ এরা' নামক এক পত্রিকায় প্রকাশিত আল্লামা ইকবালের প্রবন্ধের একটি উদ্ধৃতি থেকে আর্ট সম্পর্কে কবির ধারণার সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা পাই:

'The ultimate end of all human activity is Life—glorious, powerful, exhuberant. All human art must be subordinated to this final purpose, and the value of everything must be determined in reference to its life-yielding capacity. The highest art is that which awakens our dormant will-force and nerves us to face the trials of life manfully. All that brings drowsiness and make us shut our eyes to

Reality around, on the mastery of which alone life depends is a message of decay and death. There should be no opium-eating in Art. The dogma of 'Art for the sake of Art' is a clever invention of decadence to cheat us out of life and power.'

(মানব-জীবনের সকল কর্মশক্তির শেষ লক্ষ্য হচ্ছে এক জীবন—মহিমান্বিত, শক্তিমান, উচ্ছ্বসিত। সকল মানবীয় কলা হবে এই শেষ লক্ষ্যের অধীন এবং সকল জিনিষের মূল্য নিরূপণ করতে হবে তার জীবনসংরক্ষণকারী শক্তির মানদণ্ড দিয়ে। তাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম কলা—যা' জাগ্রত ক'রে দেয় আমাদের ঘুমন্ত ইচ্ছা-শক্তিকে এবং শক্তিমান ক'রে তোলে আমাদের অন্তরকে জীবনের সকল বাধাবিঘ্ন মানুষের মতো অতিক্রম করতে। যা' কিছু তন্দ্রাবিভূত করে আমাদেরকে এবং আমাদের চক্ষুকে অন্ধ ক'রে দেয় চারদিকের বাস্তব থেকে, শুধু যার উপর প্রভুত্বে নির্ভর করে এ জীবন—তা' হচ্ছে ধ্বংসের ও মৃত্যুর বানী। কোনো কলার লক্ষ্য হোতে পারে না অহিফেনসেবীর নিদ্রা। 'আর্টের খাতিরে আর্ট'—মতবাদটি হচ্ছে এক সুচতুর উদ্ভাবন আমাদেরকে জীবন ও শক্তি থেকে বঞ্চিত করবার জন্য।)

পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষাব্রতীদের সামনে ইক্‌বালের শিক্ষা-সংক্রান্ত চিন্তাধারা পেশ করাই আমার এ অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশের লক্ষ্য। এ গ্রন্থ প্রকাশে যাঁরা আমায় উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ঢাকাস্থ বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন পরিচালক জনাব মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের

অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ আবদুল হাই, 'আজাদ'-সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্‌দীন, কবি গোলাম মোস্তাফা, কবি ফররুখ আহমদ, কাজী আফসারুদ্দীন আহমদ, মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম প্রমুখ সুধীমণ্ডলীর নাম উল্লেখযোগ্য। এই সুযোগে আমি তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে ইক্‌বাল একাডেমী কর্তৃপক্ষের সাথে প্রথম আলোচনা শুরু করেছিলেন পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের জন-সংযোগ দফতরের ডিরেক্টর জনাব জয়নুল আবেদীন। ইকবাল একাডেমীর সহ-সভাপতি জনাব মমতায হাসান ও ডিরেক্টর ডক্টর মুহাম্মদ রফীউদদীন এম্‌-এ, পি-এইচ্‌-ডি অত্যন্ত আন্তরিকতা সহকারে এর প্রকাশনার প্রত্যেক স্তরে আমায় সাহায্য করেছেন। এঁরা সবাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

আমার এ অনুবাদ-পুস্তক পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষাসাধকদের অগ্রগতির পথে কণামাত্র আলোকপাত করলেই আমার শ্রম হবে সার্থক।

দৈনিক 'ইত্তেহাদ' কার্যালয়, ঢাকা
'ইক্‌বাল-দিবস' — সৈয়দ আবদুল মান্নান
এপ্রিল, ১৯৫৮

কয়েকটি অভিমত

—এক—

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২১ শে জুলাই, ১৯৫৬

জনাব সৈয়দ আবদুল মান্নান সাহেব আল্লামা ইকবালের 'আসরারে খুদী' বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে খাজা গুলামুস্ সৈয়িদাইনের Iqbal's Educational Philosophy-র অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। পূর্বে ইহার অধিকাংশ 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই অনুবাদে তাঁহার পূর্বখ্যাতি অক্ষুন্ন থাকিবে। ইক্‌বাল একাডেমী ইহার প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া গুণের বিচার করিয়াছেন। আশা করি' বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে ইহা সমাদর লাভ করিবে। আমি অনুবাদককে আমার মুবারকবাদ জানাইতেছি। ইতি

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
অধ্যক্ষ, বাঙ্গালা বিভাগ

—দুই—

বাংলা একাডেমী
বর্ধমান হাউজ, ঢাকা
৬ই আগষ্ট, ১৯৫৬

'আসরারে খুদী'র অনুবাদক জনাব সৈয়দ আবদুল মান্নান সাহেব সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত। বাঙ্গলায় বহু মাসিক পত্রিকায় তাঁহার অনুবাদ দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ইক্‌বাল সাহিত্য বাঙ্গালী সমাজকে গভীরভাবে অভিভূত করিয়াছে। কিন্তু উহার অনুবাদ সহজসাধ্য নহে। অনেকেই মুগ্ধ ভাব-বিলাসীর ন্যায় একাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; কিন্তু ইক্‌বাল শুধু কবি বা সাহিত্যিক ছিলেন না। তাঁহার মূল স্বরূপ দার্শনিক, কবিতা ছিল তাঁহার প্রকাশমঞ্চ। যিনি দার্শনিক অথচ কবি নহেন, অথবা যিনি কবি অথচ দার্শনিক নহেন, তাঁহার পক্ষে ইক্‌বাল সাহিত্যের গভীর চিন্তাধারা উপযুক্ত সৌন্দর্য ও মহিমায় ভাষান্তরিত করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। সৈয়দ আবদুল মান্নান সাহেব একাধারে চিন্তাশীল লেখক, কবি এবং দার্শনিক-ভাবাপন্ন। 'আসরারে খুদীর' অনুবাদে তিনি তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। 'ইক্‌বালের শিক্ষাদর্শনের' অনুবাদে তাঁহার সে কৃতিত্ব অক্ষুন্ন রহিয়াছে। ইহা খাজা গোলামুস সাইয়ীদায়েন সাহেবের ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ হইলেও মূল ফারসী কবিতার উদ্ধৃতি দ্বারা ভরপুর। উদ্ধৃতিগুলির সাবলীল বঙ্গানুবাদ গ্রন্থের গুরুত্ব ও মাধুর্য অতিশয় বর্ধিত করিয়াছে। এই অনুবাদগুলি কবিতা নয়, ছন্দবদ্ধ গদ্য। অনেকে ইক্‌বাল-কাব্যের পদ্যানুবাদ করিতে গিয়া তাঁহাকে পঙ্গু করিয়াছেন। সৈয়দ

আবদুল মান্নান সাহেব সে পথে যান নাই। সে জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। তাঁহার ইংরাজীর গদ্যানুবাদও প্রাঞ্জল, ঋজু এবং মূল-আশ্রয়ী। এই অনুবাদ গ্রন্থ পাঠে ফারসী-অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকের মূল ইক্‌বাল-সাহিত্য পাঠের তৃষ্ণা অনেকটা মিটিবে। এ গ্রন্থ যে বঙ্গভাষা-ভাষীদের নিকট সমাদৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ
সম্পাদক,
বাঙ্গলা একাডেমী

তিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৮ই আগষ্ট, ১৯৫৬

আল্লামা ইক্‌বালের সমস্ত গ্রন্থই বাংলায় অনূদিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। জনাব সৈয়দ আবদুল মান্নান এ কাজে হাত দিয়েছেন দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। ইকবালের 'আসরারে খুদী'-র অনুবাদ ক'রে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাঁর সাধনার ফলে শিক্ষিত বাঙালীরা ইক্‌বাল দর্শনের সাথে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

প্রস্তুত গ্রন্থ জনাব সাইয়েদাইনের Iqbal's Eductional Philosophy র অনুবাদ। ইক্‌বালকে পূর্বপাকিস্তানী জনসাধারণ এবং বাংলা-ভাষাভাষীদের কাছে জনপ্রিয় ক'রে তোলার জন্য এ অনুবাদের একান্ত প্রয়োজন ছিলো। মূলের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলেও আমি অনুবাদটির অংশবিশেষ প'ড়ে দেখেছি। অনুবাদ স্বচ্ছ ও মূলানুসারী হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। এ পরিশ্রম ও সাধনার জন্যে আমি আবদুল মান্নান সাহেবকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। তাঁর এ অনুবাদ সাধারণ্যে প্রচারিত হোক, এই কামনা করি।

মুহম্মদ আবদুল হাই
অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ

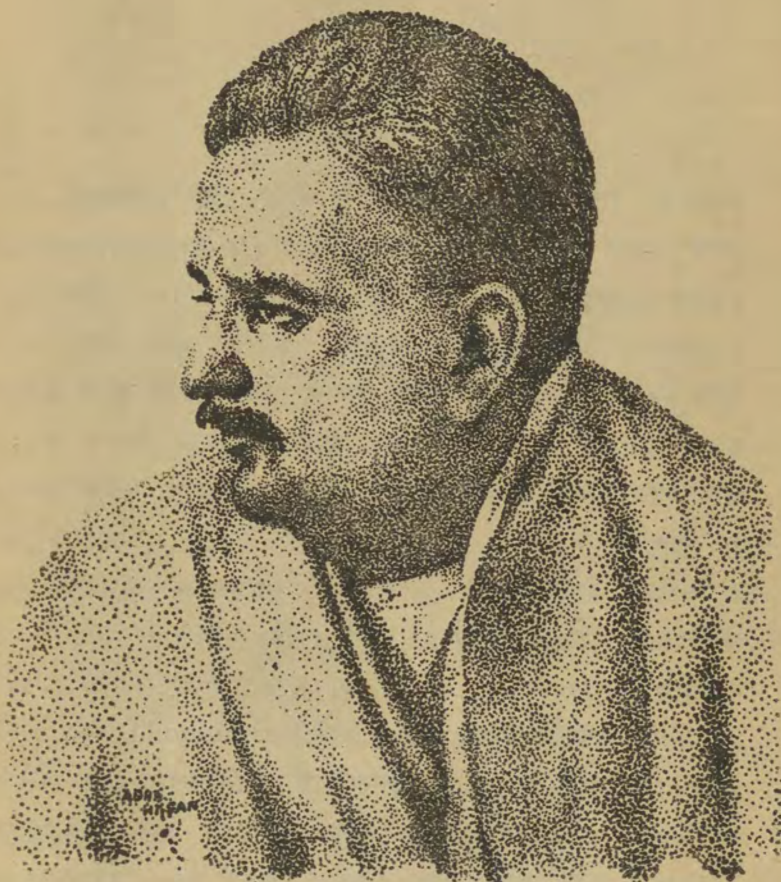

বিশ শতকের মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ

কবি-দার্শনিক

আল্লামা স্যার মুহাম্মদ ইকবাল

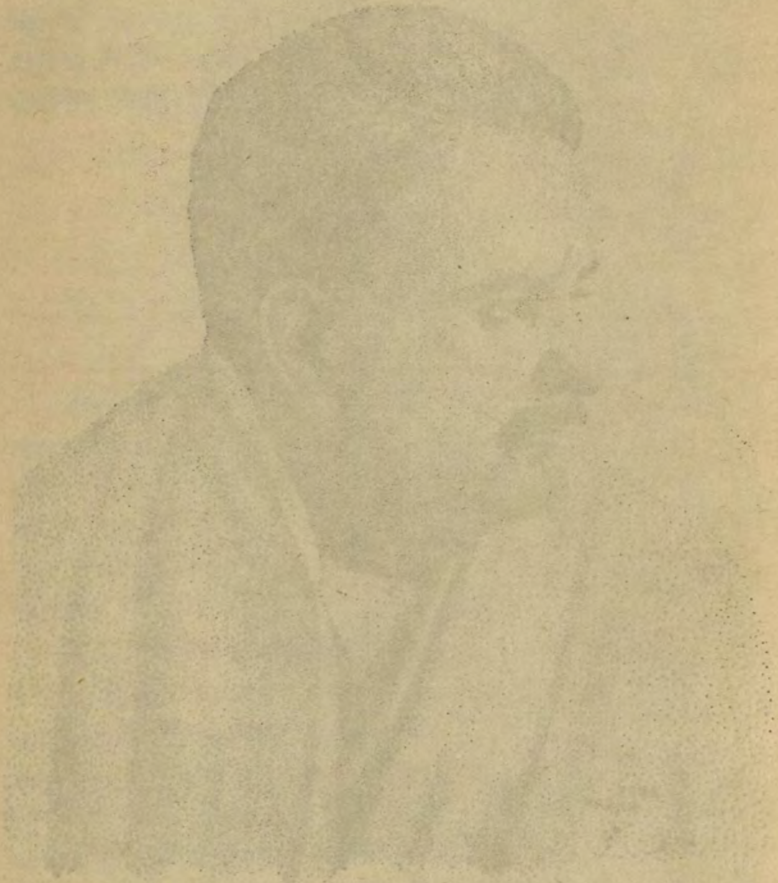

উপক্রমণিকা

বর্তমান গ্রন্থে আমি স্যার মুহাম্মদ ইক্‌বালের দার্শনিক চিন্তাধারার শিক্ষাগত তাৎপর্য পর্যালোচনা করতে প্রয়াস পাবো, কারণ তাঁকে আমি বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও চিন্তানায়কদের অন্যতম ব'লে মনে করি। তাঁর অসামান্য কবি-প্রতিভা ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং দেশের তরুণ মনের কাছে, বিশেষ ক'রে উর্দু ও ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ তরুণদের কাছে উদ্দীপনা-সঞ্জাত প্রশংসা অর্জন করেছে। কবি তাঁর কাব্যধারা প্রকাশের বাহন হিসাবে দু'টি ভাষাকেই ব্যবহার করেছেন সমান সাবলীলতা ও সহজ গতিধারা সহকারে। নিকল্‌সন কর্তৃক তাঁর বহুবিখ্যাত মস্‌নবী কাব্য 'আস্‌রারে খুদী' ও 'পায়ামে মাশরিক'-এর কতকাংশের তরজমা এবং তাঁর বক্তৃতা-সমন্বিত 'The Reconstruction of Religious Thought in Islam' গ্রন্থ তাঁকে বিশ্বের সুধীমহলে, বিশেষ ক'রে পাশ্চাত্যের সাহিত্যানুরাগী মহলে সুপরিচিত ক'রে তুলেছে। তাঁর কাব্যে চিরন্তণ মূল্য-বোধ এবং বর্তমানের সমস্যাসমূহের এমন সহজ সংমিশ্রণ ঘটেছে যে, তাঁর কাব্যপাঠক দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও প্রভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করতে পারেন।

আজো তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা বিশ্লেষণের ও তাঁর কাব্য-প্রবাহের বাস্তব তাৎপর্য খুঁজে বের করবার যথেষ্ট চেষ্টা হয়েছে ব'লে আমি মনে করি না। অনেকের কাছে এখনো সে প্রচেষ্টা

স্থূল উপযোগবাদের শামিল। তাঁদের মতে অন্যান্য চারুকলার ন্যায় কাব্যেরও কোনো আবেদন নেই মানব-মনে পৌঁছাবার মতো; কাব্য হচ্ছে কবিচিত্তের আবেগ-প্রধান অভিজ্ঞতা ও ভাবালুতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ এবং তা দার্শনিক আলোচনা ও বিশ্লেষণের ধার ধারে না। এই-ই হচ্ছে কাব্যের নিজস্ব যৌক্তিকতা এবং তাকে বিশ্লেষণ করার জন্য ডাক্তারের ছুরি বা মনস্তাত্ত্বিকের নির্মম পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। এই রুচিবিজ্ঞানী মতবাদের পক্ষে হয়তো কিছু বলার আছে, কিন্তু ইক্‌বালের নিজের কাছে তা' ছিলো অসহনীয়। তাঁর মতে সর্ববিধ চারুকলার মতো কাব্য তখনই হয় অকৃত্রিম ও সার্থক, যখন তার গতিশীল প্রভাব অনুপ্রবেশ করে জীবনে, গভীরতর করে তার উপলব্ধিকে, দ্রুততর করে তার হৃদ্‌-স্পন্দনকে, সুস্পষ্ট ক'রে তোলে জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্যকে। ইক্‌বালের মতে আর্ট আর্টের খাতিরেই নয়, বরং তা হচ্ছে পূর্ণতর ও অধিকতর উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্যময় জীবনের জন্য :

اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن
جو شئے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا !
مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے
یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا !
جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا
اے قطرۂ نیساں وہ صدف کیا وہ گہر کیا !
بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں
جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا !

মূল্যবান আর্টের অনুভূতি, ওগো চক্ষুষ্মান মানুষ !
কিন্তু দৃষ্টি—যে উপলব্ধি করে না বাস্তবকে,
সে তো অর্থহীন ।
আর্টের লক্ষ্য হচ্ছে অমর জীবনের অগ্নিশিখা,
এই পলায়মান বায়ুপ্রবাহ নয়,
যা' অস্থায়ী স্ফুলিংগের মতো ।
যা' থেকে দরিয়ার অন্তরে জাগে না মত্ত তুফান,
হে বসন্তের বারিবিন্দু !
মূল্যহীন সে শুক্তি আর মুক্তা উভয়ই ।
দুনিয়ার জাতিসমূহের পুনরুজ্জীবন হয় না মাজেযা ব্যতীত,
যেখানে নেই যর্বে কলিমের স্পর্শ,
প্রাণহীন সে আর্ট । (১)

অধিকন্তু, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইক্‌বাল কেবলমাত্র গীতিকাব্যের কবি নন্। তিনি তাঁর খেয়ালখুশী ও ক্ষণিক আবেগকে চিত্তাকর্ষক কবিতায় রূপ দেন্ নি। সর্বোপরি, তিনি হচ্ছেন ভাবুক ও দার্শনিক। বর্তমান জীবনের সাথে সম্পর্ক-বর্জিত বস্তু-নিরপেক্ষ ধরা-ছোঁয়ার বাইরের কল্পনা দিয়ে তিনি ভারাক্রান্ত করেন নি তাঁর কাব্যকে। বরং তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির সম্পদে সমৃদ্ধ ও শিক্ষিত মন বাস্তব সমস্যার মুখোমুখী হ'য়ে তু'লে ধরেছে তার সঠিক সমাধান। তাঁর কাব্য আমাদের দৃষ্টির সাম্‌নে তু'লে ধরে যে মনোরম উদ্যানের সৌন্দর্য, তার বাইরের দৃশ্যমান রূপৈশ্বর্যের চিন্তায় যদি আমরা আত্মভোলা হই, তাতে কবির মহৎ প্রতিভাকে শুধু আংশিক স্বীকৃতিই দেওয়া হবে। ইক্‌বালের ক্ষেত্রে ভিতরের ভাবধারার পর্যালোচনা ও

(১) যর্বে কলিম, ১১৭ পৃষ্ঠা।

উপলব্ধি অন্ততঃপক্ষে বাইরের আংগিক বিচারের সমগুরুত্বপূর্ণ, অবশ্যি যদি এম্নি ক'রে চিন্তাধারাকে আংগিক ও বিষয়বস্তু—এই দু'ভাগে ভাগ করা মোটেই সংগত হয়।

এর সব কিছুকে বড়ো জোর ইক্‌বালের দার্শনিক চিন্তাধারা পর্যালোচনার পক্ষে যুক্তি হিসাবে দাঁড় করা যেতে পারে এবং কেউ কেউ হয়তো বিষয়টি মেনেও নেবেন, তবু তাঁদের মনে একটা দ্বিধা থাক্‌বে ঃ কেন ইক্‌বালের শিক্ষা-দর্শন পর্যালোচনায় ব্যক্তিবিশেষ আত্মনিয়োগ করবে, যখন প্রচলিত শব্দগত তাৎপর্যের দিক দিয়ে ইক্‌বাল শিক্ষাবিদ (educationist) ছিলেন না এবং স্বল্পকাল ব্যতীত তিনি শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন নি ? তা'ছাড়া এ কথাও বলা চলে না যে, তিনি কোথাও সুসমঞ্জস ও সুসংবদ্ধ ধারায় কোনো শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা পেশ করেছেন। আমার মতো এই ধরণের পর্যালোচনায় আত্মনিয়োগের পক্ষে যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে, বলতে গেলে এ আপত্তির দ্বিবিধ জওয়াব দেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ, শিক্ষা (education) কথাটির বাস্তব তৎপর্য ও ব্যাপক পরিধি আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। সাধারণতঃ শিক্ষা বল্‌তে আমরা বুঝি স্কুল-কলেজের গণ্ডির মধ্যে গতানুগতিক ও যান্ত্রিক ধারায় শিক্ষা দান ও গ্রহণের সীমাবদ্ধ পদ্ধতি, কিন্তু তা হচ্ছে স্পষ্টতঃ অসম্পূর্ণ ও আংশিক ধারণা, কারণ যেসব গঠন-মূলক সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রভাব সমাজ ও ব্যক্তির ধারণা ও আচরণের রূপায়ণ ও সংশোধনের মূলে রয়েছে, তার কিছুই এর মধ্যে ধরা হয় না। নির্ভুল তাৎপর্যের দিক দিয়ে শিক্ষা বল্‌তে বুঝায় সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক শক্তির সমষ্টি,—যা ব্যক্তি অথবা সমাজের জীবনকে প্রভাবিত করে। এ কথাটি মেনে নিলে বুঝা যায় যে,

কোনো সৃষ্টিধর্মী চিন্তানায়কের আবির্ভাব শিক্ষাবিদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং যতোই তাঁর ধারণা তাঁর সম-সাময়িক মানুষের কল্পনা, উপলব্ধি ও উদ্যমকে আকৃষ্ট করবে, শিক্ষাপ্রদ শক্তি হিসাবে তাঁর প্রভাব নিশ্চিতরূপে ততো বড়ো বলে স্বীকৃত হবে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক জীবন-দর্শন জীবনের সমস্যা ও পরিণতির উপর যতোটা আলোকপাত করে, শিক্ষাদর্শন হিসাবে ততোই তা স্বীকৃত ও প্রমাণিত হয়, কারণ উভয় ধারাই নিঃসন্দেহে নিজ নিজ দৃষ্টিভংগীর দিক দিয়ে একই রূপ প্রশ্ন ও সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট ; যেমন—মানব-জীবনের তৎপর্য ও উদ্দেশ্য, সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক, মূল্যবোধ সমস্যা প্রভৃতি। সুতরাং কোনো ধারণাপদ্ধতি যখন এসব সমস্যাসমূহের মোকাবিলা করবার পথ নির্দেশ করে অথবা প্রচলিত বিধান, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি ও চিন্তা-পদ্ধতির সমালোচনা পেশ করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তা আমাদের শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনা ও রীতির বুনিয়াদে পরিবর্তন ঘটায়। কারণ শেষ পর্যন্ত শিক্ষার কায হচ্ছে সমালোচনার দৃষ্টি দিয়ে সমাজ-বদ্ধ জনসমষ্টির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, জ্ঞান ও আদর্শের মূল্যমান নির্ধারণ ক'রে সমাজের তরুণদের হাতে তা' পৌঁছে দেওয়া, যাতে ক'রে সমাজ-জীবনের ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ সম্ভব হোতে পারে এবং তাদের জ্ঞানসম্মত সৃষ্টিধর্মী পুনর্গঠনের ব্যবস্থা হোতে পারে। ইক্‌বাল যখন আজীবন মানব-জীবনের ক্রমবিকাশ ও তার সঠিক গতি-নির্দেশের সমস্যায়ই আত্মনিয়োগ করেছেন, তখন শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মনিয়োগকারী কর্মী কি ক'রে তাঁর মতো বিরাট চিন্তানায়কের দার্শনিক ধারণাসমূহ সম্পর্কে উদাসীন থাক্‌বেন ?

এই যে সমস্যাগুলি বারংবার মানুষের সাম্‌নে চিরনতুন হ'য়ে দেখা দিচ্ছে, তার সমাধানে ইক্‌বাল দিয়ে গেছেন এক মহামূল্য অবদান, বিশেষ ক'রে যখন সে সমস্যাগুলি অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে আধুনিক মনে। এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই আমি তাঁর চিন্তাধারার কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি। যখন কেউ তাঁর দর্শনের গভীরতর তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা করেন, যখন তাঁর চোখের সাম্‌নে মানবীয় বিবর্তন-ধারার বিরাট নাট্যাভিনয় ও তাতে মানুষের সৃষ্টিধর্মী ভূমিকার তাৎপর্য ক্রমাগত সপ্রকাশ হোতে থাকে, তখন স্বভাবতঃই এক বিরাট সম্ভাবনার পথ আবিষ্কার ক'রে তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ ও অভিভূত হ'য়ে পড়েন। তারপরেই মানুষের বিরাট গৌরব-ময় পরিণতির জন্য তাকে তৈরী ক'রে তুল্‌তে শিক্ষাব্যবস্থার শোচনীয় ত্রুটিবিচ্যুতিপূর্ণ বিভ্রান্ত প্রচেষ্টার দিকে তাকে দৃষ্টি ফিরাতে হয় ইকবালের মতোই মানসিক অধৈর্য ও হতাশা সহকারে। তখন শিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতির গতিশীল ব্যাপক পুনর্গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হোতে থাকে। ইকবাল অবশ্য আমাদের সাম্‌নে শিক্ষাসংক্রান্ত পূর্ণাংগ টেক্‌নিক অথবা শিক্ষাপদ্ধতি সম্বলিত পাঠ্যপুস্তক পেশ করেন নি, কিন্তু তিনি যা দিয়েছেন তা' এর চাইতে বহুগুণে অধিকতর মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ। সর্বপ্রকার সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থার মুলে রয়েছে শিক্ষাসংক্রান্ত যে সব বুনিয়াদী ও মৌলিক নীতি, তিনি আমাদের মনোযোগ তারই দিকে চালিত করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এসব শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির বাস্তব তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর্‌লে কখনো কখনো আমরা দেখতে পাই যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান সমস্যা সম্পর্কে বিশিষ্ট আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতামতের সংগে তাঁর মিল রয়েছে, যদিও তাঁদের আলোচনার ধারা ইকবাল থেকে সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র। আধুনিক সভ্যতার এমন কতকগুলি জরুরী শক্তি ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যে কোনো দৃষ্টিভংগীতে বিচার করলে আধুনিক নরনারীর জন্য যার কোনো না কোনো ধরণের শিক্ষাসংক্রান্ত গতি নির্দেশের প্রয়োজন।

ইকবালের চিন্তাধারা প্রধানতঃ তাঁর কাব্যের মারফতে পেশ করা হয়েছে বলেই তার বিশ্লেষণের দায়িত্ব পালন বিস্ময়করভাবে দুরূহ হ'য়ে পড়েছে। তাঁর বক্তৃতা-সংকলন ব্যতীত অন্যান্য সবগুলি গ্রন্থই হচ্ছে উর্দু ও ফারসী কবিতাসংগ্রহ এবং কবিতার প্রকাশভংগী স্বভাবতঃই গদ্য অপেক্ষা অধিকতর নমনীয় ও সংবেদনশীল। কবিতায় আমরা পাই একটা আবেগ-প্রধান অনুভূতি; তা আমাদের সামনে এনে দেয় অন্তর্দর্শী আবেগ ও ধারণাসমূহকে, সযত্নরচিত ধারাবাহিক ও সাবলীল গদ্যরচনার মতো তাতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অথবা চিন্তার সূক্ষ্মতা ধরা পড়ে না। ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর ক'রে কাব্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয় এবং তাতে তীক্ষ্ণতর রুচিসম্মত উপলব্ধি সম্ভব হয়, কিন্তু কখনো কখনো তা' বুদ্ধিবৃত্তির স্বচ্ছতাকে আচ্ছন্ন করে। ইক্‌বাল কাব্যের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমি আমার আলোচ্য বিষয়সংক্রান্ত দৃষ্টিভংগী ও ব্যক্তিগত সহানুভূতিকে দূরে রেখে বিচার করতে পেরেছি, এরূপ কোনো দাবী আমার নেই। সুতরাং আমি তার যে অর্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি, তা' হয়তো আমার অলক্ষ্যে কোথাও কিছুটা পক্ষপাতদুষ্ট হ'য়ে থাক্‌তে পারে। কিন্তু সর্বদাই আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন ক'রে কায করেছি: আমি সযত্নে তাঁর কাব্যের এরূপ অর্থ করেছি, যা' তাঁর ধারণার সাধারণ গতিধারার সাথে বিচার ক'রে যুক্তিযুক্ত মনে

হয়েছে। কারণ ইক্‌বালের কাব্যপ্রবাহ অন্যান্য কবিদের থেকে স্বতন্ত্র; তা'তে রয়েছে তাঁর নিজস্ব সুসংবদ্ধতা ও ধারণার ঐক্য; ক্ষণিকের অসংলগ্ন খেয়াল ও মুহূর্তের আবেগ প্রকাশ লাভ করেনি তাঁর কাব্যে। তাই তাঁর কবিতা যান্ত্রিকভাবে একত্র-গ্রথিত হেঁয়ালী নয়; তা'তে রয়েছে আবেগপ্রধান ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্মত দৃষ্টিভংগীর ঐক্য এবং আত্মবিশ্বাস, ঈমান ও উপলব্ধির গভীর উৎসমূল থেকে তা' উৎসারিত। ইক্‌বাল-কাব্যের সযত্ন অধ্যয়ন দর্শন ও শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের শ্রমকে করে সার্থক এবং কাব্যপ্রবাহের সৌন্দর্যসন্ধানী পাঠক তার মাঝে খুঁজে পান আনন্দ ও পরিতৃপ্তির এক অফুরন্ত উৎস।

প্রথম খণ্ড

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শিক্ষা

এক

ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি

যে ব্যক্তিকে শিক্ষাদান করতে হবে, তার প্রকৃতি ও গতিধারা সম্বন্ধে একটা সচেতন উপলব্ধিকে ভিত্তি ক'রে নেওয়া ব্যতীত শিক্ষার কোনো জ্ঞানগর্ভ মতবাদকে রূপ দেওয়া যায় না। কারণ, প্রাথমিকভাবে ধরতে গেলে এই শিক্ষাধারার সারবস্তু হচ্ছে সর্বক্ষণের বিভিন্ন কার্যাবলীর সমন্বয়ে ও চারদিকের বিরাট জটিল পারিপার্শ্বিকতার সহযোগে প্রাণবন্ত মানবীয় দেহযন্ত্রাদির তথ্য বিকাশ। এই কার্যাবলী ও পারিপার্শ্বিকতা এই অবিরাম সহযোগের ফলে নিত্য পরিবর্তিত ও ক্রমবর্ধিত হচ্ছে। দার্শনিকের ন্যায় শিক্ষাদাতারও তাঁর কার্যকলাপের মধ্যে দু'টি জিনিসের—ব্যক্তি ও পারিপার্শ্বিকতার স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসন্ধানের চেষ্টা স্বভাবতঃই করতে হবে এবং তা' দিয়েই পরিণামে তাঁর সর্ববিধ সমস্যার সমাধান নিশ্চিত।

প্রথমে আমরা প্রকৃতি ও শিক্ষাদাতার মূল লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তির কার্যক্রম সম্পর্কে ইক্‌বালের ধারণা পর্যালোচনা করবো। এই জিনিসটিকে ভালো ক'রে বুঝতে গেলে আমাদেরকে 'আত্মা' (Ego) বা ব্যক্তিত্ব (Individuality) সম্পর্কে তাঁর ধারণা উপলব্ধি করতে হবে। এরই মধ্যে তাঁর সমগ্র দর্শনের মূল ধারণা নিহিত রয়েছে এবং তাঁর চিন্তার কাঠামোর অবশিষ্টাংশও এরই বুনিয়াদে গ'ড়ে উঠেছে। তাঁর এই ধারণা হৃদয়গ্রাহী ও শক্তিশালী

ধারায় প্রথম বিকাশ লাভ করে তাঁর ফারসী মস্‌নবী 'আসরারে খুদী' বা আত্মদর্শন নামক কাব্যে। পরবর্তী সকল কাব্যেই তাঁর এই মতবাদের ক্রমবিকাশ দেখা যায় এবং ধারাবাহিক ভাবে তার সুন্দর আলোচনা পাওয়া যায় তাঁর ছয়টি বক্তৃতা সমন্বিত ইংরেজী গ্রন্থ 'The Reconstruction of Religious Thought in Islam'-এ। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর এ ধারণার সুর সংগীতের রেশের মতো তাঁর উর্দু ও ফারসী প্রত্যেক কাব্য-গ্রন্থেই অনুরণিত হয়। কেবল মাত্র তাঁর চিন্তাধারার অভূতপূর্ব গুরুত্বের জন্যই যে তাঁর ব্যক্তিত্বের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা আমাদের প্রয়োজন, তা নয়। আর একটি দিক হচ্ছে এই যে, আধুনিক মনস্তত্ব, জীবতত্ব ও শিক্ষাবিষয়ক মতবাদ এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলন ও এক-নায়কত্ববাদের (Dictatorship) অভ্যুত্থান এ সমস্যাটির রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। আধুনিক রাজনৈতিক, শিল্পসংশ্লিষ্ট ও বৈজ্ঞানিক আন্দোলনসমূহ সাধারণভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে ব্যক্তিত্বকে দমিত ক'রে যাচ্ছে। সুতরাং মানব-ব্যক্তিত্বের মূল্য সংরক্ষনে বিশ্বাসী ও প্রয়াসী সামাজিক চিন্তানায়কগণ স্বভাবতঃ জীবনে ব্যক্তিত্বকে সর্বাধিক গুরুত্ব দানের সমস্যায় বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন। ইক্‌বাল মানব-চরিত্রের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষক এবং মানবাত্মার ক্রমবিকাশ ও প্রসারণশীলতায় বিশ্বাসী ছিলেন ব'লেই এ সমস্যা নিয়ে তাঁকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হয়েছে অবশ্যম্ভাবীরূপে।

ইক্‌বালের মতে 'খুদী' (অহম্‌ বা ব্যক্তিত্ব) বাস্তব ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সত্তা এবং জীবনের পূর্ণ সংগঠনের কেন্দ্র ও ভিত্তিমূল। দার্শনিক ও ধর্মীয় বহুবিধ মতবাদ আত্মার বাস্তবতাকে অস্বীকার

করার জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ইক্‌বাল এই সব কল্পলোকচারী ভাববাদী ও অভেদবাদী ধারণাসম্পন্ন আন্দোলনকে বাস্তব পরিণতির দিক দিয়ে বিপজ্জনক মনে করেন এবং বুদ্ধি-বৃত্তিসংক্রান্ত কল্পনা হিসাবে বিভ্রান্তিকর ব'লে বিবেচনা করেন। প্রধানতঃ, হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন মতে আত্মা মানব-মনের সৃষ্ট একটা মায়া (illusion) মাত্র। তার কোনো নিজস্ব প্রাধান্যসূচক বাস্তবতা নেই (১)। অভেদবাদ ও মিথ্যা ভাববাদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করায় আত্মা বা 'অহম্'কে চিরন্তন মনের একটা অংশবিশেষ মনে করা হোত, তারই মধ্যে অবলুপ্ত হওয়াই যার শেষ পরিণতি। হেগেলের ইংরেজ অনুগামীগণ ও অভেদবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণও এই ধারণা পোষন করতেন যে, মানবের উচ্চতম আদর্শ ও লক্ষ্য হচ্ছে তার ব্যক্তিগত সত্তাকে পরমাত্মার (Absolute) মধ্যে বিলুপ্ত ক'রে দেওয়া, যেমন ক'রে একটি জলবিন্দু বিশাল সমুদ্র-বক্ষে আত্মবিলোপ ক'রে নিজস্ব সত্তাকে হারিয়ে ফেলে। এই মতবাদকে ইক্‌বাল নিশ্চিতরূপে অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর মতে আত্ম-অস্বীকৃতি বা কোনো চিরন্তন সত্তার মধ্যে আত্ম-বিলুপ্তি মানবের আদর্শ হোতে পারে না ; তার পরিবর্তে তাকে তার অনন্ত মূল্যবান ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার ও তাকে বলিষ্ঠতর মৌলিকতা ও অতুলনীয়তার ক্রমবিকাশের মাধ্যমে শক্তিশালী করবার জন্য সচেষ্ট হোতে হবে। 'অহম্ বা আত্মার লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তিত্বের সীমাবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ নয়, পক্ষান্তরে এ হচ্ছে তার একটি অধিকতর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা।' (২)

---

(১) ভাগবৎ গীতায় প্রচারিত দর্শনে অবশ্য ভিন্নমত দেখা যায়। তাতে কর্মকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। (২) বক্তৃতা, ১৮৭ পৃষ্ঠা।

হাল্লাজের বাণী 'আনাল্ হক্' (আমিই সৃষ্টিধর্মী সত্য) সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে তিনি বলেন, মানবীয় অভিজ্ঞতার সত্যিকার ব্যাখ্যা 'সমুদ্রে' পতনশীল জলবিন্দু নয়, পরন্তু বিরাটতর ব্যক্তিত্বের মধ্যে মানবাত্মার বাস্তবতা ও স্থায়িত্বের বলিষ্ঠ স্বীকৃতি……।' (১)

বিরাটতর ব্যক্তিত্ব অর্জনের গতিপথ মানব-জীবনে সীমাবদ্ধ নয়। মানবের সকল জীবন্ত দেহযন্ত্রের পূর্ণ পরিণতিতে ইকবাল সে গতি-পথকে পরিষ্কাররূপে সপ্রকাশ দেখেছেন। তিনি বলেন: 'সত্তার সম্পূর্ণ স্বরগ্রামের মধ্যে ক্রমাগত 'খুদী'র (অহম্) সুরই উত্থিত হয়, যতোক্ষণ না সে মানুষের মধ্যে পূর্ণতার (২) সীমায় পৌঁছে। (৩) বের্গস, নান্ ও বর্তমানের কতিপয় নেতৃস্থানীয় জীবতাত্ত্বিকের ন্যায় তিনিও বিশ্বাস করেন যে, সকল জীবন্ত দেহযন্ত্রই সংগ্রাম ক'রে যাচ্ছে কম-বেশী ক'রে জটিল স্বাতন্ত্র্য অর্জনের জন্য ; মানুষের মধ্যে সৃষ্টি-তাড়না জয়ী হয়েছে এবং এমন ক্ষমতা সে অর্জন করেছে, যাতে তার সম্মুখে অনন্ত ক্রমবর্ধন ও মুক্তির সম্ভাবনা প্রসারিত হয়েছে।

هر چیز ہے محو خود نمائی
ہر ذرہ شہید کبریائی!
بے ذوق نمود زندگی موت،
تعمیر خودی میں ہے خدائی!
رائی زور خودی سے پربت
پربت ضعف خودی سے ہے رائی!

(১) বক্তৃতা, ৯১ পৃষ্ঠা। (২) ইক্‌বালের চিন্তাধারা অনুসারে 'পূর্ণতা' অর্থে পরম্পরাপেক্ষ পূর্ণতা বুঝায়। (৩) বক্তৃতা, ৬৮ পৃষ্ঠা।

اک تو ھے کہ حق ھے اس جہاں میں
باقی ھے نمود سیمیائی !

প্রত্যেক বস্তুই আত্মবিকাশের জন্য উন্মুখ,
প্রতি অনু মহত্ব লাভের প্রয়াসী ;
জীবন এই গতিবেগ ব্যতীত সূচনা করে মৃত্যুর ঃ
ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা দ্বারা মানব হয় খোদায়ী গুণসম্পন্ন।
সত্তার শক্তিতে সর্ষপ পরিণত হয় পর্বতে,
সত্তার দুর্বলতা
পর্বতকে পরিণত করে সর্ষপ-কণায়।
কেবল তুমিই বাস্তব এই ধরিত্রীর বুকে,
আর সব কিছু মরীচিকা।

[বালে জিবরিল ঃ ৭৯ পৃষ্ঠা]

প্রকৃতপক্ষে জীবিত দেহযন্ত্রের 'বাস্তবতা'র মাত্রা সম্পর্কে তার নিদর্শন হচ্ছে ঃ সুস্পষ্ট আত্মজ্ঞানের অনুভূতি সে কতোটা অর্জন করেছে। 'কেবলমাত্র তারই থাকে সত্যিকার অস্তিত্ব, যে বল্‌তে পারে ঃ "আমি আছি।" এই অহম্‌-বোধের সহজাত বিশ্বাসের মাত্রা অনুসারেই নির্ধারিত হয় যে কোনো বস্তুর স্থান সত্তার তুলাদণ্ডে।' (১) এম্নি ক'রে তিনি বের্গসঁর সাথে একমত হয়েছেন যে, 'ব্যক্তিত্ব মাত্রার ব্যাপার এবং স্পষ্টতঃ মানব-সত্তার পরিসমাপ্ত ঐক্যের ক্ষেত্রেও তাকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না।' কবি তাঁর 'আস্‌রারে খুদী' কাব্যে বারবার এ বিষয় নিয়ে আলোচনার অবতারণা করেন এবং পূর্ণতর ও বলিষ্ঠতর ব্যক্তিত্ব অর্জনের প্রয়াসের মধ্যে বিবর্তন-ধারার অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্‌ঘাটন করেন। সেখানে তিনি বলেন ঃ

چوں حیات عالم از زور خودی است
پس بقدر استواری زندگی است

قطرہ چوں حرف خودی ازبر کند
ہستیٔ بے مایہ را گوہر کند

سبزہ چوں تاب دمید از خویش یافت
ہمت او سینۂ گلشن شگافت

چوں زمیں بر ہستیٔ خود محکم است
ماہ پابند طواف پیہم است

ہستیٔ مہر از زمیں محکم تراست
پس زمیں مسحور چشم خاوراست

چوں خودی آرد بہم نیروئے زیست
می کشاید قلزمے از جوئے زیست

বিশ্বজীবন যতো বেশী ক'রে আসে
আত্মশক্তি থেকে,
জীবন ততোই এই শক্তির সাথে রাখে সামঞ্জস্য ;
একটি জলবিন্দু যখন লাভ করে আত্মার শিক্ষা
তার অন্তরে,
সে তার মূল্যহীন সত্তাকে করে তোলে একটি মুক্তা।

*

তৃণ যখন পেলো তার আত্মার ভিতরে
বর্ধনের শক্তি,
তার আকাংখা বিদীর্ণ ক'রে দিলো বাগিচার বুক।

*

যেহেতু বিশ্ব রয়েছে দৃঢ়রূপে স্থিত
তার আপন ভিত্তিতে,
বন্দী চন্দ্র ঘু'রে চলে তার চারদিকে
নিরবচ্ছিন্ন গতিতে।
সূর্যের সত্তা বলিষ্ঠতর
পৃথিবীর চেয়ে,
বিশ্ব তাই আপন-ভোলা
সূর্যের আঁখির আলোয়।

*

জীবন যখন শক্তি সঞ্চয় করে
আত্মা থেকে,
জীবন-তটিনী বিস্তার লাভ করে
সমুদ্রের মহত্বে।

[আস্‌রারে খুদী ঃ প্রথম অধ্যায়]

জীব-জগতের সকল প্রাণীর মধ্যে মানবই উচ্চতম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হয়েছে এবং তার নিজস্ব বাস্তব সত্তা সম্পর্কে সে সব চাইতে বেশী সচেতন। কারণ, 'আত্মার প্রকৃতিই এইরূপ যে, অন্যান্য আত্মার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ক্ষমতা থাকা সত্বেও সে আত্ম-কেন্দ্রিক এবং নিজে ব্যতীত অন্যান্য সত্তাকে বাদ দিয়ে পৃথকভাবে তার ব্যক্তিত্বের একটা নিজস্ব পরিক্রমা আছে।' এ মতবাদ প্রত্যক্ষ-ভাবে আত্মা ও বিশ্বের ভিতরকার সম্পর্কের ধরণ সম্বন্ধে সর্বপ্রকার অভেদবাদী মতবাদের বিরোধী। মানব-ব্যক্তিত্বের মূল্য ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে ইকবালের বিশ্বাস এত দৃঢ় ও বলিষ্ঠ যে, তিনি নিঃসংকোচে সুফীদের আদর্শ সমন্বয়, নির্বানবাদ—মানবের সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বের

অসীম বা পরমাত্মায় আত্মবিলুপ্তির উচ্চাকাংখা ও সৌভাগ্য লাভের মতবাদকে অকুণ্ঠচিত্তে অগ্রাহ্য করেছেন। 'সসীম সত্তা (Finite Ego) তার ব্যক্তিত্বের অপরিবর্তনীয় ঐক্য দ্বারাই তার অতীত কার্যকলাপের সম্মুখীন হবার জন্য অসীম সত্তার (Infinite Ego) সান্নিধ্য লাভ করবে।' (১) এইভাবে তাঁর মতে শিক্ষার্থীর অনন্ত সম্ভাবনার উপলব্ধির জন্য তার ব্যক্তিত্বকে বলিষ্ঠ করে তোলা ব্যতীত শিক্ষা অথবা অন্যবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুশাসনের অপর কোনো লক্ষ্য থাকতে পারে না।

ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ কি ক'রে সহজ হোতে পারে, তৎসম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে আমাদের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, কোন্ কোন্ বিশেষ কারণ ইকবালের চিন্তাধারাকে এই বিশেষ পথে পরিচালিত করেছে। প্রথমতঃ, তিনি ইস্‌লামের বুনিয়াদী শিক্ষার ভিতরে এর স্বপক্ষে বলিষ্ঠ সমর্থন পেয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, মানবাত্মা সম্পর্কে কোরানের মতবাদ সরল ও বলিষ্ঠ ধারায় 'মানবের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অতুলনীয়তার' উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং 'জীবনের সমন্বয়ের দিক দিয়ে তার পরিণতি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট মত প্রকাশ করে। (২) ইসলামের উচ্চতর সুফী মতবাদ অনুসারে 'সমন্বয়শীল অভিজ্ঞতা সসীম আত্মার নিজস্ব সত্তাকে সীমাহীন পরমাত্মায় বিলীন করে দেওয়া নয়, বরং তা' হচ্ছে সসীমের প্রেমালিংগনের মধ্যে অসীমের গতিপথ রচনা।' (৩) কিন্তু ইকবাল সংগে সংগে এ দিক দিয়েও সচেতন যে, আত্ম-অস্বীকৃতির মতবাদ অপরিহার্যরূপে "ক্লাসিকাল-বিরোধী" ইসলামী ভাবধারার বিপরীতপন্থী হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম চিন্তাধারার মধ্যে অনুপ্রবেশ ক'রে তাকে গভীর-

(১) বক্তৃতা, ১১১ পৃষ্ঠা। (২) বক্তৃতা, ৯০ পৃষ্ঠা। (৩) বক্তৃতা; ১০৪ পৃষ্ঠা।

ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। এই ভাবধারাকে রুদ্ধ ক'রে সংস্কার করার উদ্দেশ্যে তিনি দেখিয়েছেন যে, কোরানের শিক্ষা সুদূর-প্রসারী দৃষ্টিভংগীসম্পন্ন এবং মত প্রকাশ করেছেন যে, 'বৈজ্ঞানিক বা ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা থেকে চিন্তার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য সম্ভব নয়।' এম্নি করে কোরান বাস্তবের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব প্রদর্শনের চেষ্টা করেছে এবং প্রাচীন যুগের মুসলিম জাতিকে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি-সংস্থাপকের গৌরব দান করেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে গ্রীক সভ্যতার ক্লাসিক ভাবধারা অনুপ্রবেশ ক'রে কোরানের প্রতি তাদের সত্যিকার দৃষ্টিভংগীকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। সক্রেটিস ও প্লেটো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে অবজ্ঞা করেছেন এবং তাঁদের মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি 'কেবলমাত্র মতামতের জন্ম দেয়, কোন বাস্তব জ্ঞান সৃষ্টি করে না।' কিন্তু ইকবালের মতে গতিশীল ও সুনির্দিষ্ট পারিপার্শ্বিকতার সহযোগ ব্যতীত সক্রিয় ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ সম্ভব হোতে পারে না। প্লেটোকে তিনি 'মেষপালের বৃদ্ধ দার্শনিক' বলে নিন্দা করেছেন, কারণ বহুমুখী শক্তি ও প্রকৃতির এ বিশ্বে সক্রিয় সংগ্রামের জীবনকে অবজ্ঞা করেছেন প্লেটো। এই বহুমুখী শক্তি ও প্রকৃতিকে মানুষের মতো বলিষ্ঠভাবে অতিক্রম করার চেষ্টা তিনি করেন নি। তার পরিবর্তে তিনি কেবল ধ্যানতন্ময়তা ও সচ্চিন্তার পথ অবলম্বনের পক্ষে মতবাদ প্রকাশ করেছেন। তাঁর এ পন্থা কেবল মুক্ত নাগরিক জীবনেই প্রযোজ্য ছিলো, যারা অনুরূপ ব্যবস্থা করতে সমর্থ।

فکر افلاطوں زیاں را سود گفت
حکمت او بود را نابود گفت

بس کہ از ذوق عمل محروم بود
جان او وارفتۂ معدوم بود

منکر هنگامهٔ موجود گشت
خالق اعیان نامشهود گشت

زنده جاں را عالم امکاں خوش است
مرده دل را عالم اعیاں خوش است

راهب ما چاره غیر از رم نداشت
طاقت غوغائے ایں عالم نداشت

قوم ها از سکر اُو مسموم گشت
خفت و از ذوق عمل محروم گشت

প্লেটোর চিন্তাধারা ক্ষতিকে মনে করতো লাভ;
দর্শন তাঁর সত্তাকে প্রচার করেছিলো
অসত্তা ব'লে।

*

ছিলো না তাঁর কোনো কর্মস্পৃহা,
আত্মা তাঁর আনন্দ লাভ করতো
অনস্তিত্বকে নিয়ে।
তিনি অবিশ্বাস করতেন এই বাস্তব বিশ্বকে,
হয়েছিলেন স্রষ্টা অদৃশ্য কল্পনারাজির।
মধুর এই দৃশ্যমান জগৎ
জীবন্ত আত্মার কাছে,
প্রিয় সেই কল্পজগৎ মৃত আত্মার কাছে।

*

সন্ন্যাসীর আমাদের পলায়ন ছাড়া ছিলো না উপায়,
বিশ্বের কল-কোলাহল
পারতেন না তিনি সহ্য করতে।

*

মানব-জাতি বিষদুষ্ট হয়েছিলো
তাঁর নেশায় ;
তিনি ছিলেন তন্দ্রাতুর,
আনন্দ পেতেন না কোনো কর্মে।

[আস্‌রারে খুদী : সপ্তম অধ্যায়]

বিগত দুই শতকে সাধারণভাবে প্রাচ্য জাতিসমূহের ও বিশেষ ক'রে মুসলিম জাতির অধঃপতন সম্পর্কে গভীর অধ্যয়নের ফলে ইক্‌বালের চিন্তাধারা এম্নি বলিষ্ঠভাবে ব্যক্তিত্বের মতবাদের উপর কেন্দ্রীভূত হয়। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হোতে বাধ্য হন যে, এই পরাজয় ও হতাশার মনোভাব, জাতীয় জীবনের এই ক্ষয়িষ্ণু গতি সচেতন বা অচেতনভাবে আত্ম-অস্বীকৃতির নিষ্ক্রিয় মতবাদ অবলম্বনের অবশ্যম্ভাবী ফল। তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে জড়শক্তি ও প্রকৃতির বাস্তব বিশ্বে আত্ম-স্বীকৃতির পূর্ণতম ও মুক্ততম মতবাদ প্রচার দ্বারা নবতর চেতনা সঞ্চার এবং মানবের চিন্তা ও স্বভাবে একটা গতিচাঞ্চল্য আনয়ন করা। জড়শক্তি ও প্রকৃতিকে তাঁর মতে মানবাত্মার ক্রমবর্ধমান উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাযে নিয়োজিত করা যেতে পারে। কোরানের কথায় মানব 'তার সংকট-সম্ভাবনার মধ্যে অবলম্বিত মুক্ত ব্যক্তিত্বের আমানতদার' এবং চারদিকের পারিপার্শ্বিক দুনিয়ার বিপদ ও কোলাহল, আনন্দ ও দুঃখের মধ্যে নিজকে নিক্ষেপ ক'রেই সে এর পূর্ণ উপলব্ধিতে পৌঁছতে পারে। মানব জীবনের 'অব্যাহত

পুরস্কার' রয়েছে 'আত্মার ক্রমসমৃদ্ধি, ব্যক্তিত্বের অতুলনীয়তা এবং ব্যক্তিসত্তা হিসাবে তার কর্মশক্তি বর্ধনের ভিতরে।' (১) সুতরাং তিনি এই বর্তমান দুনিয়ায় সর্বপ্রকার জড়শক্তি ও প্রকৃতি, সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক ও আত্মিক সম্পদের সমন্বয়ে আত্মার পূর্ণতম ক্রমপরিণতি ও স্বীকৃতির মতবাদ প্রচার করেন। সর্বক্ষণের জন্য সংগঠনপন্থী এই আত্মা হচ্ছে অনাবিষ্কৃত শক্তি ও অনাস্বাদিত সম্ভাবনার অক্ষয় ভাণ্ডার। এর ক্রমপরিণতির পথে প্রয়োজন হয় সর্বপ্রকার গঠনমূলক ও বাধা-সৃজনকারী নব নব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়ার। এই সংগ্রামের দুনিয়া থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে তার ব্যক্তিত্ব সংকুচিত হ'য়ে ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডিবদ্ধ হয় এবং তার শক্তিসমূহ উপলব্ধি করা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। কবিজনকে সাধারণভাবে মানসিক আবেগসম্পন্ন ও সৌন্দর্যানুসারী মনে করা হোলেও তিনি তাঁর নিজস্ব শিল্পীসুলভ ভাব ও অনুভূতির জগতের বাসিন্দা। তাঁর বাণী ক্রমাগত সংগ্রামের বাণী এবং পথচ্যুতির সাধারণ মনোবৃত্তি ও অদৃষ্টের (Fate) বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় আক্ষেপের প্রতিবাদ ঃ

اے میان کیسہ ات نقد سخن
بر عیار زندگی اُو را بزن
مدتے غلطیدۂ اندر حریر
خو بہ کرپاس درشتے ھم بگیر
خویش را بر ریگ سوزاں ھم بزن
غوطہ اندر چشمہ زمزم بزن
مثل بلبل ذوق شیون تاکجا
درچمن زاراں نشیمن تاکجا

---

[১] বক্তৃতা, ১১১ পৃষ্ঠা।

اے هما از یمن دامت ارجمند
آشیانے ساز بر کوہ بلند

تا شوی در خورد پیکار حیات
جسم وجانت سوزد از نار حیات

ওগো, কবিত্বধন থাকে যদি তোমার ভাণ্ডারে,
ঘর্ষন করো তা' জীবনের পরশ-পাথরে।

*

দীর্ঘকাল শায়িত ছিলে তুমি
রেশমের আস্তরণে ;
অভ্যাস করো এবার অমসৃণ তূলার বিছানা।

*

এখন নিক্ষেপ করো আপনাকে
জ্বলন্ত বালুরাশির উপরে ;
নিমজ্জিত হও জম্‌জমের ঝর্‌ণায় !
আর কতোকাল বৃথায় চীৎকার করবে তুমি
বুলবুলের মতো ?
কতোকাল গড়বে তোমার আবাস বাগিচায় ?
ওগো, ফাঁদে যাদের ধরা দেবে কল্পিত অমর পক্ষী, (১)
বাঁধো নীর উচ্চ পর্বতের শিখরে।
যেনো তুমি যোগ্য হোতে পার জীবন-যুদ্ধের,
যেনো তোমার দেহ আর আত্মা দগ্ধ হোতে পারে
জীবন-অনলে।

[আসরারে খুদী : অষ্টম অধ্যায়]

(১) কল্পিত অমর পক্ষী—হুমা।

ইকবালের কাব্য ও দর্শনের ভিতর দিয়ে আত্মোপলব্ধির এই বলিষ্ঠ ও নির্ভীক আহ্বান-বানী অনুরণিত হয় এবং তিনি ব্যক্তিত্ব চর্চাকে সামাজিক ও শিক্ষা–সংক্রান্ত সকল প্রচেষ্টার উচ্চতম লক্ষ্য মনে করেন।

দুই

ব্যক্তিত্বের ক্রমবর্ধন

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনা থেকে স্বভাবতঃই দুটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগ্রত হয়ঃ ব্যক্তিত্বের ক্রমবর্ধন কি ভাবে হোতে পারে? ভিতর ও বাইরের কোন্ কোন্ অনুকূল অবস্থা তার ক্রম-পরিণতির সহায়ক হোতে পারে? ইকবাল সাহিত্যে এ সমস্যা সম্পর্কে যে জওয়াব পাওয়া যায়, শিক্ষাব্রতীদের কাছে তা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রসংগক্রমে আমরা তার কিছুটা আলোচনা করেছি। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা তার ব্যাপক পর্যালোচনা করবো।

সকল মনস্তত্ত্ববিদ ও শিক্ষাব্রতী এ কথা স্বীকার করবেন এবং ইকবালও এ সত্যের উপর বার বার গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, অহম্ বা ব্যক্তিত্ব একটি স্বীকৃত সত্য (datum) নয়, বরং তা হচ্ছে মানবের অর্জিত; মানবের নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সাধনা এবং বাহিরের পরিপার্শ্বিকতা ও মানব-অন্তরের নিত্য পরিবর্তনশীল বৃত্তির সাথে অবিরাম সংগ্রামের ফল। মহাকবি ইকবালের কথায়—'আত্মার জীবন হচ্ছে আত্মার প্রতি পারিপার্শ্বিকতার এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রতি আত্মার আক্রমণের ফলে উদ্ভূত মানসিক উত্তেজনার ভাব।'(১) সুতরাং ব্যক্তি ও পারিপার্শ্বিকতার ভিতরের সম্পর্কে একটা জীবন্ত ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয়। ব্যক্তি ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে এম্নি আদান-প্রদান এবং ব্যক্তির চতুষ্পার্শের বাস্তবের সাথে বহুবিধ বলিষ্ঠ

(১) বক্তৃতা, ৯৭ পৃষ্ঠা

ও কার্যকারী সংযোগ স্থাপন দ্বারা ব্যক্তি তার নিজস্ব সত্তার অভ্যন্তরীণ সম্পদের বিবর্তন সাধন করতে পারে। নির্জন আত্ম-সর্বস্ব ধ্যান-ধারণার জীবন তাকে সামাজিক জীবনের সঞ্জীবনী ও উদ্দীপনাসঞ্চারী জীবন-ধারা থেকে দূরে রাখে ব'লেই এ পন্থা অবলম্বন করলে সে হ'য়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থ ও সহানুভূতির দিক দিয়ে সে হয়ে ওঠে সসীমের গণ্ডিবদ্ধ। ব্যক্তি ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে অব্যাহতভাবে বিদ্যমান সমন্বয়ের ধারা সম্বন্ধে ইকবালের দৃষ্টিভংগী গতিবান। তিনি বলেন ঃ 'মানুষের ভাগ্যলিপি অনুসারে তাকে তার চারদিকের বিশ্বের গভীর আকাংখার সাথে যোগস্থাপন করতে হয় এবং তার নিজের ও বিশ্ব-প্রকৃতির গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কখনো বিশ্বের শক্তি-প্রবাহের সাথে তার নিজের সমন্বয় সাধন করতে হয়, কখনো নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এই শক্তি-প্রবাহকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তার সমগ্র উদ্যমকে নিয়োজিত করতে হয়। মানুষ কোনো কার্যে আত্ম-নিয়োগ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলে এই প্রগতিশীল পরিবর্তনের ধারায় তার সহকর্মী হন আল্লাহ্ ঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেন না, যতোক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধনে প্রয়াসী হয়।" (কোরান শরীফ)

'কর্মে যদি সে আত্মনিয়োগ না করে, তার নিজস্ব সত্তার অভ্যন্তরীণ সম্পদকে যদি কাযে না লাগায়, জীবনকে এগিয়ে নেবার আন্তরিক আকাংখার অনুভূতিবোধ যদি তার না থাকে, তা' হোলে তার ভিতরের প্রাণবস্তু হয় প্রস্তরীভূত এবং সে নিজে হ'য়ে যায় প্রাণহীন জড় বস্তুর শামিল।' (১)

(১) বক্তৃতা, ১২ পৃষ্ঠা।

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে যে, ব্যক্তি ও বিশ্বের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে যে সমস্যা, তার প্রতি ইকবালের মনোভাব চিরাচরিত ধারণা থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে একটা গতিশীল পার্থক্য রচনা ক'রে চলেছে। তাঁর মতে ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ হচ্ছে একটা সৃষ্টিধর্মী (creative) কর্মধারা। তা'তে মানবকে একটা সক্রিয় ভূমিকা অভিনয় করতে হয় এবং অব্যাহত কর্মপ্রবণতার মাধ্যমে তার চারদিকের পারিপার্শ্বিকতাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে জয় করতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি নিষ্ক্রিয়ভাবে গতিহীন নিশ্চল পারিপার্শ্বিকতার সাথে নিজকে খাপ খাইয়ে নিয়ে সন্তুষ্ট হোতে পারে না।

যে পারিপার্শ্বিকতা আত্মার ক্রমবিকাশের অনুকূল হোতে পারে, ইকবাল তারও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যক্তি বা সমাজের সত্যিকার আত্মবিকাশ কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হোতে পারে, যখন আত্মা নিজস্ব সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও কৃতিত্ব থেকে শক্তি সঞ্চয় করে এবং তারই ভিতর থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে। ব্যক্তির শিক্ষা ও তার সঠিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে সে তার কওমী তমদ্দুনের মূল্য সম্পর্কে গভীর চেতনাসম্পন্ন হয়। কওমের সাংস্কৃতিক জীবনের ক্রমবাদ তাই সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে প্ররোচিত করে সমালোচনার দৃষ্টিভংগীতে সংস্কৃতির মূল্য উপলব্ধি করতে এবং সাংস্কৃতিক মান ও ঐতিহ্যের প্রতি উচ্চতম শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। বর্তমান তমদ্দুনের সক্রিয় উপলব্ধি, সমন্বয় বিধান ও সংস্কারের শক্তি তাদেরকে অর্জন করতে হবে, কারণ এই শক্তির ভিতর দিয়েই তারা মৌলিক ও স্থায়ী ব্যক্তিত্বের দাবীদার হোতে পারে। কোনো শিক্ষাধারা এই মূল সত্যকে

অবহেলা করলে কৃত্রিমতাপূর্ণ বাহুল্যে পর্যবসিত হোতে বাধ্য এবং সম্ভবতঃ তার ব্যর্থতাও সুনিশ্চিত, কারণ সে শিক্ষা জাতির মনস্তত্ত্বের গভীরে শিকড় গাড়তে পারে না। এই জন্যই ইক্‌বাল বারংবার এই কথার উপর জোর দিয়েছেন যে, সওয়াল (ভিক্ষাবৃত্তি, অপরের উপর নির্ভরশীলতা, অপরের ধারণা ও তমদ্দনের দাসত্বসূচক অনুকরণ) সর্বদা আত্মাকে দুর্বল ক'রে দেয়। ব্যক্তি ও সমাজ আত্মনির্ভরশীল না হোলে ও নিজস্ব সত্তার অভ্যন্তরীণ সম্পদের সদ্ব্যবহার না করলে তাদের আত্মশক্তি আচ্ছন্ন ও দমিত হয়। ইক্‌বালের কাব্যে বিভিন্নরূপে চিত্তাকর্ষক ধারায় এই ধারণার অভিব্যক্তি প্রকাশ লাভ করছে বারংবার ঃ

دلا نارائی پروانہ تاکے
نگیری شیوۂ مردانہ تاکے

یکے خود را بسوز خویشتن سوز
طواف آتش بیگانہ تاکے

আর কতোকাল, ওরে হৃদয়,
পতংগের মতো এ অগ্নিজ্বালা ?
কতোকাল এড়িয়ে চলা সত্যিকার মনুষ্যত্বের পথ ?
দগ্ধ করো একবার তোমার নিজকে
তোমার আপন অগ্নিশিখায়,
আর কতোকাল ঘু'রে মরবে
অপরের অগ্নির চতুষ্পার্শ্বে ?
[পায়ামে মাশরিক ঃ ১৭ পৃষ্ঠা]

ব্যক্তিত্ব বা আত্মার উপর 'সওয়াল' বা ভিক্ষাবৃত্তির প্রতিক্রিয়া বর্ণনা ক'রে ইক্‌বাল বলেন ঃ

از سوال آشفتہ اجزائے خودی
بے تجلی نخل سینائے خودی
از سوال افلاس گردد خوارتر
از گدائی گریہ گر نادار تر

ভিক্ষা অবনমিত করে আত্মাকে,
আর বঞ্চিত করে আত্মার সিনাইকে
আলোক থেকে।
দারিদ্র্য গ্রহণ করে উৎকট আকার
ভিক্ষাবৃত্তিতে ;
ভিক্ষা ভিক্ষুককে ক'রে তোলে দরিদ্রতর।

[আস্‌রারে খুদী ঃ চতুর্থ অধ্যায়]

তারপর কবি আমাদেরকে দিচ্ছেন সঠিক পথনির্দেশ ঃ

سحر در شاخسار بوستانے
چہ خوش می گفت مرغ نغمہ خوانے
برآور ہرچہ اندر سینہ داری
سرودے نالۂ آہے فغانے

কী চমৎকার বল্‌লে সংগীতরত মোরগ
উষাকালে বৃক্ষচূড়ে ব'সে ঃ
বাইরে টেনে আন, যা' কিছু লুক্কায়িত
তোমার বক্ষোমাঝে ঃ
ক্রন্দন, দীর্ঘশ্বাস, আর্তবিলাপ অথবা সংগীত।

[পায়ামে মাশরিক ঃ ২৩ পৃষ্ঠা]

আবার ঃ

ز خاک خویش طلب آتشے کہ پیدا نیست
تجلیٔ دگرے در خور تقاضا نیست

খুঁজে দেখো তোমার আপন কর্দমকে
অগ্নির অভাবের জন্য,
আকাংখার যোগ্য নহে অপরের আলোক।
[পায়ামে মাশরিক ঃ ১৮৮ পৃষ্ঠা]

নিজের উপর আরোপ ক'রে তিনি আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিত্বকে এইভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ

نکردم از کسے در یوزۂ چشم
جہاں را جز بچشم خود ندیدم

অপরের দৃষ্টির ভিখারী হইনি আমি কোনোদিন,
দৃষ্টিপাত করিনি বিশ্বের দিকে
আপন চক্ষু ছাড়া।
[পায়ামে মাশরিক ঃ ৬৪ পৃষ্ঠা]

এই সাধারণ নীতিকে প্রাচ্যের এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষের (বিভাগ-পূর্ব) চলতি অবস্থার প্রতি প্রয়োগ ক'রে তিনি কখনো কখনো অভিযোগ করেছেন, কি ভাবে প্রাচ্য কর্তৃক পাশ্চাত্যের দাসত্বসূচক অনুকরণ প্রাচ্য জাতিসমূহের সত্যিকার প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করেছে এবং তাদের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাকে ক্ষুন্ন করেছে। কবির পুত্র জাবিদের প্রতি উপদেশ সমগ্র যুব-সমাজের প্রতি তাঁর সাবধান-বাণী ঃ

اٹھا نہ شیشہ گران فرنگ کے احساں
سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر!

ঋণী হয়ো না পশ্চিমের কাঁচ-নির্মাতাদের কাছে,
গড়ে তোল তোমার সোরাহী ও জাম
হিন্দের কর্দম থেকে।

[বালে জিবরিল : ১৯৮ পৃষ্ঠা]

'জাবিদনামা' কাব্যে ইক্‌বাল আহমদ শাহ আবদালীর মুখ দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বর্তমান সম্পর্ক প্রকাশ করেছেন এবং দেখিয়েছেন, কি ক'রে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও চাল-চলনের সস্তা নির্বিচার অনুকরণপ্রিয়তার ভিতর দিয়ে প্রাচ্য দেশসমূহ আত্মতুষ্টি লাভ করছে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যেমন একদিকে হীনতাবোধ ও অপর দিকে শ্রেষ্ঠত্ববোধ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ককে বিকৃত ক'রে দিচ্ছে, তার মধ্যে এই অনুকরণ-প্রিয়তা স্বভাবতঃই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও চালচলনের কৃত্রিম ও গুরুত্বহীন দিকেই মাত্র সীমাবদ্ধ থাকবে। তার ফলে প্রাচ্য একদিকে তার নিজস্ব সত্তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অপর দিকে পাশ্চাত্যের সহযোগিতা থেকে কোনো কল্যাণই সে লাভ করতে পারছে না। তাই আহমদ শাহ আবদালী বলছেন :

شرق را از خود برد تقلید غرب
باید ایں اقوام را تنقید غرب

قوت مغرب نہ از چنگ و رباب
نے ز رقص دختران بے حجاب!

محکمی اُو را نہ از لادینی است
نے فروغش از خط لاطینی است !
قوت افرنگ از علم و فن است
از همیں آتش چراغش روشن است

পশ্চিমের অনুকরণে প্রাচ্য হয়েছে বঞ্চিত
তার সত্যিকার আত্মা থেকে,
এর পরিবর্তে তার কর্তব্য হচ্ছে
সমালোচনামূলক মূল্য নিরূপণ ;
পশ্চিমের শক্তি উৎসারিত হয়নি
তার সংগীত থেকে,
তার নিরাবরণ কন্যাদের নৃত্য থেকে নহে তার উদ্ভব,
সে বল লাভ করেনি ধর্মবিমুখতা থেকে,
ল্যাটিন লিপি থেকে লাভ করেনি সে
তার প্রগতি ;
পশ্চিমের শক্তি নিহিত তার কলা ও বিজ্ঞানে,
এরই অগ্নি থেকে সে প্রজ্বলিত করেছে
তার প্রদীপ।

[জাবিদনামা : ২০৮-২০৯ পৃষ্ঠা]

যে শিক্ষার ফলে আমাদের তরুণ সমাজ অতীত ইতিহাস ও তমদ্দুনকে অবহেলা করতে প্রবৃত্ত হচ্ছে এবং নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বলিষ্ঠ করতে ও তাদের মৌলিকতাকে পরিপুষ্ট করতে পারছে না, সেই শিক্ষা অবলম্বন ক'রে তারা কি ভাবে বিজাতীয় ভাবধারার দিকে পরিচালিত হচ্ছে, তার সত্যিকার নিখুঁত সুন্দর চিত্র এঁকে দিয়েছেন আমাদের কবি :

علم غیر آموختی اندوختی
روئے خویش از غازہ اش افروختی
ارجمندی از شعارش مے بری
من ندانم تو توئی یا دیگری
عقل تو زنجیری افکار غیر
در گلوئے تو نفس از تار غیر
بر زبانت گفتگوها مستعار
در دل تو آرزوها مستعار
تا کجا طوف چراغ محفلے
ز آتش خود سوز اگر داری دلے
فرد فرد آمد کہ خود را شناخت
قوم قوم آمد کہ جز با خود نساخت

তোমরা শিক্ষা করেছো আর আহরণ করেছো
অপরের জ্ঞান,
আর রঞ্জিত করেছো তোমাদের মুখমণ্ডল
তাদের বর্ণরাগ দিয়ে ;
ভাগ্য অন্বেষণ করছো তুমি তাদেরই পথে,
জানি না তুমি তুমিই, না অপর কেহ !
অন্তর তোমার শৃংখলিত তাদের ধারণায় ;
তোমার কণ্ঠের বাণীই যেনো উঠ্ছে
অপরের তন্ত্রী থেকে,
তোমার ওষ্ঠ থেকে বেরোয় ধার-করা কথা,

ধার-করা আকাংখা বাসা বেঁধেছে
তোমার হৃদয়ে !
আর কতোকাল বৈঠকী আগুনের চারপাশে
ঘু'রে মরা ?
আছে তোমার হৃদয় ?
তা'হোলে দাহন করো তোমার আত্মাকে
নিজস্ব অগ্নিতে !
ব্যক্তি হ'য়ে ওঠে অতুলনীয় আত্মউপলব্ধিতে,
জাতি তখনই হয় সত্যিকার জাতি
যখন সে করে না আপোষ।

[রুমুযে বেখুদী : ১৮৬-১৮৮ পৃষ্ঠা]

তারপর আমরা পাই দাস মনোভাবসম্পন্ন মানুষদের তীব্র নিষ্ঠুর সমালোচনা–যারা পশ্চাত্য সংস্কৃতির সত্যিকার মূল্য উপলব্ধি না ক'রে তার বাইরের আবরণের অনুকরণ ক'রেই তার সান্নিধ্য লাভ করতে চায় :

علم و فن را اے جوان شوخ و شنگ
مغز می باید نہ ملبوس فرنگ!

اندریں رہ جز نگہ مطلوب نیست
ایں کلہ یا آں کلہ مطلوب نیست

فکر چالاکے اگر داری بس است
طبع درّاکے اگر داری بس است!

ওগো প্রাণময় উৎসুক যুবক,
কলা ও বিজ্ঞানে প্রয়োজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টির,
পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ নয় ;
এই অনুসন্ধানে প্রয়োজন দৃষ্টিভংগীর,
কোনো বিশেষ মস্তকাবরণ নয় !
যদি থাকে তোমার সুনিপুণ জ্ঞান ;
আর সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন অন্তর ;
তোমার সাফল্যের নিশ্চয়তার জন্য তাই হবে যথেষ্ট।
[জাবিদনামা : ২০৯ পৃষ্ঠা]

'জাবিদনামা'য় আবার তিনি বলেন :

گر کسے شب ها خورد دود چراغ
گیرد از علم و فن و حکمت سراغ !
ملک معنی کس حد اُو را نہ بست
بے جہاد پیہمے ناید بدست !
بندۂ افرنگ از زوق نمود
می برد از غربیاں رقص و سرود !
نقد جان خویش در بازد بہ لہو
علم دشوار است می سازد بہ لہو !
از تن آسانی بگیرد سہل را
فطرت اُو در پزیرد سہل را !
سہل را جستن دریں دیر کہن
ایں دلیل آنکہ جاں رفت از بدن

যখন কেহ স্থিরভাবে জ্বাল্‌তে থাকে
মধ্য রাত্রির দীপ,
প্রবেশ লাভ করে সে জ্ঞান ও বুদ্ধির রাজ্যে ;
সীমানাহীন অর্থময় বিশ্ব
জয় করা যায় না বিরামহীন সংগ্রাম ছাড়া ;
পশ্চিমের দাস অতি-ব্যস্ত বহিরাবরণ নিয়ে,
ধার করে তার কাছে শুধু নৃত্য আর সংগীত ;
বিক্রয় করে তার মহামূল্য আত্মা
তুচ্ছ খেলার বিনিময়ে ;
স্বেচ্ছাচারী সে, গ্রহণ করে যা কিছু সহজ,
আর দুর্বল প্রকৃতি তার গ্রহণ করে তা' সহজভাবে ;
কিন্তু জীবনে সহজকে গ্রহণের ইচ্ছা
প্রমাণ করে তার দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদ !
[জাবিদনামা : ২০৯ –১০ পৃষ্ঠা]

গোড়ামী বা সংকীর্ণ মানসিকতার বশবর্তী হয়ে তিনি পাশ্চাত্যের মূল্যবান দানকে অগ্রাহ্য করেন নি। তিনি তাদের গবেষনার প্রবৃত্তি, তাদের বিজ্ঞান এবং পারিপার্শ্বিকতার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের কঠোর সংগ্রামকে সাগ্রহে অভিনন্দিত করেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র তাদের অবসর বিনোদনের কৃত্রিম উত্তেজনাদায়ক দিকটাকেই গ্রহণের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কারণ তার ফলে আত্মসম্মান-বোধ হয় দুর্বল এবং আমাদের মধ্যে এনে দেয় আধুনিক ও প্রগতিশীল হওয়ার একটা অহেতুক মিথ্যা ধারণা। শিক্ষিত যুবকগণকে তিনি দেখতে চান সাহসী ও আত্মনির্ভরশীল এবং তারই জন্য তিনি তীব্র ভাষায় ভিক্ষুকসুলভ মনোবৃত্তির নিন্দা

করেন। তাঁর মতে এই লজ্জাকর মনোবৃত্তি হচ্ছে মানবতার মর্যাদা-হানিকর এবং এর ফলে ব্যক্তিত্ব হয় অপূরণীয়রূপে দুর্বল ঃ

تا بکے در یوزۂ منصب کنی
صورت طفلاں زنے مرکب کنی
فطرتے کو بر فلک بندد نظر
پست می گردد ز احسان دگر
گرچہ باشی تنگ روز و تنگ بخت
در رہ سیل بلا افگندہ رخت
رزق خویش از نعمت دیگر مجو
موج آب از چشمۂ خاور مجو

আর কতোকাল তুমি আকাংখা করবে দাসত্ব,
আর চাইবে শিশুর মতো আরোহণ করতে
নলের উপর ?
যে প্রকৃতি নিবদ্ধ রাখে তার দৃষ্টি আকাশের দিকে,
হয়ে পড়ে হীনতর
দান গ্রহনের দ্বারা।

*

যদিও দরিদ্র হতভাগ্য তুমি,
আর অভাবের যাতনায় বিচঞ্চল,
তবু কামনা করো না তোমার দিনের অন্ন
অপরের অনুগ্রহ থেকে,
চেয়ো না পানি সূর্যের ঝর্ণা থেকে।
[আস্‌রারে খুদী ঃ চতুর্থ অধ্যায়]

ইকবাল যে শিক্ষানৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন, তার মধ্যে ধোঁয়াটে কিছু নেই, তা' আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। ছোটখাটো কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতীত আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রধানতঃ ভিত্তি করেছে ধার-করা ধারণাকে, বিদেশী সাংস্কৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যকে এবং বিদেশী ভাষার দাসত্বসূচক বাধা-সৃজনকারী অনুকরণকে। সোজা কথায়, আমাদের শিক্ষাধারা ভিক্ষাবৃত্তিকে বুনিয়াদ ক'রে তার উপর দাঁড়িয়ে আছে। যদিও রাজনৈতিক শক্তি প্রভাবে বিদেশী সংস্কৃতির যাদুকরী প্রভাব দিন দিন ভেঙে পড়ছে, তথাপি আমরা বিশ্বের দিকে কেবল ধার-করা দৃষ্টিতেই তাকাচ্ছি না, বরং অপরের চক্ষু দিয়ে দেখতে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছি। আমাদের শিক্ষাধারা জাতিকে এই পরিণতির পথে চালিত ক'রে পরিতুষ্ট হয়েছে, কিন্তু তার ফলে যে জাতীয় আত্মমর্যাদা বোধ হ্রাস পেয়েছে এবং জাতির সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার বিকাশ-পথ অবরুদ্ধ হয়েছে, তা উপলব্ধি করেনি। শিক্ষাধারা যখন নতুন সুষ্ঠু আদর্শের অনুপ্রেরণায় গঠিত হয়, তখন তার লক্ষ্য হয় মানবের ব্যক্তিত্বকে বলিষ্ঠ করা, কওমী তমদ্দুনের উৎসকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং সাংস্কৃতিক সম্পদে তাদের সৃষ্টিধর্মী কর্মপ্রবণতাকে বলিষ্ঠতর করা।

যে তৃতীয় শর্তটিকে ইকবাল সত্যিকার ব্যক্তিত্বের শিক্ষার জন্য অপরিহার্য মনে করেছেন, তা' হচ্ছে স্বাধীনতা। তিনি বিশ্বাস করেন, স্বাধীনতার আবহাওয়া ব্যতীত জীবনের অনন্ত সম্ভাবনার বিকাশ অথবা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ পরিণতি সম্ভব নয়। স্বাধীনতার আব-হাওয়ার ভিতরেই চল্‌তে পারে পারিপার্শ্বিকতার সাথে ব্যক্তির অবিরাম পরীক্ষামূলক সংগ্রাম, পদ্ধতি ও উপাদানের ব্যবহারে নির্বাচন ও ভালো-মন্দের বাছবিচার এবং প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষালাভ। তিনি চান, বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার জন্য আসুক স্বাধীনচেতা, দুর্দান্ত সাহসী ও সৃষ্টিধর্মী মানব-সন্তানেরা, জীর্ণ-শীর্ণ আত্মস্থ মানুষেরা নয়, চিরাচরিত সুরে সুর-মেলানো যুবকেরা নয়ঃ

بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے اک جوئے کم آب
اور آزادی میں بحر بیکراں ہے زندگی

দাসত্বে জীবন পরিণত হয় ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীতে,
স্বাধীনতা তাকে ক'রে তোলে
সীমাহারা সমুদ্র।

শৃংখল মোচন ক'রে স্বাধীনতা অর্জনের পথে তিনি আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেনঃ

تا کجا در تہ بال دگراں می باشی
در ہوائے چمن آزادہ پریدن آموز

আর কতোকাল তুমি আশ্রয় নেবে
অপরের পক্ষপুটে ?
উড্ডীন হোতে শেখো মুক্তপক্ষ হ'য়ে
বাগিচার বসন্তবায়ে।

[পায়ামে মাশরিক ঃ ১৮৮ পৃষ্ঠা]

বস্তুতঃ বের্গসঁর মতো ইক্‌বাল মানবীয় বিবর্তনের বিরাট নাট্যের অভিনয়ে মানবের ক্রমবর্ধিষ্ণু স্বাধীনতার সুস্পষ্ট ইংগিত দেখতে পাচ্ছেন। সে স্বাধীনতা আনুসংগিক স্বাচ্ছন্দ্য-সংকটে বিজড়িত। জান্নাত থেকে মানবের পতনের কাহিনীর মৌলিক ও হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইক্‌বাল। তিনি স্পষ্টভাবে বলেনঃ 'এতে

মানবের স্বভাবসুলভ ক্ষুধাবহুল প্রাথমিক অবস্থা থেকে সন্দেহ ও অবাধ্যতাপ্রবণ মুক্ত আত্মার সচেতন অধিকারে উন্নীত হওয়ার প্রকাশ বুঝায়।' (১) কোরানের পরিভাষা ও স্বর্গচ্যুতির কাহিনী অনুসারে আদমের 'জান্নাত' বা ফিরদাউস বলতে ইক্‌বাল বুঝেন "মানবের মৌলিক অবস্থার অনুভূতি—যে অবস্থায় মানব প্রকৃতপক্ষে তার চারদিকের পারিপার্শ্বিকতার সাথে থাকে সম্বন্ধহীন এবং তার ফলে তার মধ্যে মানবীয় অভাবের কোনো বেদনাবোধ থাকে না। এই অনুভূতির জন্ম থেকেই মানবীয় কৃষ্টির প্রারম্ভ সূচিত হয়।' (২) এই জান্নাত থেকে বিতাড়িত মানুষ পৃথিবীতে তার আবাস স্থাপন করে। শিক্ষানৈতিক ও দার্শনিক দিক দিয়ে আমরা মানবের পার্থিব জীবনকে যে বিশেষ দৃষ্টিভংগীতে দেখতে পারি, তা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার মতো খৃষ্টধর্ম বিশ্বজগতকে মানবের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাগ্যের লীলাভূমি মনে করে। তাদের মতে বিশ্ব হচ্ছে একটি 'শাস্তির কারাগার, যেখানে মৌলিক দুষ্কৃতিপরায়ণ মানবতা তার মৌলিক পাপের শাস্তি ভোগের জন্য বন্দী রয়েছে।' (৩) ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদে ইক্‌বাল যে মতবাদ গ'ড়ে তুলেছেন, তার মতে বিশ্ব এমন একটি স্তর, যেখানে মানুষ তার সজ্ঞান চিন্তাধারা ও নির্বাচনক্ষমতায় শক্তিমান হ'য়ে ক্রমাগত জীবনের মহাপরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। পথ বেছে নেবার এই স্বাধীনতা কেবলমাত্র মানবের জন্য একটি বিশিষ্ট দান। এই স্বাধীনতার দরুণ সকল প্রাণীজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই মৌলিক রূপসম্পন্ন স্বাতন্ত্র্য তার ব্যক্তিত্বের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়। এর ফলে একদিকে যেমন

(১) বক্তৃতা, ৮০ পৃষ্ঠা। (২) বক্তৃতা, ৮০ পৃষ্ঠা। (৩) বক্তৃতা; ৮০ পৃষ্ঠা।

মানবের কাছে দুষ্কৃতির পথ উন্মুক্ত হয়, তেমি অপর দিকে একই শক্তি তার 'স্রষ্টার সৃষ্টিধর্মী জীবনের অংশ গ্রহণের' সামর্থ্য তাকে দান করে। অবশ্য এ স্বাধীনতা খুব সহজ ব্যাপার নয়, কারণ এর দায়িত্ব অতি জটিল। 'সত্যকে বেছে নেবার স্বাধীনতা যেখানে, সেখানে তার বিপরীতকে নির্বাচনের স্বাধীনতাও আছে। মানবের বেলায় আল্লাহ্ যে দায়িত্ব নিয়েছেন, তা'তে মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম বিশ্বাসেরই প্রকাশ ; এখন এ বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব মানুষেরই।' (১) আল্লার দেওয়া স্বাধীনতা বুদ্ধিসংগত ও সংস্কারমূলকভাবে ব্যবহার ক'রেই সে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে।

এই মুক্ত-স্বাধীন ব্যক্তিত্বের দানকে কোরান শরীফে একটি 'গচ্ছিত বস্তু' (Trust) ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ স্বর্গ-মর্ত্যকে এই গচ্ছিত বস্তুর হেফাজতের ভার দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তারা এ মহাভার বহন করতে রাযী হয়নি। মানুষ এ গুরুদায়িত্ব মাথা পেতে নিয়েছিলো। এম্নি গুরুভার নিয়ে সে অবশ্যম্ভাবীরূপে গুরুতর ও প্রতিকূলধর্মী দায়িত্ব ও অসুবিধাকেও বরণ ক'রে নিয়েছিলো। এসব অসুবিধা মানব-কর্তব্যের আনুসংগিক এবং এদ্বারাই মানব-জীবনের বিপর্যয় গভীরতা লাভ করে। ইক্‌বালের মতে 'সম্ভবতঃ, এইপ্রকার দায়িত্বই সত্তার ক্ষমতা পরীক্ষা ও ক্রমবর্ধিত করার সম্ভাবনা এনে দেয়। মানবসত্তা "শ্রেষ্ঠতম উপাদানে সৃষ্ট" এবং পরে সে "নিম্ন হোতে নিম্নতম স্তরে" অবনমিত হয়েছে।' (২) এই মুক্ত ব্যক্তিত্ব দ্বারাই মানব কুল মখ্‌লুকাতের মধ্যে উচ্চতম মর্যাদা লাভ করেছে এবং এদ্বারাই সে হয়েছে দুনিয়ার বুকে আল্লার খলিফা

(১) বক্তৃতা ৮১ পৃষ্ঠা। (২) বক্তৃতা, ৮১ পৃষ্ঠা।

IQBAL ACADEMY ★ PAKISTAN KARACHI

বা প্রতিনিধি। 'উৎকৃষ্টতর ছুনিয়ার ধারণা ও বর্তমানকে ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠতর রূপদানের কল্পনাশক্তিতে সমৃদ্ধ মানবাত্মা চায় ক্রমবর্ধিষ্ণু, অতুলনীয় ও ব্যাপক ব্যক্তিত্বের পরিস্ফূরণের জন্য বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার উপর আধিপত্য করতে ও তাদেরকে ইংগিতে পরিচালিত করতে।' (১)

এ যুগের অন্যান্য বড়ো বড়ো চিন্তানায়কের মতো ইক্‌বালের মতবাদেও আমরা দেখতে পাই, মুক্ত-স্বাধীন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেই কেবল সুষ্ঠুরূপে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার পরিস্ফূরণ সম্ভব হোতে পারে। তিনি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ আমাদের সাম্‌নে তুলে ধরেছেন যে, সৃষ্টিপ্রতিভা (Creativity)—যা মানবের উচ্চতম গুণ ও আল্লার সাথে তার সংযোগ স্থাপনের মূলসূত্র এবং মৌলিকতা (originality)—যা' সকল গতিশীল পরিবর্তনের পূর্বাবস্থা সূচিত করে, তাদেরও বিকাশের সহায়ক হয় এই মুক্ত-স্বাধীন পারিপার্শ্বিকতা। এই স্বাধীনতায় বঞ্চিত মানব পরিণত হয় দাসে এবং ইক্‌বালের মতে সে বঞ্চিত হয় মৌলিক সৃষ্টি-ক্ষমতায় (creative activity)।

نکتۂ می گویمت روشن چو در
تا شناسی امتیاز عبد و حر

عبد را تحصیل حاصل فطرت است
واردات جان اُو بے ندرت است

دم بدم نو آفرینی کار حر
نغمہ پیہم تازہ ریزد تار حر

(১) বক্তৃতা, ৬৯ পৃষ্ঠা।

فطرتش زحمت کش تکرار نیست
جادهٔ اُو حلقهٔ پرکار نیست

عبد را ایام زنجیر است و بس
بر لب اُو حرف تقدیر است و بس

همت حر با قضا گردد مشیر
حادثات از دست اُو صورت پذیر

বল্‌বো আমি তোমায় একটি সূক্ষ্ম বিষয়
উজ্জ্বল মোতির মতো,
যেনো তুমি পারো বিভেদ বুঝতে
গোলাম ও আযাদের।
স্বভাবতঃই গোলাম হয় অনুকরণশীল,
মৌলিকত্বহীন তার অভিজ্ঞতা।
আযাদ মানুষ সর্বক্ষণ সৃষ্টিধর্মী
ধনুকের ছিলা তার প্রকম্পিত নব ঝংকারে ;
প্রকৃতি তার ঘৃণা করে অনুকরণ-বৃত্তিকে,
পথ তার নয় যন্ত্রাংকিত চক্রের মতো,
আর সময় হচ্ছে শৃংখল
গোলামের কাছে,
ওষ্ঠ তার উচ্চারণ করে শুধু অদৃষ্টের কথা ;
আযাদ মানুষের সাহস
হয়ে ওঠে অদৃষ্টের নিয়ামক,
হস্তই তার রূপ দেয় ঘটনাপ্রবাহকে।

এখন আমরা বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত ও নৈতিক শিক্ষা সমস্যার দিক দিয়ে স্বাধীনতা (Freedeon) ও সৃষ্টিপ্রবণতা (Creativity) সম্পর্কে ইক্‌বালের মতবাদের কয়েকটি দিক পর্যালোচনা করবো। যেহেতু মানবের পারিপার্শ্বিকতা তার নিজস্ব সৃষ্টিধর্মী কার্যকলাপের ফলে ক্রমবিকশিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে, সেইজন্যই এই জটিল ও বিঘ্নসংকুল পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বাঁচতে হোলে তার জ্ঞানকে জাগ্রত করা ও জ্ঞানের চাষ করা প্রয়োজন। ইকবাল আধুনিক জীবনে পরীক্ষামূলকভাবে অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কে অতি মাত্রায় সচেতন। তা' তাঁর কাব্যে ও বক্তৃতায় ধরা পড়ে ঃ

'বাধা-সৃজনকারী পারিপার্শ্বিকতায় সসীম সত্তার জীবন নির্ভর করে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিযুক্ত জ্ঞানের চিরন্তন সম্প্রসারণে। সসীম সত্তার অভিজ্ঞতা প্রসার লাভ করে কেবলমাত্র কৃচ্ছ্রসাধন ও ভ্রান্তির পথে এবং তার কাছে বিভিন্ন সম্ভাবনার দ্বার থাকে উন্মুক্ত। সুতরাং ভ্রান্তিকে বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত দুষ্কৃতি ব'লে বর্ণনা করা গেলেও অভিজ্ঞতার ক্রমপরিণতি লাভের পক্ষে তা' অপরিহার্য।' জ্ঞানগত দুঃসাহসিক অভিযানের পথে, কৃচ্ছ্রসাধন ও ভ্রান্তির পথে, চিন্তার নব নব রাজ্যে নির্ভীক পদচারণার পথেই আমরা আমাদের জ্ঞানের ও পরিণামে জীবনের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য আমাদের মৌলিক ও মহামূল্যবান দান রেখে যেতে পারি। ইক্‌বাল সর্বদা তাঁর পাঠককে প্ররোচিত করেন জ্ঞানের দিক দিয়ে ভীরু না হোতে, বরং সাহসের সাথে নব নব জ্ঞানের রাজ্যকে জয় করতে পথের বাধাবিঘ্ন ও বিপদের ভয়কে উপেক্ষা ক'রে এবং যে চিন্তার স্বাধীনতা চিরাচরিত অনুশাসন ও রীতির মধ্যে ভাঙনের সূচনা করে, তার জন্য পরোয়া না ক'রে ঃ

تراش از تیشۂ خود جادۂ خویش
براہ دیگراں رفتن عذاب است
گر از دست تو کار نادر آید
گناہے هم اگر باشد ثواب است

কেটে নেও তোমার পথ তোমার আপন কুঠারে ঃ
অপরের পায়ে চলা পথের অনুসরণ করা পাপ ;
যদি তুমি অর্জন কর কিছু অতুলনীয় ও মৌলিক,
তখন পাপও হ'য়ে ওঠে পুণ্য।

[পায়ামে মাশরিক ঃ ৬২ পৃষ্ঠা]

ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে এই চিন্তার স্বাধীনতা ও কর্মের মৌলিকতা উদ্বুদ্ধ হোলে তার গতিপথে আসে মহাবিজয় ঃ

ندرت فکر و عمل کیا شے ھے ؟ ذوق انقلاب
ندرت فکر و عمل کیا شے ھے ؟ ملت کا شباب !
ندرت فکر و عمل سے معجزات زندگی
ندرت فکر و عمل سے سنگ خارہ لعل ناب !

চিন্তা ও কর্মের মৌলিকতা কি ?
বিপ্লবের আহ্বান !
চিন্তা ও কর্মের মৌলিকতা কি ?
জাতীয় জীবনের রেনেসাঁ !
এই হচ্ছে জীবন-রহস্যের উৎস—
যা স্ফটিক প্রস্তরকে পরিণত করে
স্বচ্ছতম মোতিতে !

[বালে জিবরিল ঃ ২০২ পৃষ্ঠা]

THE IQBAL ACADEMY * PAKISTAN * KARACHI.

বুদ্ধিবৃত্তিসম্মত শিক্ষার এই প্রকার ধারণা সর্বপ্রকার ব্যাপক, অজ্ঞতা প্রতিরোধক, কঠোরভাবে ন্যায়ানুমোদিত ও বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট শিক্ষা-প্রণালীকে অগ্রাহ্য করে, যে শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষা ধারা থেকে বুদ্ধিবৃত্তির পথে পাদক্ষেপ ও কৌশল চালনা, ভুল করা ও তা' থেকে শিক্ষা লাভের সকল সম্ভাবনাকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়াস পাচ্ছে। পক্ষান্তরে, শিক্ষার এই ধারণায় আত্ম-কর্মিষ্ঠতার পন্থা অবলম্বনের ও হাতে-কলমে বাস্তব শিক্ষা লাভের সমর্থন পাওয়া যায়ঃ যে পন্থা শিক্ষার্থীর সামনে এনে দেয় নতুন নতুন পরিস্থিতি ও সমস্যা, তাদেরকে বাধ্য করে তাদের পারিপার্শ্বিকতার সম্পদ নিয়ে উদ্দেশ্য-মূলকভাবে কায ক'রে যেতে, উদ্দেশ্য সাধনের পন্থাকে সঠিকভাবে কাযে লাগাতে, অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার বুদ্ধিবৃত্তিসম্মত প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে এবং নিজস্ব প্রচেষ্টায় তাদের পথের সর্ববিধ বিঘ্নকে অতিক্রম করার শিক্ষা লাভ করতে। ইকবাল-দর্শনকে সুচিন্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির সংগে মিশিয়ে বিচার করা অসংগত হবে, কেননা উভয় ধারার মধ্যে রয়েছে একটা অপরিচয়ের ব্যবধান, কিন্তু একথা বললে অন্যায় হবে না যে, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কিছুটা মিল রয়েছে। ইকবালের মতে জীবনের গতিধারা 'নির্ধারিত হয় লক্ষ্য দ্বারা এবং লক্ষ্যের অস্তিত্ব বলতে বুঝতে হবে যে, তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাব রয়েছে। এম্নি ক'রে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সচেতন বা অচেতন মনোভাবের যে কোনো রূপ নিয়ে থাক না কেন, তা' আমাদের সচেতন অস্তিত্বের টানাপোড়েন রচনা ক'রে তোলে।' (১) পরীক্ষাবাদের (Experimentalism) জনৈক মার্কিন সমর্থকের পরিকল্পিত

(১) বক্তৃতা, ৫০ পৃষ্ঠা

শিক্ষাসংক্রান্ত মতবাদের সাথে উপরিউক্ত বর্ণনাটির তুলনা করা চলে ঃ

'পরীক্ষাকারী মানুষকে দেখেন নিয়মানুগামী ও পরিবর্তনশীল, নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট, নিশ্চিত ও অনিশ্চিতের সংমিশ্রণে গঠিত বিশ্বের বাসিন্দা হিসাবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে মানুষ এমন এক বিশ্বে বাস করছে যেখানকার অভিজ্ঞতার প্রকৃতি অনুযায়ী তৃপ্তিকর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য জ্ঞানানুমোদিত উদ্দেশ্যমূলক কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হয় ··· ··· (এবং) জ্ঞানানুমোদিত আচরণ শিক্ষার প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক কর্মপন্থার স্বাধীনতা অর্জন।' (১)

এম্নি ক'রে কেবলমাত্র তখনই বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত শিক্ষা আমাদের জীবনে কার্যকরী প্রভাব আনয়ন করতে পারে, যখন সে জীবন ও অভিজ্ঞতার জ্ঞানানুমোদিত ও উদ্দেশ্যমূলক প্রকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সুচিন্তিত পদ্ধতির ন্যায় একটি শিক্ষাধারা উদ্দেশ্য-মূলক কর্মপন্থার দিক দিয়ে সম্ভবতঃ বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত শিক্ষার উপযুক্ত বাহন হোতে পারে। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া প্রয়োজন সমালোচনামূলক ও অনুসন্ধিৎসু মনোভাব সৃষ্টি, যাতে নিছক বিশ্বাসের বশবর্তী হ'য়েই প্রত্যেক বস্তুকে স্বীকার ক'রে নেওয়া না হয়। এই কারণেই সত্য অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিসম্মত কৌতূহল ও সত্যানুসন্ধিৎসা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

همائے علم تا افتد بدامت
یقیں کم کن ' گرفتار شکے باش

(1) Childs : Education and the Philosophy of Experimentalism. ৮১ পৃষ্ঠা।

জালবদ্ধ করতে চাও তুমি জ্ঞানের 'হুমা' পক্ষীকে ?
কম করে নির্ভর কর বিশ্বাসের উপর,
শিক্ষা কর সন্দেহ করতে।

[পায়ামে মাশরিক : ৮৬ পৃষ্ঠা]

তারপর :

زیرکی بفروش و حیرانی بخر
زیرکی ظن است و حیرانی نظر!

বিতরণ ক'রে দাও জ্ঞান আর কিনে নেও বিস্ময়,
কারণ জ্ঞান কখনো কখনো কল্পনা মাত্র,
বিস্ময় থেকেই আসে অন্তর্দৃষ্টি।

[বালে জিবরিল : ১৮৬ পৃষ্ঠা]

কিন্তু ইকবাল বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানের তাৎপর্য সম্পর্কে তীক্ষ্ণ চেতনা-সম্পন্ন হোলেও তিনি বুদ্ধিবৃত্তির অন্ধ পূজারী নন্। এই অন্ধ বিশ্বাসের ফলেই পাশ্চাত্য চিন্তানায়কগণের বাস্তবতা সম্পর্কিত মত-বাদ হয়েছে একদেশদর্শী এবং প্রাচ্যের বহু চিন্তানায়কের দৃষ্টিতে কর্মের আপেক্ষিক মান ও গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। বের্গসঁর মতোই তিনি বিশ্বাস করেন যে, বুদ্ধির বিবর্তন ঘটছে কর্মের মধ্যে এবং কর্মের সহায়তাই তার লক্ষ্য। বুদ্ধির কার্যক্রম জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরিচারিকার মতো সেবাধর্মী। 'আমরা চিন্তা করার জন্য বেঁচে থাকি না, বরং বেঁচে থাকার জন্য চিন্তা করি।' ইক্‌বাল তাঁর

'আসরারে খুদী' কাব্যে এই মতবাদের ব্যাখ্যা ক'রে বলেন ঃ

علم از سامان حفظ زندگی است
علم از اسباب تقویم خودی است

علم و فن از پیش خیزان حیات
علم و فن از خانہ زادان حیات

বিজ্ঞান হোল একটি যন্ত্র আত্ম-সংরক্ষণের,
বিজ্ঞান একটি পন্থা
আত্মাকে শক্তিশালী করবার।
বিজ্ঞান ও কলা জীবনের ভৃত্য—
যে ভৃত্য জন্ম নিয়েছে ও পালিত হয়েছে
তার আপন গৃহে !
[আসরারে খুদী ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়]

যদি জ্ঞানের সাথে কর্মের সংযোগ না থাকে এবং কর্ম দ্বারা তা' অর্জিত না হয়, তা'হোলে তাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় না এবং মানুষ তাকে তার পারিপার্শ্বিকতার পুনর্গঠনের জন্য কাযে লাগাতে পারে না। সুতরাং ইকবাল নিছক পুঁথিগত জ্ঞানের মূল্য সম্পর্কে সংশয় পোষন করেন, কারণ এই ধরণের জ্ঞান কখনো কখনো শিক্ষার্থীর প্রাণশক্তি অপহরণ করে এবং তাকে মহান লক্ষ্যসহ সক্রিয় সংগ্রামের জীবনের জন্য তৈরী করতে পারে না। সুতরাং তিনি তাকে শিক্ষাধারার লক্ষ্য হিসাবে মেনে নিতে রাযী নন্ ঃ

من آں علم و فراست با پر کاہے نمی گیرم
کہ از تیغ و سپر بیگانہ سازد مرد غازی را !

সেই জ্ঞান ও বুদ্ধিকে মনে করি আমি স্থূলভ,
যা হরণ ক'রে নেয়
যোদ্ধার অসি আর ধর্ম।

[যবুরে আজম : ১৪৮ পৃষ্ঠা]

সক্রিয় অনুসন্ধান ও কৃতিত্বের আকাংখা মানুষের জ্ঞানের ভিতরে এনে দেয় প্রাণের সঞ্জীবনী এবং জীবনকে ক'রে তোলে চলিষ্ণু। কবি আমাদের সামনে পেশ করেন পতংগ ও গ্রন্থকীটের শিক্ষনীয় কথোপকথন—একটি কর্মস্পৃহায় জ্বলমান, অপর গ্রন্থপাঠে নিমজ্জিত :

شنیدم شبے در کتب خانۂ من
بہ پروانہ می گفت کرم کتابی
باوراق سینا نشیمن گرفتم
بسے دیدم از نسخۂ فاریابی
نفہمیدہ ام حکمت زندگی را
ہماں تیرہ روزم ز بے آفتابی
نکو گفت پروانۂ نیم سوزے
کہ ایں نکتہ را در کتابے نیابی
تپش می کند زندہ تر زندگی را
تپش می دہد بال و پر زندگی را

গতরাত্রিতে আমি শুনেছি এক গ্রন্থকীটের হাহুতাশ
পতংগের কাছে আমার গ্রন্থাগারে :
বাস করেছি আমি সিনার গ্রন্থের পাতায়
আর দেখেছি ফারাবীর রচিত বহু বিরাটকায় গ্রন্থ ;

কিন্তু ধরতে পারিনি আমি জীবন-রহস্য,
কারণ দিনগুলি আমার এখনো
অন্ধ তমসাচ্ছন্ন ও সূর্যালোক-বঞ্চিত।'
যোগ্য উত্তর দিলে তার অর্ধদগ্ধ পতংগ ঃ
পাবে না তুমি কোনো রহস্য গ্রন্থমাঝে।
আকাংখাই দ্রুততর করে তোলে
জীবনের সংগীত রাগ,
আর দান করে তাকে পক্ষরাজি
আকাশ লোকে বিচরণের।
[পায়ামে মাশরিক ঃ ১১৯ পৃষ্ঠা]

শিক্ষার্থীদের কাছে তাঁর প্রত্যক্ষ আবেদন বাহুল্য-বর্জিত ও প্রাণস্পর্শী এই ক'টি পংক্তিতে পাওয়া যায় ঃ

خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کردے
کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں
تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو
کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں

আদর্শের উষ্ণতায় প্রজ্বলিত করুন খোদা তোমায়,
কারণ সাগর-বারি তোমার
শান্ত—নিস্তরংগ ;
গ্রন্থ হোতে পারে না তোমার সমাধান,
কারণ পাঠক-মাত্র তুমি,
তোমার কাছে তা' হয়নি অবতীর্ণ।
[যরবে কলিম ঃ ৮১ পৃষ্ঠা]

এই কারণেই তিনি আধুনিক চিন্তানায়কদের সাথে একমত হ'য়ে 'অতিমাত্রায় বুদ্ধিবাদী' শিক্ষাসংক্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ মতবাদ পোষন করেন, যা'তে জ্ঞানাত্মক, ইচ্ছাশক্তিমূলক ও আবেগমূলক সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতার উপাদানের উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং এই উপাদানেই জীবনের বহু-বিচিত্র কাঠামো গ'ড়ে ওঠে।

স্বাধীনতার মতবাদের তাৎপর্য নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক শিক্ষাদানের চিরাচরিত ধারণা ও পদ্ধতি চায় ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটা কঠোর, সর্বোপরি বিধিবদ্ধ নৈতিক অনুশাসনের সাথে নিষ্ক্রিয় সামঞ্জস্য এবং তার ফলে নৈতিক ব্যক্তিত্ব অর্জনের ধারায় ব্যক্তিগত চিন্তা ও সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তির মর্যাদা হয় ক্ষুণ্ণ। ইক্‌বাল অবশ্য ভিন্ন মত প্রকাশ ক'রে বলেন: 'সততা একটি বাধ্যতামূলক ব্যাপার নয়: এ হচ্ছে নৈতিক আদর্শের কাছে আত্মার স্বাধীন আত্মসমর্পণ এবং স্বাধীন সত্তাসমূহের স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা থেকে এর উদ্ভব। সম্পূর্ণরূপে পূর্ব-নির্ধারিত গতিসম্পন্ন সত্তা সততার জন্ম দিতে পারে না। স্বাধীনতা তাই সততার একটা বিশেষ শর্ত হিসাবেই গণ্য হয়।'

এই উদ্ধৃতি থেকে নৈতিক শিক্ষার অন্তর্নিহিত দু'টি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ নীতির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমতঃ শিক্ষার্থীকে যান্ত্রিক ধারায় বিনা প্রশ্নে যে সব ধরা-বাঁধা নৈতিক আদর্শ মেনে চলতে হয়, তার মাধ্যমে কোনো শিক্ষা-ধারাই খাঁটি নৈতিক আচরণের জন্ম দিতে বা তাকে বলিষ্ঠ করতে পারে না। নীতিবাদের অবিচ্ছেদ্য অংগ হচ্ছে নির্বাচনক্ষমতা ও স্বাধীন ইচ্ছা। যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে যুক্তিসংগত পরিমাণে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি

রয়েছে, তারই মারফতে ব্যক্তিবিশেষ চিন্তা ক'রে এবং কখনো কখনো ক্লেশ স্বীকার ক'রে কার্যকরী ব্যক্তিগত নীতিবোধের ধারা স্থির করতে পারে। দৈনন্দিন সামাজিক সহযোগিতার আদান-প্রদান দ্বারা লব্ধ অভিজ্ঞতার পটভূমি ব্যতীত পুঁথিগত নৈতিক আদর্শকে মানব-স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য চালক-শক্তিতে (motive force) রূপান্তরিত করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, এই উদ্ধৃতিতে আমরা পাই নৈতিক আচরণের সাথে সামাজিক আচরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধের পরিচয়। সমাজ-সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনে নৈতিক শিক্ষার আদান-প্রদান চলে না; 'স্বাধীন সত্তাসমূহের স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা' থেকে এর উদ্ভব। তার মানে, বিদ্যালয়সমূহে সামাজিক অভিজ্ঞতা লাভের পূর্ণ সুযোগ থাকা প্রয়োজন এবং তাদের প্রদত্ত শিক্ষায় সমাজ-জীবনে অপরিহার্য সুষ্ঠু মানসিকতাকে কার্যকরী করা প্রয়োজন। যে সকল শিক্ষাসংক্রান্ত আন্দোলন বিদ্যালয়-সমূহে সামাজিক মনোভাব ও কর্মপদ্ধতি প্রবর্তন করে এবং সমবায়ের ভিত্তিতে কার্য করার সুবিধা দান করে, তা' দ্বারা শিক্ষাধারা 'নীতি-সংগত' হ'য়ে ওঠে। সুতরাং তা' আমাদের কাছে হয় গ্রহণযোগ্য।

ইকবালের মতে অপর যে জিনিসটি ব্যক্তিত্বের ক্রমপরিণতির পক্ষে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে আমাদের কার্যকলাপের গতি-নির্ধারণ ও আত্মার বিবর্তনকে রূপদানের জন্য নব নব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সৃষ্টি। নবতর ও বৃহত্তর সৃষ্টিধর্মী উদ্দেশ্যের অবিরাম অনু-সন্ধানই এনে দেয় জীবনের তীব্র আনন্দ ও অর্থ এবং সুসংবদ্ধ করে ব্যক্তির ক্রমবর্ধিষ্ণু ক্ষমতা ও কার্যকলাপকে:

زندگانی را بقا از مدعاست
کاروانش را درا از مدعاست

زندگی در جستجو پوشیده است
اصل او در آرزو پوشیده است

آرزو را در دل خود زنده دار
تا نگردد مشت خاک تو مزار

آرزو صید مقاصد را کمند
دفتر افعال را شیرازه بند

زندگی سرمایه دار از آرزوست
عقل از زائیدگان بطن اوست

طاقت پرواز بخشد خاک را
خضر باشد موسئ ادراک را

জীবন সংরক্ষিত হয় উদ্দেশ্য দ্বারা,
কাফেলার বাঁশী বাজে অবিরাম
গন্তব্য পথের সীমানায় পৌঁছবার জন্য।
চাওয়ার মাঝেই মানুষের জীবন,
উৎসমূল তার লুক্কায়িত আকাংখার ভিতরে।
আকাংখাকে রাখো জীবন্ত করে
তোমার অন্তর তলে,
পাছে তোমার দেহের ক্ষুদ্র ধূলিকণা
পরিণত হয়
সমাধি-মৃত্তিকায়।

*

আকাংখা একটি ফাঁদ
আদর্শকে ধ'রে রাখবার
কর্মগ্রন্থকে বেঁধে রাখবার যন্ত্র।
সে হোল আকাংখা—যে জীবনকে করে ঐশ্বর্যশালী,
জ্ঞান তার গর্ভের সন্তান।

*

বিশ্বকে সে দান করে শক্তি
উধ্ব´মুখে উত্থানের !
মুসার অনুভূতির কাছে
সে হোল খেয্‌রের মতো !
[আসরারে খুদী : দ্বিতীয় অধ্যায়]

পুনরায় তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয় সেই একই আদর্শের সুর :

گرم خوں انساں زداغ آرزو
آتش ایں خاک ازچراغ آرزو
زندگی مضمون تسخیر است وبس
آرزو افسون تسخیر است وبس

আকাংখা মানব-দেহে প্রবাহিত করে উত্তপ্ত শোনিত,
আকাংখার প্রদীপে প্রজ্জ্বলিত হয়
এই ধূলি-কণা।

*

জীবন পূর্ণ হ'য়ে ওঠে শুধু বিজয়ে,
আর বিজয়ের আকর্ষণ হোল আকাংখায়।
[আসরারে খুদী : অষ্টম]

আমাদের কাছে তাই কবির দাবী :

اگر ز رمز حیات آگہی مجوے و مگیر
دلے کہ از خلش خار آرزو پاک است

জানো কি তুমি জীবন-রহস্য ?
তা'হোলে চেয়ো না বা গ্রহণ করো না
এমন অন্তর—
যা' বিদ্ধ হয়নি
আকাংখার কণ্টকে।

[পায়ামে মাশরিক : ১০৮ পৃষ্ঠা]

কবি ইক্‌বালের কাব্যে আমরা দেখতে পাই, সৌন্দর্য ও আত্ম-উপলব্ধির এই অবিরাম সন্ধানের প্রকাশ তিনি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন নতুন দৃষ্টিভংগী ও উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত অবিরাম সৃষ্টিপ্রবণতা। না পাওয়াকে পাবার আকাংখা ও সংগ্রামই হচ্ছে সত্যিকার আর্টিষ্টের লক্ষ্য। কবির স্বভাবসুলভ আর্তবিলাপ :

چہ کنم کہ فطرت من بہ مقام در نسازد
دل ناصبور دارم چو صبا بہ لالہ زارے
چو نظر قرار گیرد بہ نگار خوبروئے
تپد آں زماں دل من پے خوبتر نگارے
ز شرر ستارہ جویم ز ستارہ آفتابے
سر منزلے ندارم کہ بمیرم از قرارے
طلبم نہایت آں کہ نہائتے ندارد
بہ نگاہ ناشکیبے بہ دل امیدوارے

কি করবো আমি ? স্বভাব আমার বিশ্রাম-বিমুখ ;
অন্তর আমার অশান্ত
আফিম-ক্ষেতের হাওয়ার মতো ;
আঁখি যখন দর্শন লাভ করে সুন্দরের,
হৃদয় তখন আকাংখা করতে থাকে
সুন্দরতর রূপকে ;
আকাংখা আমার
স্ফুলিংগ থেকে তারকা, তারকা থেকে সূর্য ;
কোনো লক্ষ্যবস্তুর আকাংখী নই আমি,
গতিহীনতা ব'য়ে আনে মৃত্যু
আমার কাছে !
অশান্ত আঁখি আর আশান্বিত অন্তর নিয়ে
আমি চাই পরিসমাপ্তি তারই—
যা' সমাপ্তিহীন !

[পায়ামে মাশরিক ঃ ১৪৮-৪৯ পৃষ্ঠা]

আকাংখার (সোয্‌) সৃষ্টিধর্মী ধারার প্রতি বের্গস'র বিশ্বাসের সারবস্তু প্রকাশ পেয়েছে কবির এই ক'টি পংক্তিতে ঃ

نہ مئے از ازل آورد نہ جامے آورد
لالہ از داغ جگر سوزد واسے آورد

আফিমের গাছ কি এনে দেয় ?
সুরা অথবা জাম নয় !
স্বাভাবিক দান তার
অন্তরের সীমাহীন আকাংখা !

[পায়ামে মাশরিক ঃ ২৫১ পৃষ্ঠা]

তার মানে অবিরাম সৃষ্টিপ্রয়াসী আকাংখাই হচ্ছে বাস্তব মূলধন—যা' দ্বারা ব্যক্তি গ'ড়ে তোলে তার আত্মা, তার কৃষ্টি, তার অনুশাসন।

সুতরাং স্পষ্টতঃ, যখন পারিপার্শ্বিকতার অথবা অন্ধ শিক্ষাপদ্ধতির নির্যাতনমূলক শক্তি নতুন আকাংখা, আদর্শ ও উদ্দেশ্য সৃষ্টিকে ব্যাহত করে, অথবা যখন একাধিপত্যসম্পন্ন সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের নির্যাতনমূলক নিয়ম-শৃংখলা ও তার গতানুগতিক উদ্দেশ্যগুলিকে প্রত্যেক নাগরিকের উপর চাপিয়ে দেয়, তখন স্বাধীন, সৃষ্টিধর্মী ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ হ'য়ে ওঠে অসম্ভব এবং শিক্ষার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য সেখানে চাপা প'ড়ে যায়। সুতরাং সঠিক ও কার্যকরী শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীর মনে পারিপার্শ্বিকতার সাথে তাদের বহুমুখী সম্পর্কের একটা তীক্ষ্ণ চেতনা জাগিয়ে দেওয়া শিক্ষকের পক্ষে অপরিহার্য এবং তা'তেই তাদেরকে চালিত করবে নতুন নতুন সৃষ্টিধর্মী উদ্দেশ্য গ'ড়ে তোলার দিকে।

উদ্দেশ্য অবশ্য শূন্যতার ভিতরে গ'ড়ে ওঠে না ; উদ্দেশ্য ক্রমবর্ধিত হয় চলিষ্ণু অগ্রগতিশীল কর্মোন্মাদনায় এবং তা'তেই ব্যক্তিকে নিয়ে যায় পারিপার্শ্বিকতার সাথে কার্যকরী সম্বন্ধের মধ্যে। যাতে সকল অভিজ্ঞতার সারবস্তু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হোতে পারে, পারিপার্শ্বিকতার সাথে এমন কোনো শিক্ষামুলক সংযোগ কেবলমাত্র দৈহিক সান্নিধ্য দ্বারা গ'ড়ে ওঠে না। পরীক্ষামূলক গবেষনাকারীদের সংজ্ঞা অনুযায়ী ভূয়োদর্শন 'প্রধানতঃ কর্মসংশ্লিষ্ট ব্যাপার। এ হচ্ছে সহ্য করার একটা ধারা ঃ শব্দগত তাৎপর্যের দিক দিয়ে সহিষ্ণুতার, কষ্টভোগ ও আকাংখার, স্নেহ ও ভালোবাসার একটা

ধারা। দেহযন্ত্রকে তার নিজস্ব কার্যকলাপের পরিণতি ভোগ করতে হয়, সহ্য করতে হয়।' (১)

ইকবাল মোটামুটি ভূয়োদর্শনের এই ধারণার সাথে একমত হোতে পারেন, কারণ ধারণাটি তাঁর নিজস্ব মতবাদ অনুযায়ী সকল ক্রম-বিকাশের মূল ভিত্তি কর্ম বা কর্মবাদের অনুরূপ। তাঁর সম্পূর্ণ দার্শনিক চিন্তাধারা কঠোর কর্ম ও অধ্যবসায়ের জীবনকে সমর্থন করে, যাতে ক'রে আত্মা বাস্তব ও সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকতার সহযোগে কায ক'রে যেতে ও তাকে কাযে লাগাতে পারে। তার প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে প্রাথমিক অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সৃষ্টি এবং পরে সৃষ্টিধর্মী আত্মবিকাশ-ধারার মাধ্যমে বৃহত্তর উদ্দেশ্য গঠন ও শক্তির নব নব ধাপে উন্নীত হওয়া। তিনি জনতার সংশ্রবহীন সংগ্রাম-বিমুখ ও নিষ্ক্রিয় জীবনের নিন্দা করেছেন ঃ

تا بر تو آشکار شود را ز زندگی
خود را جدا ز شعله مثال شرر مکن
بهر نظاره جز نگه آشنا میار
در مرز و بوم خود چو غریبان گذر مکن

যদি তুমি অধ্যয়ন করতে চাও জীবনকে
উন্মুক্ত গ্রন্থের মতো,
হয়ো না মশাল থেকে বিচ্যুত স্ফুলিংগ।
আনো পরিচিত চক্ষু আর বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টি,
যেয়ো না আগন্তুকের মতো
তোমার স্বদেশের পানে।

[পায়ামে মাশরিক ঃ ২৪৭ পৃষ্ঠা]

(১) Dewey : Creative Intelligeutr. ১০ পৃষ্ঠা।

ইকবাল-দর্শনের মতে কর্মই হচ্ছে জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। মানব পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে এবং তার মহান লক্ষ্যকে উপলব্ধি করে কঠোর কর্মসাধনা দ্বারা—আত্ম-অস্বীকৃতি বা 'নরমপন্থী,' সাংস্কৃতিক ও ধ্যানধারণা পূর্ণ জীবনের মাধ্যমে নয়।

میا را بزم بر ساحل کہ آں جا
نوائے زندگانی نرم خیز است
بدریا غلط و باموجش در آویز
حیات جاوداں اندر ستیز است

মজলিস করো না সমুদ্র তীরে ব'সে,
কারণ ধীরে ব'য়ে যায় সেথা জীবনসংগীত।
সংগ্রাম কর তরংগের সাথে,
সাহস কর।
অমরত্ব হচ্ছে সংগ্রামে।

[পায়ামে মাশরিক ঃ ৪১ পৃষ্ঠা।]

তাঁর কাব্য এই সুসংবাদের বাহন—শতেক রূপে তিনি করেছেন তাকে প্রকাশ—প্রত্যেকটিরই রয়েছে নিজস্ব সৌন্দর্য ও উপযোগিতা ঃ

سکندر باخضر خوش نکتۂ گفت
شریک سوزد ساز بحر و بر شو
تو ایں جنگ از کنار عرصہ بینی
بمیر اندر نبرد و زندہ تر شو

কতো সুন্দর ভাবে বললেন সিকান্দার
খিযরের কাছে ঃ
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করো জীবন-সংগ্রামে!

সংগ্রাম-ক্ষেত্রের কিনারে বসে
দেখছো তুমি যুদ্ধ ঃ
মৃত্যুবরণ কর যুদ্ধক্ষেত্রে আর
অর্জন কর চিরন্তন জীবন।
[পায়ামে মাশরিক ঃ ২৭ পৃষ্ঠা]

আবার ঃ

بہل افسانۂ آں پاچراغے
حدیث سوز او آزار گوش است
من آں پروانہ را پروانہ دانم
کہ جانش سخت کوش و شعلہ نوش است

ভু'লে যাও অশান্ত–চঞ্চল পতংগের কাহিনী,
কাহিনী তার ব্যথিত করে আমার কর্ণকে ঃ
কেবল সেই পতংগই হচ্ছে সত্যিকার পতংগ,—
সংগ্রামে যে সক্রিয়,
আর যে গ্রাস করতে পারে অগ্নিশিখাকে।
[পায়ামে মাশরিক ঃ ২৪ পৃষ্ঠা]

আমাদেরকে কবি আহ্বান করেন আত্মসর্বস্ব ভাব পরিত্যাগ ক'রে সকল অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হোতে। তিনি নিন্দা করেন সেই ধরণের শিক্ষককে—যাঁরা শিশুদেরকে প্রকৃতির শিক্ষাপ্রদ ও শক্তি-সঞ্চারী সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত ক'রে গ'ড়ে তোলেন আলো-হাওয়া-বঞ্চিত গুল্মের মতো ঃ

شیخ مکتب ہے اک عمارت گر
جس کی صنعت ہے روح انسانی

نکتۂ دل پزیر تیرے لئے
کہہ گیا ہے حکیم قاآنی
"پیش خورشید بر مکش دیوار
خواہی ار صحن خانہ نورانی"

বিদ্যালয়ের শিক্ষাদাতা কি ?
সে হচ্ছে মানবাত্মার শিল্পী।
কতো চমৎকার বলেছেন দার্শনিক ক্বাআনী
তারই পথ-নির্দেশের জন্য ঃ
'যদি তুমি করতে চাও আলোক-প্লাবিত
তোমার গৃহের অংগন
দাঁড় করিয়ো না প্রাচীর
সূর্যালোকের চলা-পথে।'
[বালে জিবরিল ঃ ২১৭ পৃষ্ঠা]

জীবনের সত্যিকার আনন্দ পাওয়া যায় না দর্শকের আসন থেকে উৎসব-দৃশ্য অবলোকনে—যেমন কোনো কোনো আর্টিষ্ট ও দার্শনিক ধারণা পোষন ক'রে থাকেন। তা' পাওয়া যায় সর্বান্তকরণে আপনাকে সংগ্রামের মধ্যে চালিত ক'রে এবং পীড়াদায়ক ও আনন্দপ্রদ সকল অভিজ্ঞতা দ্বারা আত্মশক্তি ও আত্মার সম্পদকে নিজস্ব দানে সমৃদ্ধ ক'রে তু'লে। সাহসী কাঠ-ঠোকরা পাখী নির্দেশ দিচ্ছে ভীতু অশ্রুসিক্ত বুল্‌বুলকে ঃ

گفتش کہ سود خویش ز جیب زیاں برآر
گل از شگاف سینہ زرناب آفرید

درماں ز درد ساز اگر خستۂ تن شوی
خوگر بہ خار شو کہ سراپا چمن شوی

লাভ সংগ্রহ কর তুমি লোকসানের মধ্য দিয়ে ঃ
গোলাব স্বষ্টি করেছে নিখুঁত স্বর্ণ
তার বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে।
যদি তুমি হও আহত,
বেদনাই হোক্ তোমার প্রতিষেধক।
অভ্যাস করো কণ্টকের যাতনা,
যেনো তুমি হোতে পার
পূর্ণরূপে অভিন্ন বাগিচার সাথে।

[পায়ামে মাশরিক ঃ ২৩৫ পৃষ্ঠা]

শুধু নির্বিকার দর্শকের কোনো মূল্য নেই ইক্বালের কল্পনার জগতে। জীবন প্রত্যেকের কাছেই দাবী করে কঠোর সংগ্রাম ও অবিরাম প্রচেষ্টা। কর্মের প্রতি কবির অত্যধিক আকর্ষন মাঝে মাঝে তাঁকে চালিত করেছে বিজয়ী বীর ও শাসকদের মতো কর্মপ্রবণ মানুষদের উচ্ছসিত প্রশংসা করতে ; ফলে তাঁদের প্রতি কবির মনোভাব সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাঁদের লক্ষ্য বা নৈতিক মানের প্রশংসা করেননি ; তিনি প্রশংসা করেছেন তাঁদের সেই গতিশীল মনোবৃত্তির—যা' দ্বারা তাঁরা নিজ নিজ ইচ্ছাশক্তি ও আত্মবলের প্রভাবে তাঁদের পথের দুর্লংঘ্য বাধাকে অতিক্রম করেছেন। এই কারণেই কবি তাঁর কাব্যে প্রতীক (Symbol) হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাঁর প্রিয় ঈগল ও বাজ পক্ষীকে—যারা মানুষের শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথে অপরিহার্য উচ্চাকাংখা, অবিরাম অধ্যবসায় ও চিরন্তন সংগ্রামের সার্থক প্রতীক।

তাই এক ঈগল আর এক ঈগলকে নির্দেশ দিচ্ছে সাহসী ও আত্ম-বিশ্বাসী জীবন যাপন করতে এবং তিতির পক্ষীর মতো কোমল নারীসুলভ ব্যক্তিত্ব-চর্চা না করতে। সে বলছে :

ز روئے زمیں دانہ چیدن خطاست
کہ پنہائے گردوں خداداد ماست

জমিন থেকে আমাদের খাদ্য সংগ্রহ করা পাপ ;
কারণ আকাশের বিপুল প্রসার
খোদার দান আমাদের জাতির কাছে।
[পায়ামে মাশরিক : ১১৭ পৃষ্ঠা]

তারপর আনন্দময় জীবনের রহস্য সম্বন্ধে বিজ্ঞ এক হরিণী জীবনের সংকট-সম্ভাবনা থেকে নির্জনে আশ্রয়-গ্রহণেচ্ছু আর এক হরিণীকে নির্দেশ দিচ্ছে :

رفیقش گفت اے یار خرد مند
اگر خواہی حیات اندر خطر زی
دمادم خویشتن را بر فساں زن
ز تیغ پاک گوہر تیز تر زی
خطر تاب و تواں را امتحان است
عیار ممکنات جسم و جان است

সাথী তার বললে : 'শোন,
ওগো বিজ্ঞ বন্ধু,—
আনন্দঘন জীবনের রহস্য হচ্ছে
বিপদের মাঝে বেঁচে থাকা :

আঘাত করো বারংবার আপনাকে
শানের পাথরে,
ক'রে তোল নিজকে তীক্ষ্ণতর
তীক্ষ্ণধার অসির চেয়েও।
বিপদেই হয় পরীক্ষা
শক্তি ও ক্ষমতার ;
তাই হচ্ছে পরশ-পাথর
দেহ ও মনের শক্তির।

[পায়ামে মাশরিক ঃ ১৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা]

অনুরূপভাবে আত্মস্থ ও আত্মসমাহিত একখণ্ড হীরক পূর্ণ বিকাশ লাভ ক'রে এবং সত্তার পূর্ণতা অর্জন ক'রে কাঁচা ও নরম এবং তারই জন্য কম-দামী একখণ্ড কয়লাকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখছে ঃ

خوار گشتی از وجود خام خویش
سوختی از نرمیٔ اندام خویش

فارغ از خوف و غم و وسواس باش
پخته مثل سنگ شو الماس باش

می شود از وے دو عالم مستنیر
هر که باشد سخت کوش و سخت گیر

در صلابت آبروئے زندگی است
ناتوانی ناکسی ناپختگی است

৯—

যেহেতু সত্তা তোমার অপরিপক্ক,
তাই তুমি হয়েছো নীচ ;
দেহ তোমার কোমল ব'লেই হয় দগ্ধীভূত।
পরিত্যাগ কর ভয়, দুঃখ আর উদ্বেগ,
কঠোর হয়ে ওঠ প্রস্তরতুল্য,
হয়ে ওঠ হীরক-খণ্ড !
যে করে কঠোর সংগ্রাম
আর ধারণ করে দৃঢ় হস্তে,
উভয় জগৎ আলোকিত হয় তার দ্বারা।

*

কঠোরতায় নিহিত রয়েছে
জীবনের গৌরব ;
দুর্বলতাই হোল অকিঞ্চিৎকরতা ও
অপরিপক্কতা।

[আসরারে খুদী : ত্রয়োদশ অধ্যায়]

আপনার গন্তব্য পথের উপলব্ধি ও সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব অর্জনে প্রয়াসী ব্যক্তি ও সমষ্টিকে কবি নির্দে´শ দিচ্ছেন :

شریک حلقۂ رندان بادہ پیما باش
حذر ز بیعت پیرے کہ مرد غوغا نیست

যোগ দাও গোড়ামীহীন সুরাপায়ীদের দলে,
অনুসরণ করো না সেই পীরকে—
সংকটের ভয়ে যে ভীত।

[পায়ামে মাশরিক : ১৮৯ পৃষ্ঠা]

সংকটময় অভিযানের পথত্যাগী যে কোনো নেতার অনুসরণকে ঘৃণার চোখে দেখেন আমাদের কবি ঃ

مرید همت آں رهروم کہ پا نگذاشت
بہ جادۂ کہ درو کوه ودشت ودریا نیست

প্রশংসা করি আমি সেই পথচারীর,
যে চায় না পদক্ষেপ করতে
সেই গতানুগতিক পথে—
যে পথে নেই মরুকান্তার, পর্বত ও নদী।

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে, শিক্ষা যদি জীবনের প্রস্তুতির জন্য হয়, তা' হোলে তা' লাভ করতে হয় কর্মময় জীবনের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে। পরে আমরা আলোচনা ক'রে দেখাবো যে, এ নীতি কেবল শিক্ষার পুঁথিগত ধারণার পরিবর্তনই আনেনি, বরং শিক্ষার ধারা ও টেক্‌নিকেও সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন এনেছে। ভূয়ো-দর্শন-বাদীদের মতে ব্যক্তি 'যেমন তার মানসিক গঠনের জন্য দায়ী সামাজিক প্রভাব দ্বারা গঠিত, তেম্নি সত্যিকারভাবে সে তার নিজস্ব কার্যকলাপ দ্বারাও গঠিত' (১) এবং সে 'কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিকতা থেকে লব্ধ অনুভূতি ও ধারণাকে নিষ্ক্রিয়ভাবে আত্মস্থ করার' যন্ত্রই নয়। ইকবালের মতে এম্নি ক'রে ব্যক্তিত্বের ও আধুনিক শিক্ষা ধারার ক্রম-বিকাশের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে এই যে, ক্রম-বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি তার জাতীয় তমদ্দুনের সাথে সংযোগ রেখে কঠোর ও বহুমুখী কর্ম-প্রবণতাকে বরণ ক'রে নেবে।

(১) Childs : Educat'on and Philosophy of Experimentalism.

তিন

বাস্তব ও আদর্শের সমন্বয়

আদর্শ ও বাস্তব, জড় ও আত্মা, দৈহিক ও মানসিক দিকগুলি পরস্পর নির্ভরশীল, কি অনন্যনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র, এই সত্য নির্ধারণ দর্শন শাস্ত্রের ধারা অনুযায়ী বরাবরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। শিক্ষানীতির দিক দিয়েও আমাদের উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও উদ্দেশ্য অর্জনের নির্ভুলধারা স্থির করতে হোলে আমাদের প্রয়োজন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা। যদি পূর্ববর্তী দার্শনিক ও নীতিবাদীদের অনেকের পদাংক অনুসরণ ক'রে আমরা বাস্তবতার কঠোর বিশ্বকে নিছক মায়া অথবা গুরুত্বহীন অথবা আত্মার ক্রম-বিকাশের পথে বিঘ্নস্বরূপ মনে করি, তা'হোলে আমাদেরকে অনুরূপ সংগতি-বিশিষ্ট একটি শিক্ষাধারা উদ্ভাবন করতে হবে। পক্ষান্তরে, যদি আমরা বিশেষ বিশেষ 'জড়বাদী' চিন্তা-নায়কের অনুকরণে সমগ্র জীবন ও সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাকে রসায়ন ও শারীরবিদ্যার সমতলে নামিয়ে এনে মানবাত্মার সুস্পষ্ট অস্তিত্ব অস্বীকার করি; তা'হোলে শিক্ষা-ধারাকেও অনুরূপভাবে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে। এই দু'টি বিকল্প মতবাদের বিরোধী একটি তৃতীয় মতবাদও প্রচলিত রয়েছে। ত'াতে বাস্তব ও আদর্শ—দু'টিকে পরস্পর স্বয়ং-সম্পূর্ণ মনে করা হয় না অথবা উভয়কেই মনে করা হয় গুরুত্বহীন, কিন্তু বাস্তবকে গ্রহণ করা হয় আদর্শ অর্জনের প্রারম্ভিক স্তর হিসাবে। ইক্‌বাল-দর্শন সম্পর্কে আমরা এ যাবত যে আলোচনা করেছি, তা'তে দেখা যায় যে, কবি শেষোক্ত মতবাদেরই পক্ষপাতী।

ব্যক্তিত্বের ক্রম-বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কবি বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন ও মনোযোগ দিয়েছেন বাস্তব ও আদর্শের দ্বৈতবাদের দিকে। এ দ্বারা বরাবরই দার্শনিক চিন্তাধারা প্রভাবিত হয়েছে। এই প্রশ্নের মৌলিক গুরুত্ব বিবেচনায় এ সম্পর্কে তাঁর মতবাদের বিস্তারিত পর্যালোচনা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

আমরা দেখেছি যে, আত্মার ক্রম-পরিণতির তাৎপর্য হচ্ছে ব্যক্তির নিজস্ব সত্তার অভ্যন্তরীণ সম্পদ-বর্ধন। বাস্তব বিশ্ব থেকে স'রে গিয়ে আপন ধ্যান-ধারণার নির্জন আবাসে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোতে পারে না, বরং তার জন্য পারিপার্শ্বিকতার বাস্তব ঘটনা-প্রবাহ ও শক্তির সাথে সংখ্যাতীত পন্থায় কার্যকরী সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এই সংযোগের ফলেই মানুষ ক্রমশঃ এই প্রকৃতির বিশ্বের উপর প্রভুত্ব লাভ করেছে—একটা বিরাট সৃষ্টিধর্মী কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এই সঞ্জীবনী সংযোগ প্রতিষ্ঠার ফলেই সে তীক্ষ্ণ ক'রে তুলেছে তার বুদ্ধি-বৃত্তিকে, গ'ড়ে তুলেছে একটা বিরাট সভ্যতা এবং উন্মুক্ত করেছে আরো বৃহত্তর বিজয়-সম্ভাবনার পথ। মানুষের ভিতরে বিজয় ও অভিযানের এই দুর্দমনীয় স্পৃহার কাছে কবি একটি কবিতায় নিবেদন করেছেন তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা। 'আদমের আগমনে পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন' শীর্ষক কবিতায় কবি বলেন ঃ

کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ !
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ !
اس جلوۂ بےپردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ !
ایام جدائی کے ستم دیکھ جفا دیکھ !
بےتاب نہ ہو معرکہ بیم و رجا دیکھ !

ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں
یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں
یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں
تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں
آئینۂ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ!

سمجھے گا زمانہ تری آنکھوں کے اشارے!
دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے!
ناپید ترے بحر تخیل کے کنارے!
پہنچیں گے فلک تک تری آہوں کے شرارے!
تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ!

خورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں!
آباد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہنر میں!
جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں!
جنت تری پنہاں ہے ترے خون جگر میں!
اے پیکر گل کوشش پیہم کی جزا دیکھ!

نالندہ ترے عود کا ہر تار ازل سے!
تو جنس محبت کا خریدار ازل سے!
تو پیر صنم خانۂ اسرار ازل سے!
محنت کش و خونریز وکم آزار ازل سے!
ہے راکب تقدیر جہاں تری رضا دیکھ!

উন্মুক্ত কর তোমার আঁখি,
দৃষ্টিপাত কর মৃত্তিকা ও আকাশের দিকে,
চেয়ে দেখ পূর্ব-দিগন্তে
সগৌরবে উদীয়মান সূর্যের পানে!
চেয়ে দেখ পর্দার আড়ালে লুকানো
অনবগুণ্ঠিত গৌরবের দিকে,
ভোগ কর বিরহের ব্যথা ও যাতনা!
বিচঞ্চল হয়ো না; পর্যবেক্ষন কর
আশা ও ভয়ের দ্বন্দ্বকে!

এইসব পর্বত-মরু, এই সব হাওয়া ও মেঘদল,
এই বাণীহীন শূন্যতা,
আকাশের এই গুম্বজরাজি
তোমার আধিপত্যের অধীন সবাই;
গত কাল পর্যন্ত তুমি ছিলে নীরব দর্শক
ফেরেশ্‌তাদের পথে,
দেখে নেও আজ
তোমার নিজেরই পথ
প্রতিবিম্বিত কালের আয়নায়।
কাল উপলব্ধি করবে তোমার চোখের ইশারা।
তাকাবে তোমার দিকে ওই সুদূর থেকে
আস্‌মানের তারকারাজি।
অন্তহীন তোমার কল্পনার গতি,
আর আকাশ তোমার দীর্ঘশ্বাসের সীমানার মধ্যে;

গ'ড়ে তোল তোমার 'অহম্'কে ;
দেখে নেও তোমার দীর্ঘশ্বাসের শক্তি !

তোমার স্ফুলিংগে আছে দীপ্তিমান
সূর্যের আলো ;
সুপ্ত আছে এক নবীন বিশ্ব
তোমার সৃষ্টি-প্রতিভার মাঝে ;
দানের যে ফিরদাউস—
সে তো ক্ষুদ্র বস্তু তোমার চোখে ;
তোমার ফিরদাউস তোমার আপন মেহনতের ফল ;
মৃত্তিকায় সৃষ্ট মানুষ,
দেখে নেও তোমার বিরামহীন অনুসন্ধানের ফল !

অনন্ত কাল ধ'রে তোমার বীণার তন্ত্রী
ঝংকৃত হচ্ছে সংগীত-রাগে,
প্রেমের খরিদদার তুমি অনন্ত কাল ধ'রে,
পীর তুমি চিরন্তন কাল ধ'রে
রহস্যের বোতখানায়,
চিরকাল ক'রে যাচ্ছ শ্রম, কঠোর সংগ্রাম
ঈর্ষাহীন চিত্তে ;
দেখে নেও তোমার ইচ্ছাশক্তির প্রভুত্ব
তকদীরে জাহানের উপর !

[বালে জিবরিল : ১৭৮—৭৯ পৃষ্ঠা]

এই বিষয়ে ইসলামী চিন্তার সাধারণ ধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কবি দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করেছেন যে, মানবের ক্রমপরিণতির পথে তাকে নিজস্ব ভৌতিক বা দৈহিক অবস্থাকে মেনে নিতে হবে, যা' তার সচেতন কর্মক্ষমতার পর্যায় গঠনে বৃহত্তর অংশ গ্রহণ করেছে। ইসলাম, তাঁর মতে 'বস্তুর সাথে সংযোগ রক্ষায় ভীত নয়,' বরং ইসলাম বাস্তবের সাথে আদর্শের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও কার্যকরী সম্বন্ধ স্বীকার ক'রে নিয়ে বস্তুর জগতের সাথে সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছে এবং তার বিপুল সম্পদকে উচ্চতম আত্মিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাযে লাগাতে আমাদেরকে প্ররোচিত করেছে। কাব্যের রূপক ভাষায় তিনি সুস্পষ্টভাবে মত প্রকাশ করেছেন ঃ

دلا رمز حیات از غنچہ دریاب
حقیقت در مجازش بے حجاب است
ز خاک تیرہ می روید ولیکن
نگاهش بر شعاع آفتاب است

ওগো অন্তর! সন্ধান কর জীবন রহস্য
কুঁড়ির ভিতরে ;
বাস্তবতা প্রকাশিত তার বাহ্যরূপে।
জন্ম নেয় সে মলিন মৃত্তিকা থেকে,
তবু দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে সে
সূর্যালোকের পানে।

[পায়ামে মাশ্‌রিক ঃ ৬৫ পৃষ্ঠা]

তাই আদর্শ ও বাস্তব দু'টি বিরোধী শক্তি নয় এবং আত্মিক সত্তার স্বীকৃতির জন্য বস্তুর জগতকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে স্বীকার ক'রে নেওয়া প্রয়োজন এবং তার উদ্দেশ্য থাকবে তাকে আমাদের ক্রম-পরিণতির ধারায় কাযে লাগানো। গোড়া জড়বাদী ও সংকীর্ণ-মনা জীবতাত্ত্বিক কোরানে কথিত 'আলমে আন্‌ফুস' বা মনোজগতের সকল বাস্তবতা অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের অত্যধিক প্রগতিমূলক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মধ্যেও তাঁদের চরম মতবাদের কোনো সমর্থন খুঁজে পাবেন না, কারণ তাঁদের নিজস্ব বিজ্ঞানই কৌতুকপ্রদরূপে প্রাচীন মর্যাদাসম্পন্ন জড়বস্তুকে শক্তি (energy) অথবা ইলেকট্রনে, অথবা 'কেবলমাত্র অনুভবকারীর চেতনাপ্রসূত কল্পনায়' পরিণত করার ধারা আবিষ্কার করেছে। জড়বস্তুকে এমন একটি ধারায় ব্যাখা করার অনস্বীকার্য মনোবৃত্তি রয়েছে, যাকে জড়বাদী ধারা বলা যায় না। অনুরূপভাবে চরম আদর্শবাদী ব্যক্তি 'আলমে আফাক' বা জড়-জগতের বাস্তবতা স্বীকার করতে নারায হোতে পারেন। কিন্তু এ অভ্রান্ত সত্যকে অস্বীকার করা যায় না যে, প্রকৃতপক্ষে জড়-জগতের অস্তিত্ব রয়েছে এবং শিক্ষার যে কোনো ব্যাপক পরিকল্পনায় তাকে স্বীকার ক'রে নিতেই হবে।

এ দিক দিয়ে যে বাস্তব প্রশ্নটি চিন্তাশীল শিক্ষাদাতার সামনে এসে হাযির হয়, তা' হচ্ছেঃ মানব জীবনে আদর্শ ও বাস্তবের মূল্য ও তাৎপর্য কি? উভয়কেই মেনে নিতে হবে, ধ'রে নিলেও কি আমরা আত্মার গুরুত্বের উপর মূল্য আরোপ করবো, না বাস্তব জীবনের প্রয়োজন ও দাবীকেই মেনে নেবো? আধুনিক যুগের যেসব প্রগতিশীল চিন্তানায়ক আত্মার প্রাধান্য অস্বীকার

করেন, ইকবাল এখানে তাদের সাথে একমত হোতে পারেন নি। তিনি মন্তব্য করেনঃ 'জীবনের বিবর্তন থেকে দেখা যায়, প্রারম্ভিক পর্যায়ে যদিও দৈহিক দিক মানসিক দিককে চালিত করে, তথাপি মন যখন শক্তি সঞ্চয় করে, তখন সে দৈহিক দিকের উপর প্রভুত্ব করার দিকে চালিত হয় এবং পরিণামে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যলাভের মর্যাদায় উন্নীত হয়।' তিনি তাঁর ধারণা আরো সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত ক'রে বলেনঃ 'কোরান শরীফের মতে চরম বাস্তবতা আত্মিক এবং তার জীবন নির্ভর করে জাগতিক কার্যকলাপের উপর। আত্মা তার সুখ-সুবিধা খুঁজে নেয় প্রাকৃতিক, ভৌতিক ও পার্থিব বস্তুর মধ্যে। তাই যা' কিছু জাগতিক, তা' সত্তার মূল দিক দিয়ে পবিত্র। আধুনিক চিন্তাধারা ইসলামের এবং প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মের যে বৃহত্তম সেবায় লেগেছে, তা' নিহিত রয়েছে জড় বা প্রাকৃতিক ব'লে আমরা যা' কিছুকে অভিহিত করি, তার সমালোচনায় এবং সে সমালোচনায় এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে যে, নিছক বাস্তবের মধ্যে কোনো সারবস্তু নেই, যদি আমরা তার মূল আত্মিকের মধ্যে খুঁজে না পাই। দূষিত (profane) জগৎ ব'লে কোনো বস্তুই নেই। বস্তুর জগতের এই অজস্র প্রাচুর্য আত্মার সমনে এনে দেয় আত্মোপলব্ধির সুযোগ। হযরত রসুলে করিম (দঃ) কতো সুন্দরভাবে বলেছেনঃ 'সারা দুনিয়া-জাহান এক মসজিদ।' সুতরাং ইকবাল চেয়েছেন যে, শিক্ষার সচেতন লক্ষ্য হবে এমি, যাতে মানুষ দৈহিক লোভের জন্য মানসিক দিককে পরিত্যাগ করতে প্রলুব্ধ না হয় এবং ক্রম-পরিণতির ধারায় আত্মাকে হারিয়ে ফেলার বিনিময়ে সারা দুনিয়ার লাভ অর্জনের পথেও আত্মনিয়োগ না করে।

এদিক দিয়ে ইকবালের ধারণার যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যায় মনস্তত্ত্ব, শিক্ষানীতি ও জীবতত্ত্বের বিশেষ কতকগুলি সাম্প্রতিক বিবর্তনের মধ্যে। কয়েক বছর আগে অধ্যাপক হেথারিংটন Forum of Education পত্রে 'The Incidence of Philosophy on Education' শীর্ষক একটি অতি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রবন্ধটির মূল চিন্তাধারা এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, শিক্ষা, দর্শন ও সমাজ সংস্কারের সংশ্লিষ্ট সাম্প্রতিক চিন্তাধারার একটা মিলন-স্থল আছে। এ হচ্ছে 'বিশুদ্ধ সত্তার জগৎ ও সাধারণ অভিজ্ঞতার ঐহিক পরিবর্তনশীল জগতের মধ্যে, যৌক্তিক বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মার অন্যবিধ শক্তির মধ্যে' বৈষম্যের তীক্ষ্ণতা হ্রাস করার প্রচেষ্টা। যেখানেই বাস্তবের অনুসন্ধান করা হয়, দৃশ্যমান জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে বাস্তবকে পাওয়া যায় না, তাকে পেতে হয় তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে, এ বিশ্বাস ক্রমবর্ধিত মাত্রায় অনুভূত হচ্ছে। লেখকের মতে শিক্ষাক্ষেত্রে এর বাস্তব তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, বিদ্যায়তনগুলিকে জীবনের সাধারণ কার্যকলাপ ও তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে জ্ঞান, রস ও নীতির দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতে হবে এবং 'প্রতিদিনের বাস্তব সমস্যায় হস্তক্ষেপের চেষ্টার মাধ্যমে মনের ক্রমবিকাশের পথ নির্দেশ ক'রতে হবে। শিক্ষাধারা ও পদ্ধতিতে সংস্কার বিধানের লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক কর্মধারা ও জীবনের কার্যক্রমের বিভিন্ন দিককে বিদ্যালয়ের কর্মপরিধির মধ্যে আনয়ন করা এবং আত্ম-কর্মপ্রবণতা, সমস্যা-সমাধান-প্রবৃত্তি ও কর্মস্পৃহাকে উৎসাহিত করা। একে পূর্ববর্ণিত নীতির স্বীকৃতি হিসাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ইকবাল এ নীতি সমর্থন করতেন।

আর একটি দিক থেকে ইকবালের সমালোচনা করা হয়। আদর্শ ও আত্মার মান সম্পর্কে তাঁর উপর দোষারোপ করা হয় যে, এদিক দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের সত্তার সাথে জড়িত বাস্তব বিশ্বের দৈনন্দিন জীবন-ধারার সংযোগ ছাড়িয়ে বহু উর্ধ্বে উঠে গেছেন। তাঁর কতকগুলি কবিতায় আদর্শ ও বাস্তব জগতের দ্বৈতবাদ প্রকাশ পেয়েছে এবং তা'তে তিনি বাস্তবের নিন্দাবাদ করেছেন ব'লে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁর কতকগুলি কবিতার অগভীর অধ্যয়নের ফলে এই ধরণের বিরুদ্ধ ধারণার উদ্ভব হয়েছে। 'বালে জিবরিল' কাব্যে তিনি تن کی دنیا বা من کی دنیا বা মানসিক জগত ও বা দৈহিক জগতের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করেছেন :—

من کی دنیا ؟ من کی دنیا سوز و مستی جزب و شوق
تن کی دنیا ؟ تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن
من کی دولت ھاتھ آتی ھے تو پھر جاتی نہیں
تن کی دولت چھاؤں ھی ! آتا ھے دھن جاتا ھے دھن !
من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج
من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برھمن
پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات
تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن !

মনোজগৎ কি ?
সে হচ্ছে আকাংখা, মত্ততা, অভিনিবেশ ও ঔৎসুক্য।
দৈহিক জগৎ কি ?
সে হচ্ছে লাভ-লোকসান, কৃত্রিমতা ও ষড়যন্ত্র।
মনের সম্পদ
একবার অর্জিত হোলে থাকে স্থায়ী ;

দেহের সম্পদ ছায়ার মতো—
তারা আসে আর তারা চ'লে যায়।
নেই কোনো বৈদেশিক অধিকার
মনোজগতের উপর
নেই কোনো পুরোহিত, শেখ বা ব্রাহ্মণের আধিপত্য।
গভীরভাবে বিচলিত করেছে আমায়
কলন্দরের এই বাণী ঃ
'প্রণত হও তুমি যখন অপরের সম্মুখে,
দেহ অথবা মন কিছুই নয় তোমার!'

[বালে জিবরিল ঃ ৪৯ পৃষ্ঠা]

কবির কাব্যে ও বক্তৃতায় যদি আমরা তাঁর চিন্তার সম্পূর্ণ ধারা পর্যালোচনা করি, তা' হোলে আমাদের কাছে ধরা পড়বে যে, তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগের মূলে কোনো সত্যতা নেই। তিনি দৃঢ়তার সাথে সেই সব মিথ্যা ভাববাদী, ভিন্ন জগতের চিন্তায় মশগুল আদর্শবাদী ও আত্মকেন্দ্রিক সৌন্দর্য-সন্ধানীদের বিরোধিতা করেন, যারা সানন্দে বাস্তব বিশ্বের অন্যায়, অবিচার ও অপূর্ণতাকে উপেক্ষা করে, তার সংস্কার সাধনের সর্বপ্রকার সক্রিয় প্রচেষ্টাকে পরিত্যাগ করে এবং নির্জন বাসে জ্ঞান, আর্ট বা আত্মার দিক দিয়ে আত্ম-সর্বস্ব স্বার্থপরতা দ্বারা কাপুরুষোচিত ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করে। তাঁর বক্তৃতায় তিনি পরিষ্কাররূপে বলেছেন ঃ 'মানবের ন্যায় যে সব সত্তাকে বাধা-বিঘ্ন-সংকুল পরিপার্শ্বিকতার মধ্যে জীবন যাপন করতে হয়, তারা দৃশ্যমানকে উপেক্ষা ক'রে চলতে পারে না। কোরান আমাদের চক্ষু উন্মিলিত ক'রে দেয় পরিবর্তনের বিরাট সত্যের দিকে, যার উপলব্ধি ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই স্থায়ী সভ্যতার গোড়াপত্তন সম্ভব হোতে পারে।'

স্থতরাং তিনি কেবল নির্বিকার অপরিবর্তনীয়কে নিয়েই বিব্রত নন্, বরং তিনি পরিবর্তনশীল প্রকৃতির বিশ্বের সাথেও সক্রিয়ভাবে বিজড়িত। কেবলমাত্র সাহসী যোদ্ধার মতো সংগ্রামের মুখে নিজেদেরকে নিক্ষেপ ক'রেই আমরা জীবনের উদ্দেশ্য সফল করতে পারি, বিশ্বের সংগ্রামকে বর্জন ক'রে নয়। মহাতাপস রুমীর উদ্দেশে তাঁর ভারতীয় শিষ্য বিলাপ ক'রে বল্‌ছেন ঃ

آسمانوں پر مرا فکر بلند!
میں زمیں پر خوار و زار و درد مند!
کار دنیا میں رہا جاتا ہوں میں!
ٹھوکریں اس راہ میں کھاتا ہوں میں!
کیوں مرے بس نہیں کار زمیں؟
ابلہ دنیا ہے کیوں دانائے دیں؟

আমার চিন্তাধারা বিচরণ করে আকাশ-লোকে'
কিন্তু বিশ্বে বাস করি আমি দুঃখ-যাতনায় ;
জাগতিক ব্যাপারে ব্যর্থ আমি—
হোচট খাচ্ছি সর্বদা কণ্টকিত পথে।
কেন আমি পারিনা ব্যবস্থা করতে
জাগতিক কার্যের ?
ধর্ম্ম-জ্ঞানীরা কেন নির্বোধ এ পৃথিবীতে ?

এর জওয়াব দিচ্ছেন রুমী রহস্যপূর্ণ ভাষায় ঃ

آں کہ برا فلاک رفتارش بود
بر زمیں رفتن چہ دشوارش بود

সদর্পে বিচরণ করতে পারে যে
আকাশ-লোকে,
কঠিন হওয়া উচিত নয় তার
পৃথিবীর বুকে বিচরণ!

[বালে জিব্রিল : ১৮৯—৯০ পৃষ্ঠা]

এর অর্থ, যার মধ্যে আত্মার দিক দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিগত ও সৃষ্টিধর্মী কার্যকলাপ প্রকৃত সংমিশ্রণ লাভ করেছে, তাকে অবশ্যি এই বিশ্বে বর্তমানের সদ্ব্যবহার করতে হবে পূর্ণমাত্রায়। মিথ্যা ও অধঃপাত-সূচক 'আধ্যাত্মিক' মনোভাবই ব্যক্তিবিশেষকে বা তার সহচর-দেরকে প্ররোচিত করে দুর্বলতাসহকারে জাগতিক দুর্ভাগ্য ও অবিচারের সাথে আপোষ ক'রে থাকতে। উভয় বিশ্বকে জয় করবার জন্য ব্যক্তিত্বের চর্চা ও তাকে বলিষ্ঠকরণ সমভাবে প্রয়োজনীয়—'বালে জিবরিল থেকে' উদ্ধৃত কলন্দরের বাণীর নিগূঢ় অর্থও তাই: যদি কেউ আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস পোষণ না করে ও বৈরাগ্যমূলক মানসিকতার চর্চা করে, তা'হলে এক মুহূর্তে তার উভয় বিশ্বকে হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকে।

একদিকে যেমন তিনি বাস্তব বিশ্বের দাবী স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন, তেম্নি মানবের আধ্যাত্মিক সত্তাকে তিনি সজাগভাবে স্বীকার ও উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁর সমগ্র দর্শনধারা গভীর ধর্মীয় ভাবধারায় অনুরঞ্জিত। তিনি একথা স্বীকার ক'রে নিতে রাযী নন্ যে, জড় পৃথিবীই সমগ্র বাস্তবতার মূলাধার এবং মানুষকে কেবলই তার স্বার্থ ও সমস্যার মধ্যে জড়িত থাকতে হবে। মানুষের মধ্যে যে আন্তরিক কল্যাণ ও আত্মিক সম্পদ সদা উর্ধ্বমুখী হ'য়ে উঠতে চায়, কবি তার প্রতি এত বেশী

মূল্য আরোপ করেন যে, তিনি তাকে স্থূল জড়বাদের বেদীমূলে উৎসর্গ করতে রাযী হোতে পারেন না। মানবের সৃষ্টিপ্রবণতা কেবল বস্তুর নব রূপায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়ঃ তার মধ্যে আরো রয়েছে 'তার নিজস্ব অন্তর্নিহিত সত্তার গভীরে বহুগুণে ব্যাপকতর বিশ্বসৃষ্টির ক্ষমতা, যেখানে সে আবিষ্কার করে অনন্ত আনন্দ ও প্রেরণার উৎস'—কাব্য ও কলায়, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে, দর্শন ও ধর্মে। এই সাংস্কৃতিক ও আত্মিক মূল্যবোধের সন্ধানে তাকে এই বাস্তব বিশ্বকে ব্যবহার করতে হবে কাঁচা মালের মতো এবং এর সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাযে লাগাতে হবে মানবাত্মার উর্ধ্বগতির পথে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য। আমাদেরকে সতর্ক ক'রে দিয়ে কবি বলেনঃ 'প্রকৃতির সাথে মানবের সম্বন্ধকে কাযে লাগাতে হবে অসৎ ইচ্ছার খাতিরে নয়, আত্মিক জীবনের স্বাধীন উর্ধ্বগতির মহত্তর লক্ষ্য অর্জনের জন্য।' (১) শিক্ষা যদি আধুনিক জীবনে তার মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায়, তা'হোলে তার দৃষ্টির সম্মুখে রাখতে হবে এই বিরাট আদর্শ।

(১) বক্তৃতা, ১৫ পৃষ্ঠা।

চার

ব্যক্তি ও সমাজ

আধুনিক দর্শনের ভিতরে ব্যক্তিত্বের প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়, ইক্‌বাল তৎসম্পর্কে একমত। এ সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই কতকগুলি প্রশ্ন জাগে। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তার প্রকৃতি কি? ব্যক্তিত্ব চর্চার অর্থ কি এই যে, শিক্ষিত নরনারী তাদের সামাজিক বাধ্যতা ও তাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের উপর তাদের নির্ভরতা সম্বন্ধে অমনোযোগী থাক্‌বে? ব্যক্তির গুরুত্ব কতোখানি, আর সে যে সমাজের অংশ, তারই বা গুরুত্ব কতোখানি? জীবনের বিবর্তন ধারায় ব্যক্তির ক্রমবিকাশই কি সর্বোত্তম লক্ষ্য আর রাষ্ট্র বা সমাজ তার ক্রমবিকাশের পন্থা মাত্র? না আমরা হেগেলের মতবাদই মেনে নেবো যে, রাষ্ট্র হচ্ছে ব্যক্তিসত্তার উর্ধ্বে এবং তার শক্তি ও বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির দাবী অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ? ইকবালের দর্শনে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি ব্যক্তিত্বকে উচ্চতম মূল্য দিয়েছেন এবং তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তিনি ক্ষণস্থায়ী চরম পন্থা অবলম্বন করেন নি, বরং উভয় দিকের দাবী স্বীকার করেছেন পরিমিতভাবে। সমাজ-জীবনের সাংস্কৃতিক রূপের উপর তিনি রীতিমতো গুরুত্ব আরোপ করেছেন, 'নতুন শিক্ষাব্রতী' পণ্ডিতেরা শিক্ষাধারার চরম উদ্দেশ্য ও সামাজিক প্রচেষ্টাসমূহের লক্ষ্যস্থল হিসাবে ব্যক্তিত্বের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দানের অতি উৎসাহে যাকে অবহেলা ক'রে এসেছেন। তাঁরা এই সত্যকে উপলব্ধি করছেন না যে, পূর্ণ স্বাধীন ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ তার

নিজস্ব সামাজিক তমদ্দুনের সারবস্তু গ্রহণ ব্যতীত অসম্ভব। এই চরম মতবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে সব বিভিন্ন স্বৈরাচারী মতবাদ দেখা দিয়েছে, তাতে রাষ্ট্রের উপর পূর্ণ নির্ভরশীল 'ধারা'-কে (type) মুক্ত আত্মস্থ ব্যক্তির উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই সমস্যার আলোচনা প্রসংগে ১৯৩৬ সালের 'Year-Book of Education'-এ শিক্ষা-ব্যাপারে এর গুরুত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক ক্লার্ক মন্তব্য করেছেন ঃ

'শিক্ষার অর্থ যা'-ই হোক, তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হবে একটি স্বীকৃত তমদ্দুনের আত্ম-স্থায়িত্ব—যে তমদ্দুন বলিষ্ঠ সমাজ-বিশেষের জীবন স্বরূপ। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা সমাজ জীবন থেকে উদ্ভূত সাংস্কৃতিক সারবস্তুকে মুক্ত ব্যক্তিত্বের পরিপক্কতার সাংস্কৃতিক ধারা হিসাবে মেনে নিতে পারেন, অথবা স্বৈরাচারীরাও এক আত্মিক সামগ্র্যের স্বীকৃতি স্বরূপ নাগরিকদিগকে অস্থায়ী ও আংশিক বাহন ও সেবক হিসাবে মেনে নিতে পারেন, কিন্তু এর যে কোনো ক্ষেত্রে উপরিউক্ত উদ্দেশ্যকে নিশ্চিত সত্য ব'লেই ধ'রে নিতে হবে।' শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্বারা এই প্রকার 'ধারা'র জন্ম দিতে হবে, কিন্তু অধ্যাপক হকিং-এর কথায় এই ধারাকে অতিক্রম ক'রে আত্ম-বিকাশের ব্যবস্থা করাও তার পক্ষে সমভাবে প্রয়োজনীয়। আধুনিক শিক্ষার থিয়োরীকে এই জন্যই বিশেষভাবে সমাজের সাথে ধারার দ্বৈত সম্পর্কের জটিল সমস্যার প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে,—একদিকে ধারার সাথে নিজকে স্থায়ীভাবে মিশিয়ে রাখবার জন্য সমাজের দাবী এবং অপর-দিকে ধারার সীমারেখার উর্ধ্বে ব্যক্তি হিসাবে সমাজের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য ধারার দাবী। রাজনৈতিক সংঘর্ষের মধ্যে একের পতনমুখী ও ধ্বংসকর প্রভাব এবং অপরের সম্পূর্ণ দমন-ধর্মী শক্তির মাঝে কোনো এক স্থানে তাকে নোঙর করবার চেষ্টা করতে হবে।

ইকবাল সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাঁর দ্বিতীয় মসনবী কাব্য 'রুমুযে বেখুদী'-তে এ সমস্যার আলোচনা করেছেন এবং তাঁর সে আলোচনা ব্যক্তি ও সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। ব্যক্তি যেখানে নিঃসংগ, সেখানে সে দুর্বল ও শক্তিহীন, শক্তি তার বিক্ষিপ্ত এবং লক্ষ্য সংকীর্ণ, অব্যবস্থিত ও অনির্দিষ্ট। প্রাণবন্ত সমাজের কর্মপ্রবণ ও জীবন্ত অংগ হোলেই সে লাভ করে শক্তির অনুভূতি এবং মহান সমষ্টিগত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সে হয় সচেতন—যা' দ্বারা ব্যাপক ও গভীর হ'য়ে ওঠে তার নিজস্ব ব্যক্তি-সত্তার বৈশিষ্ট্য।

فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں
موج ہے دریا میں، اور بیرون دریا کچھ نہیں

ব্যক্তির অস্তিত্ব সমাজের সংযোগে,
একা সে কিছুই নয়!
তরংগের অস্তিত্ব থাকে দরিয়ার বুকে,
সে কিছুই নয় দরিয়ার বাইরে।

[বাংগে দারা : ২১০ পৃষ্ঠা]

আর একটি কবিতায় কবি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ধারণা :

فرد می گیرد ز ملت احترام
ملت از افراد می یابد نظام
فرد تا اندر جماعت گم شود
قطرۂ وسعت طلب قلزم شود

در دلش ذوق نمود از ملت است
احتساب کار او از ملت است

در زبان قوم گویا می شود
بر رهٔ اسلاف پویا می شود

ہرکہ آب از زمزم ملت نخورد
شعلہ ہائے نغمہ در عودش فسرد

فرد تنہا از مقاصد غافل است
قوتش آشفتگی را مائل است

قوم با ضبط آشنا گرداندش
نرم رو مثل صبا گرداندش

ব্যক্তি অর্জন করে গুরুত্ব সমাজ থেকে,
সমাজ লাভ করে তার সংহতি
ব্যক্তির ভিতর দিয়ে ;
ব্যক্তি যখন নিজেকে হারিয়ে ফেলে সমাজের মাঝে,
ব্যাপ্তি-প্রয়াসী বিন্দু পরিণত হয়
মহাসমুদ্রে।
সমাজ তাকে অনুপ্রাণিত করে
আত্ম-বিকাশের আকাংখায়,
সমাজের মান নিরূপিত হয়
তারই কার্য দ্বারা।
ব্যক্ত করে সে তার মনোভাব
জাতীয় ভাষায়,
অতিক্রম করে সে পূর্ব-পুরুষের চলাপথ।

পান করে না যে সমাজের আবে-যম্ যম,
বীণার তন্ত্রীতে তার সংগীতের অনল শিখা
হ'য়ে যায় ছাই !
আপনার দ্বারা ব্যক্তি হয় উদাসীন
তার আপন উদ্দেশ্যে,
শক্তি তার হ'য়ে আসে ঘুমন্ত ;
সমাজ এনে দেয় তাকে আত্মনিষ্ঠা ;
ক'রে তোলে তার গতি ছন্দোময়
মৃদু হাওয়ার মতো।

[রুমুযে বেখুদী : ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা]

সমাজ-জীবন থেকে ব্যক্তির শক্তি ও উদ্দেশ্য কি ভাবে প্রেরণা ও স্বভাব-রূপ লাভ করে, তার ব্যাখ্যা ক'রে কবি নির্দেশ দিচ্ছেন :

چوں گہر در رشتۂ او سفتہ شو
ورنہ مانند غبار آشفتہ شو

হয় তুমি গেথে ফেলো আপনাকে
এর শৃংখলে মুক্তার মতো,
নয়তো বিঘূর্ণিত হও লক্ষ্যহীনভাবে
ধূলিমুষ্টির ন্যায়।

[রুমুযে বেখুদী : ১৪৫ পৃষ্ঠা]

তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, কি ভাবে এই সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে ব্যক্তি এমন কি মৃত্যুকেও ছাড়িয়ে উর্ধ্বে উ'ঠে যায় এবং চিরন্তন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। মহান মূল্যবান আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য

'ব্যক্তি যখন সমাজের মধ্যে হারিয়ে ফেলে আপনাকে, তখন তারই ভিতরে দর্পণের মতো প্রতিফলিত হয় অতীত ও ভবিষ্যৎ—যেনো সে মৃত্যুকে ছাড়িয়ে উ'ঠে যেতে পারে ইসলাম বা শান্তিময় জীবনে—যা' সীমাহীন ও চিরন্তন।'

প্রশ্ন উঠতে পারে: সমাজ-ঐক্যের সঠিক ভিত্তি কি? সে সংযোগ-সূত্রটি কি—যা' তার জীবনে সংগতি এনে দেয় এবং সমাজের সকল মানুষকে এক অখণ্ড ঐক্যে আবদ্ধ করে? আধুনিক যুগ স্পষ্টতঃ আঞ্চলিক স্বাদেশিকতা ও বর্ণগত গোড়ামী নিয়ে আবিষ্ট হয়ে পড়েছে এবং বর্ণ ও দেশকেই মনে করছে জাতীয় জীবনের প্রগতি-শক্তির মূলাধার। আঠারো ও উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার মনোভাবকে বলিষ্ঠ করেছে এবং আন্তর্জাতিক সমাজ-তন্ত্রবাদের সাম্প্রতিক আন্দোলন জাতীয় বিদ্বেষের মূলোচ্ছেদ করার কাযে যথেষ্ট অগ্রসর হবার পূর্বেই ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের ন্যায় নতুন মতবাদসমূহ স্বজাতি-পূজা ও পরজাতি-বিদ্বেষের আদর্শ সহ আবির্ভূত হ'য়ে অধিকতর বিপজ্জনক ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাব-ধারার জন্ম দিয়েছে। এই অন্ধকারময় পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ইকবালের মতবাদ অধ্যয়ন করা আনন্দপ্রদ, কারণ প্রকৃত পক্ষে তাঁর মতবাদ হচ্ছে ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনের বাস্তব বিকাশ। তিনি জাতি ও বর্ণের ধারণার এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার ঘোর বিরোধী, কারণ এই সব মতবাদের ফলে মানবতাপূর্ণ দৃষ্টিভংগী ব্যাহত হয়। তাঁর মতে জাতীয় সংহতির স্থায়ী ভিত্তি হোতে পারে না বর্ণগত বা ভৌগোলিক ঐক্য—যা' কেবলমাত্র স্থান-কালের আকস্মিক ঘটনার শামিল। বাস্তব 'মিল্লাত' বা সমাজের সংযোগসূত্র হচ্ছে মনোভাব ও দৃষ্টিভংগীর ঐক্য, উদ্দেশ্য ও কর্ম

প্রচেষ্টার ঐক্য, বিরাট সম্মিলিত আদর্শ ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তি-সত্তাসমূহের সমবেত প্রচেষ্টা :

ملت از یک رنگئی دلہاستے
روشن از یک جلوہ ایں سینا ستے
قوم را اندیشہ ها باید یکے
در ضمیرش مدعا باید یکے
جذبہ باید در سرشت اویکے
هم عیار خوب و زشت اویکے
اصل ملت در وطن دیدن کہ چہ
باد و آب و گل پرستیدن کہ چہ
بر نسب نازاں شدن نا دانی است
حکم او اندر تن و تن فانی است
ملت مارا اساس دیگر است
ایں اساس اندر دل ما مضمر است

অন্তরের ঐক্য মিল্লাতকে আনে অস্তিত্বে ;
এই সিনা প্রদীপ্ত সেই একক অগ্নিশিখায় ;
জাতির থাকবে ধারণার ঐক্য ;
একই উদ্দেশ্যের প্রবাহ থাকবে তার অন্তরে ;
মনোভাবের ঐক্য
অনুপ্রাণিত করবে তার সত্তাকে ;
তার ভালো মন্দের থাকবে একই নিদর্শন ;
কী নির্বুদ্ধিতা দেশের সাথে মিল্লাতকে
অভিন্ন করা !

কী বোকামী আব, হাওয়া আর কর্দমের পূজা ?
বংশ-গৌরবে স্ফীত হওয়া বোকামী,
কারণ তার অধিপত্য শুধু দেহের উপর
আর দেহ হচ্ছে নশ্বর।
মুসলিম মিল্লাতের আছে সম্পূর্ণ আলাদা ভিত্তি,
যে ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে
আমাদের অন্তরের তীর্থভূমিতে।

[রুমুযে বেখুদী : ১০৬-০৭ পৃষ্ঠা]

কবি মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে 'মিল্লাতে'র সংজ্ঞা নির্দেশ করছেন :

چیست ملت اے کہ گوئی لاالہ ؟
باھزاراں چشم بودن یک نگہ !
اھل حق را حجت و دعوای یکے است
"خیمہ ھائے ماجدا، دلہا یکے است"
ذرہ ھا از یک نگاھی آفتاب
یک نگہ شو تا شود حق بےحجاب
یک نگاھی را بچشم کم مبیں
از تجلی ھائے توحید است ایں !
مردۂ ؟ از یک نگاھی زندہ شو
بگز راز بے مرکزی پایندہ شو
وحدت افکار و کردار آفریں
تاشوی اندر جہاں صاحب نگیں

মিল্লাত কি, ও গো আল্লার একত্বে বিশ্বাসী ব্যক্তি ?
অর্থ এর একই দৃষ্টি সহস্র আঁখির !
সত্যসেবী মানবের আছে এক দৃষ্টি, এক বিশ্বাস ঃ
'খিমা আমাদের হোতে পারে পৃথক,
কিন্তু অন্তর আমাদের ঐক্যবদ্ধ !'

দৃষ্টি ভংগীর ঐক্য
ধূলিমুষ্টিকে পরিণত করে স্বর্ণে ;
লাভ কর দৃষ্টির ঐক্য,
দেখবে তুমি সত্যকে অনবগুণ্ঠিত,
উপেক্ষা করো না দৃষ্টিভংগীর ঐক্যকে ;
এ হচ্ছে আল্লার একত্বেরই প্রতিচ্ছায়া !
মৃত তুমি ?
দৃষ্টিভংগীর এই ঐক্যই
করবে তোমায় পুনরুজ্জীবিত ;
ত্যাগ কর এই কেন্দ্রহীন জীবন,
আর অর্জন কর দৃঢ়তা !
অর্জন করবে তুমি আধিপত্য ও শক্তি ?
তা' হোলে অর্জন কর চিন্তা ও কর্মের ঐক্য।

[জাবিদ নামা ঃ ২২৭ পৃষ্ঠা]

যখন এম্নি একটা দৃষ্টিভংগীর ঐক্য অর্জন করা যায়,—তা' ভালোর জন্য হোক অথবা মন্দের জন্য হোক, ব্যক্তি ও সমাজের কাছে তা' হ'য়ে ওঠে অনন্ত শক্তির উৎস। এই ঐক্য ব্যতীত সমাজ হয়ে পড়ে বিশৃংখল, দুর্বল ও মৃত ঃ

زندہ فرد از ارتباط جان وتن
زندہ قوم از حفظ ناموس کہن
مرگ فرد از خشکی رود حیات
مرگ قوم از ترک مقصود حیات

ব্যক্তির জীবন
দেহ ও মনের সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে ;
জাতির জীবন তার অতীতের মর্যাদা রক্ষায়।
জীবন-নদী শুষ্ক হোলেই হয়
ব্যক্তির মৃত্যু,
জাতির মৃত্যু আসে—
যদি সে বিস্মৃত হয় জীবনের উদ্দেশ্য।

[রুমুযে বেখুদী : ১৩৭ পৃষ্ঠা]

অবশ্য দৃষ্টিভংগী ও মনোভাবের ঐক্য আপনা থেকেই এমন একটা শক্তির উৎস, যাকে যে কোনো উদ্দেশ্যেই কাযে লাগানো যেতে পারে। যে ধারণা ও আদর্শের সাথে এ শক্তি সংযোগ লাভ করে, তারই উপর এর নৈতিক মূল্য নির্ভর করে। পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমরা তার আলোচনা করবো।

কোনো কোনো আধুনিক চিন্তানায়ক জাতির অতীত ও তার সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের প্রতি ঘৃণাসূচক মনোভাব পোষণ করেন এবং ইতিহাসের অতীত পৃষ্ঠা মুছে ফেলে নতুন ক'রে লিখতে পারলে খুশী হন ; কিন্তু ইকবালের কাব্যে আমরা দেখতে পাই, তিনি অতীতের শক্তি উপলব্ধি করেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ও জাতির সাধারণ বিবর্তন-ধারায় ইতিহাসের মূল্য সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন। তিনি

উপলব্ধি করেন যে, নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহাসিক বিবর্তন-ধারা সম্পর্কে পুংখানুপুংখ জ্ঞান লাভ না করলে কোনো সমাজ তার অন্তর্নিহিত সত্তার সত্যিকার উপলব্ধি পায় না। সমাজের বহুমুখী সাংস্কৃতিক সর্বাংগীন উপলব্ধিই তাকে গ্রথিত করে এক বলিষ্ঠ ঐক্যে এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিপক্কতার দিকে তাকে এগিয়ে দেয়ঃ

ملت نوزاده مثل طفلک است
طفلکے کو درکنار مامک است
طفلکے از خویشتن نا آگہے
گوهر آلوده خاک رهے
بستہ با امروز او فرداش نیست
حلقہ ھائے روز و شب پاش نیست
چشم ھستی را مثال مردم است
غیر را بیننده و از خود گم است
صد گره از رشتۂ خود وا کند
تا سر تار خودی پیدا کند
گرم چوں افتد بکار روز گار
ایں شعور تازه گردد پایدار
سرگزشت او گر از یادش رود
باز اندر نیستی گم می شود

নবজাত মিল্লাত একটি ক্ষুদ্র শিশুর মতো,
আদরে পালিত তার ধাত্রীর কোলে ;

যে শিশু এখনো জানেনা তার আপনাকে,
একটি রত্ন পথিপার্শ্বের ধূলায় আচ্ছন্ন ;
তার বর্তমান সংযুক্ত নয় ভবিষ্যতের সাথে,
পদযুগ তার আবদ্ধ নয় দিবা-রাত্রির শৃংখলে ;
সে হচ্ছে অস্তিত্বের অক্ষি-তারকার মতো,
সে দেখে অপরকে,
কিন্তু নিজের কাছে সে অদৃশ্য ;
সে তার শৃংখল থেকে খুলে দেয় শতেক গ্রন্থি
যতোক্ষণ না সে বন্ধন মুক্ত করে
সত্তার সূত্রের শেষ পর্যন্ত ;
যখন সে অগ্রসর হয় অস্তিত্বের সংগ্রামে,
নব চেতনা হ'য়ে ওঠে তীক্ষ্ণতর ও বলিষ্ঠতর ;
যখন সে বিস্মৃত হয় তার অতীত ইতিহাস,
মিশে যায় সে অনস্তিত্বের মাঝে।

[রুমুযে বেখুদী : ১৭১ পৃষ্ঠা]

শিক্ষা-ব্যবস্থায় তিনি যে ইতিহাসকে দিয়েছেন মর্যাদার স্থান, তা' কেবল অতীতের ঘটনাবহুল কাহিনী বা পুরাবৃত্ত নয়। তা' হচ্ছে সেই ইতিহাস, যা' সুন্দররূপে প্রতিবিম্বিত করে অতীতকে, দর্পণের মতো তা'তে প্রতিফলিত হয় জাতির জাগরণের উৎস-মুখ, জাতির সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের মূলসূত্র এবং সত্যিকার উপলব্ধি দান করে মানব-জাতির অগ্রগতির পথে তাদের স্থান ও কর্তব্য সম্বন্ধে। অতীত ইতিহাসের জীবন্ত সংযোগ তাদেরকে এনে দেয় নতুন শক্তিবোধ ও আত্মনির্ভরতা এবং বলিষ্ঠ ক'রে তোলে তাদের ব্যক্তিত্বকে :

چیست تاریخ اے ز خود بیگانهٔ
داستانے قصهٔ افسانهٔ؟

این ترا از خویشتن آگه کند
آشنائے کار و مرد ره کند

هم چو خنجر بر فسانت می زند
باز بر روئے جهانت می زند

شعلهٔ افسرده درسوزش نگر
دوش در آغوش امروزش نگر

شمع او بخت اُمم راکوکب است
روشن ازوے م شب وهم دلیشب است

چشم پر کارے که بیند رفته را
پیش تو باز آفریند رفته را

ضبط کن تاریخ را پاینده شو
از نفس هائے رمیده زنده شو

سر زند از ماضیی تو حال تو
خیزد از حال تو استقبال تو

مشکن ار خواهی حیات لازوال
رشتهٔ ماضی ز استقبال و حال

موج ادراک تسلسل زندگی است
مے کشاں را شور قلقل زندگی است

ইতিহাস কি, ওগো আত্মবিস্মৃত মানব ?
গল্প, কাহিনী, না রূপকথা ?
না ! এতেই ক'রে তোলে তোমায় আত্মসচেতন,
কর্মে শক্তিমান আর সুদক্ষ অনুসন্ধানে ;
তীক্ষ্ণ ক'রে তোলে তোমায়
শান-পাথরের উপর ছুরিকার মতো,
তারপর আঘাত হানে তোমায় দিয়ে
তোমার বিশ্বের মুখে।
লক্ষ্য কর তার অনল-মধ্যে,
ঘুমন্ত শিখার প্রতি
চেয়ে দেখ ভবিষ্যৎকে তার বর্তমানের কোলে !
শামা তার আলোকিত করে জাতির ভাগ্য
উজ্জ্বল ক'রে আজকের ও গত কালের দুই রাত্রি।
যে অভিজ্ঞ চক্ষু অবলোকন করে অতীতকে—
পুনর্বার গ'ড়ে তোলে তার মূর্তি
তোমার সম্মুখে ;
আত্মস্থ করো ইতিহাসকে, হ'য়ে ওঠ বলিষ্ঠ
আকর্ষণ ক'রে জীবন অতীতের নিশ্বাস থেকে ;
তোমার বর্তমান মাথা তোলে
অতীতের ভিতর দিয়ে ;
তোমার ভবিষ্যৎ জন্ম নেয় বর্তমান থেকে ;
অর্জন করবে তুমি চিরন্তন জীবন ?
তা'হোলে ছিন্ন করো না অতীতের বন্ধন
বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে।

জীবন হচ্ছে ক্রমপ্রবাহের তরংগানুভূতি ;
এ হচ্ছে সোরাহীর মাঝে জীবন সুরার কলশব্দ
সুরাপায়ীর কাছে।

[রুমুযে বেখুদী : ১৭২-৭৩ পৃষ্ঠা]

ইকবাল আরও মত প্রকাশ করেন যে, পতন যুগের মানুষেরা নতুন প্রাণশক্তি লাভ করতে পারে অতীত তমদ্দুনের সঞ্জীবনী ধারা থেকে। এই তমদ্দুনের পটভূমিতে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থেকে তারা য়্যাণ্টেয়াসের মতো নবশক্তি ও প্রেরণা লাভ করতে পারে। এমি সংকটময় যুগে কবি অত্যধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও চিন্তার অপ্রতিহত স্বাধীনতার প্রতিকূল মত প্রকাশ করেছেন :

مضمحل گردد چو تقویم حیات
ملت از تقلید می گیرد ثبات
راه آباروکہ این جمعیت است
معنئ تقلید ضبط ملت است
بحر گم کردی زیاں اندیش باش
حافظ جوئے کم آب خویش باش
اجتهاد اندر زمان انحطاط
قوم را برهم همی پیچد بساط
ز اجتهاد عالمان کم نظر
اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر

জীবনের বুনন যখন হ’য়ে আসে দুর্বল ও জীর্ণ,
সমাজ লাভ করে স্থায়িত্ব অনুকরণ দ্বারা ;

চলো তোমার পূর্ব-পুরুষের পথে—
তা'তেই আনে ঐক্য ;
অনুকরণই তখন আনে সমাজ-শৃংখলা,
হারিয়ে ফেলেছো তুমি মহাসমুদ্র ;
হিসাব করতে শেখো তোমার ক্ষতির ;
সযত্নে পাহারা দাও পানি
তোমার ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর ,
পতন যুগের ইজ্‌তেহাদ
বিশৃংখল ক'রে দেয় জাতীয় জীবনের বুননকে ;
যারা অতীত হ'য়ে গেছে,
তাদের অনুকরণ অধিকতর নিরাপদ
সংকীর্ণ-দৃষ্টি ওলামার ইজ্‌তেহাদের চেয়ে ।

[রুমুযে বেখুদী : ১৪৩—৪৪ পৃষ্ঠা]

এই কবিতাগুলিকে যদি ইকবালের সাধারণ চিন্তাধারার দিকে নযর না দিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে পাঠ করা যায়, তা'হোলে মনে হয়, কবি সংস্কৃতির নিশ্চল বা রক্ষণশীল ধারণার পক্ষপাতী এবং চলিষ্ণু প্রগতিধর্মী শক্তির বিরোধী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কবিজনসুলভ মুক্তস্বাধীন প্রকাশভংগীতে ইকবাল এখানে সমগ্র পরিস্থিতির একটি মাত্র যরুরী দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতবাদকে সঠিক দৃষ্টিভংগীতে দেখতে হোলে প্রয়োজন তাঁর চিন্তাপ্রবাহকে সমগ্রভাবে গ্রহণ ক'রে তার সাধারণ গতিধারার দিকে লক্ষ্য রেখে মূল্য নিরূপণ করার। এম্নি ব্যাপক দৃষ্টিভংগীতে দেখলে বোঝা যায় যে, সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশ

ও প্রগতিধর্মী সংস্কারে তিনি গ্যেটে ও কারলাইলের মতোই মৌলিক ও সৃষ্টিধর্মী ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। সামাজিক বিধান চিরকালই স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় হোতে চায়; কিন্তু যে সব ব্যক্তি চিন্তার স্বাধীনতা ও দৃষ্টিভংগীর মৌলিকতা নিয়ে আসেন, তাঁরাই তাকে দিতে পারেন নবতর মূল্য এবং তার ধরা-বাঁধা পথে আন্‌তে পারেন গতিচাঞ্চল্য। যখন কোনো সমাজ হ'য়ে ওঠে আলস্যপরায়ণ, নিষ্ক্রিয়, কর্মবিমুখ ও পরিবর্তন-বিরোধী, তখন তাকে জীবনের নতুনতর প্রেরণা দেবার জন্য জন্ম হয় কোনো বিরাট ব্যক্তিত্বের ঃ

سست و بےجاں تار و پود کار او
ناکشودہ غنچۂ پندار او

جان او از سخت کوشی رم زند
پنجہ در داماں فطرت کم زند

تا خدا صاحب دلے پیدا کند
کو ز حرفے دفترے املاکند

ساز پردازے کہ از آوازۂ
خاک را بخشد حیات تازۂ

تازہ انداز نظر پیدا کند
گلستاں در دشت و در پیدا کند

عقل عریاں را دهد پیرایۂ
بخشد ایں بےمایہ را سرمایۂ

بندها از پاکشاید بنده را
از خداوندان رباید بنده را
گویدش تو بندهٔ دیگر نهٔ
زیں بتان بےزباں کمتر نهٔ

তার কর্মপ্রবণতার টানা-পোড়েন ধীর ও নির্জীব ;
তার জ্ঞানের কুড়ি নহে প্রস্ফুটিত ;
লজ্জিত সে কর্মপ্রচেষ্টা ও সংগ্রামে,
হস্তগত করে না সে প্রকৃতির ধনভাণ্ডার।
তখনই খোদা অস্তিত্বে আনেন
কোনো 'সাহেব দীল" ব্যক্তিকে,
যিনি একটি শব্দকে প্রসারিত করেন একটি গ্রন্থে ;
যে ক্রীড়ানিপুণ তাঁর সংগীত-সুরে
এই কর্দমকে দেন নব-জীবন ;
সৃষ্টি করেন তিনি অন্তর্দৃষ্টির নতুন ধারা
আর মরুভূ-বক্ষে ফুটিয়ে তোলেন পুষ্পিত উদ্যান ;
উলংগ বুদ্ধিবৃত্তিকে তিনি দেন নতুন রূপ
আর তার দারিদ্র্যকে ভ'রে তোলেন সম্পদে :
তিনি শৃংখল-মুক্ত করেন গোলামদের পদ
আর মুক্তি দেন তাদেরকে প্রভুদের পীড়ন থেকে ;
তিনি জানিয়ে দেন আবার তাদেরকে—
গোলাম নয় তারা অপরের
অথবা নয় তারা নিকৃষ্ট মুক মূর্তির চেয়ে।

[রুমুযে বেখুদী : ১০২—০৩ পৃষ্ঠা]

তাঁর কাব্যে এই ধারণা প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় এবং তাঁর সকল রচনায় এটা তাঁর চিন্তার কেন্দ্র বিন্দু হ'য়ে দেখা দিয়েছে ঃ

فرد برمی خیزد از مشت گلے
قوم زاید از دل صاحب دلے

ব্যক্তি জন্ম নেয় এক মুষ্টি ধূলি থেকে,
'সাহেব-দীল' ব্যক্তির অন্তর থেকে
জন্ম নেয় একটি জাতি।

[রুমুযে বেখুদী ঃ ১৩৬ পৃষ্ঠা]

এম্নি বিরাট ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি কবির শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে একটি সংগীতে ঃ

مرد حق از آسماں اُفتد چو برق
هیزم اُو شہر و دشت غرب وشرق

ما همه باسوز اُو صاحب دلیم
ورنہ نقش باطل آب و گلیم

মরদে হক্ব অবতরণ করে আসমান থেকে
বিদ্যুত-ঝলকের মতো,
দগ্ধ করে তার অগ্নিতে শহর ও সমতল,
পূর্ব ও পশ্চিম ;
সবাই আমরা আবেগে অনুপ্রাণিত
তার অগ্নি দ্বারা,
নইলে আমরা তো মাত্র
দ্রুত-সঞ্চারী রূপ আব ও কর্দমের।

[জাবিদ নামা ঃ ২৪৪ পৃষ্ঠা]

একথা বলা বাহুল্য যে, ইকবাল এখানে রূপক ভাষা ব্যবহার করেছেন। স্পষ্টতঃ, তিনি পূর্ব ও পশ্চিম, শহর ও পল্লীর উপর অভিশাপস্বরূপ কোনো বিরাট রক্ত-পিপাসু দিগ্বিজয়ীর আগমন প্রত্যাশা করেন না। দ্বিতীয় কবিতাংশে দেখা যায়, তিনি যে মানুষের আগমন-সম্ভাবনা ঘোষণা করেন, তার দৃষ্টি-ভংগী অতুলনীয় ও অনুভূতি প্রখর, যিনি আমাদের দৃষ্টিভংগী ও সহানুভূতিকে ব্যাপক ও প্রসারিত ক'রে দেবেন। তিনি পুরাতন জরাগ্রস্ত ও জীর্ণ অনুশাসনকে দূর ক'রে দিয়ে মানুষকে আশা ও সৃষ্টিধর্মী জীবনের নতুন পয়গাম দিয়ে অনুপ্রাণিত ক'রে তাদেরকে 'সাহেব-দীল' বা অনুভূতিশীল অন্তরের অধিকারী সত্যিকার মানুষে পরিণত করতে চান। কিন্তু ইকবালের কাছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এই মতবাদ কেবলমাত্র শিক্ষানৈতিক নিবন্ধেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্ততঃ, তাঁর পরবর্তী চিন্তাধারায় একটা যরুরী বাস্তব বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তার কারণ দ্বিবিধ মনে হয়। প্রথমতঃ মুসলিম জাহানকে যে সাধারণ পতনমুখী গতি বিগত দুই শতকে বিশেষ ক'রে সঠিক বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত ও নৈতিক নেতৃত্বের অভাবে বানচাল ক'রে দিয়েছে, তার একটা গভীর উপলব্ধি তাঁর মধ্যে আমরা দেখতে পাই। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপের কোনো কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের আবির্ভাব যেভাবে সমষ্টি-জীবনের অত্যধিক সংহতি দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে দমিত করতে চেয়েছে, তার গভীর উপলব্ধি ইক্‌বালকে ব্যক্তিত্বের মূল্য সম্বন্ধে করেছে দ্বিগুণ সচেতন। ইক্‌বাল তাঁর বক্তৃতায় এই প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছেন। তেরো শতকে বাগদাদের যে ধ্বংসলীলা মুসলিম জাহানের চলা-পথে এনে দিয়েছিলো একটা অধোগতির সূচনা, তার চমকপ্রদ

ও সুচিন্তিত আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন, কি ক'রে সে যুগের রক্ষণশীল চিন্তানায়করা তাঁদের সকল চেষ্টা ও মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন 'পরম উৎসাহে সকল সংস্কার-ব্যবস্থা বিতাড়িত ক'রে জাতির সমাজ-জীবনের প্রচলিত ধারা বজায় রাখার কাযে। ··· তাঁদের প্রধান ধারণা ছিলো সমাজ-বিধান, এবং এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাঁরা আংশিকভাবে নির্ভুল পন্থা অবলম্বন ক'রেছিলেন, কারণ সংহতি পতনমুখী গতিধারায় কিছুটা বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু তাঁরা উপলব্ধি করেন নি এবং আমাদের আধুনিক ওলামাগণও উপলব্ধি করেন না যে, জাতির অবশ্যম্ভাবী ভাগ্যলিপি সংহতির উপর ততোটা নির্ভর করে না, যতোটা নির্ভর করে ব্যক্তির মূল্য ও শক্তির উপর। অত্যধিক সংহত সমাজে ব্যক্তির অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। সে তার চারদিকে দেখতে পায় সামাজিক চিন্তার একটা বিপুল বিরাট সমগ্র বিশ্ব এবং তারই মাঝে সে হারিয়ে ফেলে তার নিজস্ব আত্মাকে। অতীত ইতিহাসের প্রতি এম্নি মিথ্যা শ্রদ্ধা এবং তার কৃত্রিম পুনরুজ্জীবন—যা' বর্তমানে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা দেশে (১) দেখতে পাই—আন্‌তে পারে না জাতীয় অধঃপতনের কোনো প্রতিকার।······সুতরাং কোনো জাতির পতনমুখী গতিকে ফেরাবার একমাত্র কার্যকরী শক্তি রয়েছে আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের পরিপোষণে। এম্নি ব্যক্তির মধ্যেই কেবল জীবনের গভীরতা প্রকাশ লাভ করে। তারাই প্রকাশ করে এমন মান—যার আলোয় আমরা দেখতে শুরু করি যে, আমাদের পারিপার্শ্বিকতা সম্পূর্ণরূপে অলংঘনীয় নয় এবং তার সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে।'

(১) এই মনোভাবের প্রভাব আমাদের দেশেও দেখা যায়।

এই যুক্তি বিশেষ ক'রে ইউরোপের এমন কতকগুলি সাম্যবাদী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে অত্যধিক সংহতি, 'অতীত ইতিহাসের প্রতি মিথ্যা শ্রদ্ধা ও তার কৃত্রিম পুনরুজ্জীবনের' মনোভাব চিন্তার স্বাধীনতাকে বিনাশ করেছে এবং মানবাত্মার অগ্রগতিকে অবরুদ্ধ করেছে। ইক্‌বাল এ সম্পর্কে তাঁর সমর্থন সহ একজন আধুনিক ঐতিহাসিকের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ 'ইতিহাস এই শিক্ষা দেয় যে, যে জাতি আপনাকে জীর্ণ ক'রে ফেলেছে, কোনো জরাজীর্ণ ধারণা তাদের মাঝে শক্তি জাগ্রত করে না।' তাই সযত্ন অধ্যয়নের ফলে দেখা যায়, ইক্‌বালের বিরুদ্ধে মানবীয় সংস্কৃতির গতিহীন ও রক্ষণ-শীল ধারণা পোষণের অভিযোগ করলে অসংগত হবে। তাঁর মতে ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের অবশ্যম্ভাবী তাৎপর্য হচ্ছে 'চিন্তার দিক দিয়ে গতিশীল হওয়া', নইলে মানবাত্মার উর্ধ্বগতি হয় অবরুদ্ধ এবং সে বেঁচে থাকে কেবল নিস্ফল জরাজীর্ণ ধারণার ভিতরে।

পাঁচ

সৃষ্টিধর্মী বিবর্তন

মুক্ত ব্যক্তিত্ব দ্বারা সমৃদ্ধ ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে সক্রিয় সংযোগ-সম্পন্ন মানব সীমাবন্ধনহীন সম্ভাবনা ও বিজয়ের পথে চালিত করে তার জীবনকে এবং মূলের দিক দিয়ে তাই হচ্ছে তার শিক্ষার ধারা। অনন্ত বিশ্বে মানবের কর্মধারা ও তার চারদিকে প্রসারিত এ বিপুল বিশ্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইক্‌বালের ধারণা কি? দর্শনশাস্ত্রে এ সমস্যা বরাবরই বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে এবং মানব জীবন ও তার পার্থিব কার্যকলাপ সম্পর্কে মানুষ যান্ত্রিক অথবা সৃষ্টিধর্মী, হতাশাসূচক অথবা আশাবাদী, অবধারিত অথবা মুক্ত-স্বাধীন মনোভাব পোষণ করবে, তৎসম্পর্কিত সমস্যা শিক্ষাধারার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইক্‌বাল নিশ্চিতরূপে অবরুদ্ধ, পূর্ব-অবধারিত বিশ্বের ধারণা অস্বীকার করেন—যেখানে নতুন কিছু ঘটবার অবকাশ নেই এবং যা নীটশের 'চিরন্তন পুনরাবৃত্তির' ধোঁয়াটে নিয়মের আওতায় পড়ে। কোরানের শিক্ষার আলোয় তিনি বিশ্বপ্রকৃতির আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন যে, এই বিশ্বপ্রকৃতি নিছক সৃষ্টিধর্মী খেলাধূলারই পরিণাম নয়, বরং এ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থময় বাস্তব, যাকে সকল সুখ-সুবিধা ও বাধাবন্ধন সহ স্বীকার ক'রে নিতেই হবে। এ বিশ্ব একদিনে পূর্ণরূপে তৈরী—সুসম্পূর্ণ, নিশ্চল ও অপরি বর্তনীয় নয়। ইকবাল বলেন:

'বিশ্ব-জগৎ একটি পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনার পার্থিব রূপ—বহু যুগ পূর্বে স্রষ্টার হস্ত থেকে বিচ্ছিন্ন একটি পূর্ণ সৃষ্টি জড় প্রাণহীন পদার্থ-

সমষ্টি রূপে স্থানের গণ্ডিতে প্রসারিত, কালের সাথে যার কোনো সংযোগ নেই এবং কালের কোনো গুরুত্বও নেই তাতে, এই ধারণার চাইতে কোরানে বর্ণিত বিশ্বপ্রকৃতির অধিকতর বিরোধী আর কোনো ধারণা আছে ব'লে আমার মনে হয় না।' (১) প্রকৃত পক্ষে, এ হচ্ছে ক্রমবর্ধিষ্ণু, অন্তহীন পরিবর্ধন ও সম্প্রসারণের সম্ভাবনাপূর্ণ এক বিশ্ব, কারণ 'হয়তো তার সত্তার গভীরে লুকায়িত রয়েছে এক নবজন্ম লাভের স্বপ্ন।' (২) মানবের বিবর্তন ধারার মহা সম্ভাবনায় সন্দিগ্ধ হতাশাবাদীদের উদ্দেশে তিনি বলেন ঃ

گماں مبر کہ بپایاں رسید کار مغاں
ہزار بادۂ ناخوردہ در رگ تاک است

মনে করো না শুঁড়ীখানার মালিকের কায
পৌঁছে গেছে তার নির্দিষ্ট সীমায় ;
এখনো অনাস্বাদিত রয়েছে সহস্রবিধ সুরা
আঙুরের স্নায়ুতে।

[পায়ামে মাশরিক ঃ ১০৮ পৃষ্ঠা]

আরো স্পষ্টভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কবি বলেন ঃ

یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید
کہ آرہی ہے دمادم صدائے کن فیکون!

এ বিশ্ব হয়তো আজো অসমাপ্ত,
যেনো আজো শোনা যায় আদেশ ঃ
'হও, আর জন্ম লাভ করে তা।'

[বালে জিবরিল ঃ ৪৪ পৃষ্ঠা]

---

(১) বক্তৃতা, ৪৮ পৃষ্ঠা। ২) বক্তৃতা, ১৬ পৃষ্ঠা।

এই বিশ্বের অপূর্ণ অসমাপ্ত সত্তা অগ্রসর হচ্ছে অব্যাহতভাবে ক্রমবর্ধন ও ক্রমপ্রসারণের পথে এবং মানবকে দান করছে মুক্ত-স্বাধীন সৃষ্টিধর্মী কর্মতৎপরতার শক্তি, যা' দ্বারা এক দিকে সে জয় করছে প্রকৃতির বিশ্বকে এবং অপর দিকে পরিপূর্ণতায় আনয়ন করছে তার ব্যক্তিত্বের ক্ষমতাকে। বিশ্বজগৎ ছিলো বিশৃংখলাপূর্ণ, কঠোর এবং বন্যপশু ও দুর্দমনীয় প্রাকৃতিক শক্তির অধীন। মানুষই তার ভিতরে এনেছে শৃংখলা, সৌন্দর্য ও প্রয়োজনের তাগিদ এবং ক্ষমনীয় ঔদ্ধত্যের সাথে আল্লাহকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে ও স্বীকৃতির সীমানার বাইরে তাঁর সৃষ্টির উন্নতি বিধানের দাবী করেছে ঃ

تو شب آفریدی چراغ آفریدم
سفال آفریدی ایاغ آفریدم

بیابان و کہسار و راغ آفریدی
خیابان و گلزار و باغ آفریدم

من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم
من آنم کہ از زہر نوشینہ سازم

তুমি সৃষ্টি করেছো রাত্রি,
আর আমি তৈরী করেছি প্রদীপ ;
তুমি সৃষ্টি করেছো কর্দম,
আমি তৈরী করেছি সুচারু পাত্র ;
তুমি সৃষ্টি করেছো বন, পর্বত, মরু,
আমি তৈরী করেছি সুন্দর বাগিচা,
ফলোদ্যান আর কুসুমাস্তরণ।

আমিই সৃষ্টি করি কাঁচ প্রস্তর থেকে,
বাহির করি আমি অমৃত
হলাহল থেকে।

[পায়ামে মাশরিক : ১৩২ পৃষ্ঠা]

অপূর্ণ বিশ্বের বুকে অতৃপ্ত মানব, এই অপূর্ণতাই যে তার অন্তর্নিহিত সৃষ্টি-প্রতিভার দ্যোতক, তা' উপলব্ধি করতে না পেরে হ'য়ে ওঠে উত্তেজিত :

صد جہاں می روید از کشت خیال ما چوگل
یک جہان و آں ہم از خون تمنا ساختی
طرح نو افگن کہ ما جدت پسند افتادہ ایم
ایں چہ حیرت خانۂ امروز و فردا ساختی !

পুষ্পের মতো সুন্দর শতেক পৃথিবী
জেগে ওঠে আমার কল্পনা থেকে ;
কিন্তু তুমি তো সৃষ্টি করেছো একই বিশ্ব,
আর তা'ও নিমজ্জিত আকাংখার শোণিতে ;
প্রকাশ করো তুমি সত্তাকে নব নব রূপে,
কারণ প্রকৃতি আমাদের
আকাংখা করে মৌলিকতা।
কি এই যাদুগৃহ বর্তমান ও ভবিষ্যতের
সৃষ্টি করেছো তুমি আমাদের চারপাশে ?

[পায়ামে মাশরিক : ১৮৩ পৃষ্ঠা]

মানবের পরিণাম সম্পর্কে ইকবালের দৃষ্টিভংগী কি ? এই রংগমঞ্চে মানব কি ভূমিকা অভিনয় করবে ? মানব-জীবনের প্রাথমিক

স্তরে তার চারদিকে থাকে বিপুল বাধার আবেষ্টন। কিন্তু স্বভাবতঃই সে থাকে অশান্ত, অনুসন্ধিৎসা পরায়ন এবং 'আত্ম-বিকাশের নব নব পন্থা উদ্ভাবনের অবিরাম সন্ধানে লিপ্ত।' মুক্ত-স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'য়ে সে প্রকৃতি ও অন্যান্য সর্ববিধ সৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। অন্তরতম সত্তার দিক দিয়ে সে অপরিহার্যরূপে 'সৃষ্টিধর্মী কর্মধারার সমাবেশ'—যা' দ্বারা সে তার নিজের ও পারিপার্শ্বিক বিশ্বের পরিণামকে রূপ দান করে কখনো বিশ্বের সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠা ক'রে, আবার কখনো বা বিশ্বের ঐশ্বর্যকে তার ক্রমবর্ধমান উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাযে লাগিয়ে।

কবি তাঁর 'পায়ামে মাশরিক' (প্রাচ্যের সুসংবাদ) কাব্যে বিশ্বে মানবের আত্মিক বিবর্তনের চমকপ্রদ চিত্র এঁকেছেন। 'তাসখিরে ফিতরাৎ' (প্রকৃতি-বিজয়) শীর্ষক কবিতায়। প্রথম 'মীলাদে-আদম' (আদমের জন্ম) অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন, কি ক'রে আদম—নিষ্ক্রিয় মৃত্তিকাজাত মানুষ, অথচ একাধারে সে সৃষ্টিধর্মী ও গতিবান শক্তির কেন্দ্র ; কর্ম, উপলব্ধি, বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রেমের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ—সৃষ্টি ক'রে তোলে বিশ্বের শান্ত সামঞ্জস্য ও স্থায়িত্বের মধ্যে একটা সুদূর-প্রসারী পরিণামসম্পন্ন কোলাহল, কারণ জড় প্রকৃতির নিষ্ক্রিয়তাকে পরাভূত করার ও বিশ্বকে পুনর্গঠন ক'রে মনোমত ক'রে তোলার ক্ষমতা রয়েছে তার ভিতরে।

نعرۂ زد عشق کہ خونیں جگرے پیدا شد
حسن لرزید کہ صاحب نظرے پیدا شد
فطرت آشفت کہ از خاک جہان مجبور
خود گرے، خود شکنے، خود نگرے پیدا شد

خبرے رفت زگردوں بہ شبستان ازل
حذر اے پردگیاں پردہ درے پیدا شد
آرزو بیخبر از خویش بآغوش حیات
چشم واکرد وجہان دگرے پیدا شد

প্রেম ঘোষণা করলো সত্তার জন্ম
রক্তাক্ত অন্তরে ;
দৃষ্টিভংগীর ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ
সত্তার জন্মলাভে প্রকম্পিত হোল সৌন্দর্য।
প্রকৃতি ক্লিষ্ট হোল দেখে—
অবশেষে জন্ম নিলো এক সত্তা
নিষ্ক্রিয় কর্দম থেকে ;
আত্মস্রষ্টা, আত্মধ্বংসী, আত্মশ্রদ্ধাবান !
ঊর্ধ্বলোক থেকে ঘোষিত হোল বাণী
চিরন্তন কালের নির্জনতায় ঃ
হুঁশিয়ার ওগো অবগুণ্ঠিত যারা,
জন্মলাভ করলো অবশেষে
অবগুণ্ঠন-ছিন্নকারী !
আত্ম-অচেতন, তন্দ্রাচ্ছন্ন আকাংখা
খুললো তার আঁখি
জীবনের কোলে,
অমি নতুন বিশ্ব এলো অস্তিত্বে।

[পায়ামে মাশ্‌রিক ঃ ৯৭ পৃষ্ঠা]

সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা দ্বারা মানুষ তার সকল বাধা-বন্ধনকে পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছে। বের্গসঁ স্পষ্ট যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে, মোটরের

কলকব্জার ক্রমোন্নতি, ভাষার নতুন নতুন জোরালো গাঁথুনি আর সমাজ-জীবনের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি দ্বারা মানুষ স্থান ও কালের উপর জয়ী হয়েছে এবং তার সৃষ্টি-ক্ষমতা অপরিমেয়রূপে বৃদ্ধি করেছে। ইক্‌বাল বলেন ঃ—

ز طیارہ ما بال و پر ساختیم
سوئے آسماں رهگزر ساختیم

আমরা সৃষ্টি করেছি বিমান-পোত
আমাদের পাখায়
আর রচনা করেছি আমাদের পথ
আকাশ-লোকে।

[পায়ামে মাশরিক ঃ ১৬২ পৃষ্ঠা]

সক্রিয় সংস্কার ও পরিবর্তনের ধারায় সে হয় আল্লারই সহযোগী কর্মী এবং তার চারদিকের প্রাকৃতিক, সামাজিক ও নৈতিক বিশ্বে আনয়ন করে পরিবর্তনের সূচনা।

'জাবিদনামা' কাব্যে 'নেদায়ে জামাল' (সুন্দরের বাণী) নামক কবিতায় কবি মানবের অন্তর্নিহিত স্বাধীন মনোবৃত্তি ও সৃষ্টি-প্রবণতার দ্বারে আঘাত দিয়ে এই অভ্রান্ত বাণী উচ্চারণ করেছেন ঃ

زندگی هم فانی و هم باقی است
این همه خلاقی و مشتاقی است!

زندهٔ؟ مشتاق شو خلاق شو
هم چو ما گیرندهٔ آفاق شو!

در شکن آنرا که ناید سازگار
از ضمیر خود دگر عالم بیار!
بندۂ آزاد را آید گران
زیستن اندر جهان دیگران
هر که اُو را قوت تخلیق نیست
پیش ما جز کافر و زندیق نیست!
از جمال ما نصیب خود نبرد،
از نخیل زندگانی بر نخورد
مرد حق! برنده چون شمشیر باش
خود جهان خویش را تقدیر باش!

জীবন মর ও অমর দুই-ই,
সবটুকু এর সৃষ্টি-প্রতিভা আর ঔৎসুক্য!
জীবন্ত তুমি?
উৎসুক হও, সৃষ্টিধর্মী হও;
জয় করো সারা জাহান
আমার মতো!
চূর্ণ-বিচূর্ণ করো যা' কিছু প্রতিকূল,
জন্ম দাও আরেক বিশ্ব
তোমার কল্পনা থেকে!
স্বাধীন মানুষের কাছে ঘৃণার্হ
অপরের গড়া পৃথিবীতে অবস্থান!

হারিয়ে ফেলে যে সৃষ্টি-ক্ষমতা,
কিছুই নয়-সে কাফের ও যিন্দিক ছাড়া!
গ্রহণ করেনি সে তার অংশ
আমার সৌন্দর্য থেকে,
আহার করেনি সে জীবন-বৃক্ষের ফল।
হে সত্য-পথিক মানব!
হয়ে ওঠ তীক্ষ্ণ ও কর্তনকারী তরবারির মতো,
হয়ে ওঠ তকদীর
তোমার নিজস্ব বিশ্বের।

[জাবিদনামা ঃ ২২৫ পৃষ্ঠা]

এ হচ্ছে সকল 'দুঃখজনক পরিকল্পনাকে সমগ্রভাবে' চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে একটা নতুন ও শ্রেয়তর সমাজ বিধান সক্রিয়ভাবে গ'ড়ে তোলার জন্য মানবের কাছে দাবী। মানবের 'তকদীর' সম্পর্কে এই মতবাদ তার মহাসম্ভাবনার স্বীকৃতি দান করে ও তাকে কঠোর প্রচেষ্টার পথে উৎসাহিত ক'রে সস্তা অনায়াসসাধ্য আশাবাদের প্রলোভন ও ধোঁয়াটে হতাশাবাদের নিষ্ক্রিয়কর প্রভাবকে তার মন থেকে দূরীভূত করে। ব্যক্তি ও বিশ্বের মধ্যে সম্পর্কের দিক দিয়ে এই মতবাদ ইসলামী মনোভাবের সংগে সুসমঞ্জস। ইকবাল এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ 'আশাবাদী ব্রাউনিঙের কাছে বিশ্বের সব কিছুই চমৎকার; হতাশাবাদী শোপেন্‌হয়ারের কাছে বিশ্ব চিরন্তন দুঃখের আগার—যেখানে একটা অন্ধ ইচ্ছা জীবন্ত পদার্থের মধ্যে নিজকে সপ্রকাশ করে বিচিত্ররূপে, যা' তাদের অস্তিত্বকে মুহূর্তের জন্য দুঃখময় ক'রে পরক্ষণেই চিরতরে অন্তর্হিত হ'য়ে যায়। ...... বিশ্ব

সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের বর্তমান স্তরে আশাবাদ ও হতাশাবাদের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যার কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোতে পারে না।...... যে বিরাট জাগতিক শক্তি (Cosmic force) বিপর্যয় ঘটায় এবং তার সাথে সাথেই জীবনকে লালন ও সম্প্রসারণ করে, তার পূর্ণ তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। কোরান শরীফের যে শিক্ষা মানবের আচরণের উন্নতি বিধান ও প্রাকৃতিক শক্তির উপর তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার সম্ভাবনায় বিশ্বাসী, তা' আশাবাদ বা হতাশাবাদ কোনোটাই নয়। মানবীয় উন্নতির মতবাদ (meliorism) বিশ্বের ক্রমবর্ধিষ্ণুতা স্বীকার করে এবং পরিণামে অন্যায়ের উপর মানবের বিজয়ের আশা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে।' (১)

ইকবালের দার্শনিক মতবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেহ-বিজ্ঞানের যে যান্ত্রিক স্থিতিবাদ (determinism) মানবের আত্ম-শাসন ও স্বাধীনতা অস্বীকার করে ও কঠোর নৈমিত্তিকতায় (causality) বিশ্বাস রাখে, (২) তিনি তার বিরোধী। উদ্দেশ্যবাদের (teleology) যে মিথ্যা ব্যাখ্যায় সকলকেই চিরন্তন কালের মধ্যে একটা পূর্ব-নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অধীন ব'লে ধ'রে নেওয়া হয় এবং পার্থিব ঘটনাপ্রবাহকে চিরন্তন ধারার অনুকৃতি ব্যতীত আর কিছুই মনে করা হয় না, তার সাথেও তিনি একমত নন্। তাঁর যুক্তিমতে পরবর্তী মতবাদকে যান্ত্রিকতা থেকে পৃথক করা যায় না; প্রকৃতপক্ষে, এ হচ্ছে এক প্রকার ছদ্মবেশী জড়বাদ, যাতে ভাগ্যলিপি বা পরিণাম কঠোর স্থিতি-বাদের স্থান অধিকার করে, মানবীয় বা এমন কি, খোদায়ী হস্তক্ষেপেরও

---

(১) বক্তৃতা, ৭৮ পৃষ্ঠা। (২) শারীরবিদ্যা ও জীবতত্ত্বের আধুনিক ধারণা কঠোর স্থিতিবাদের উপর বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস টলিয়ে দিচ্ছে। (*Joad : Guide to Modern Thought.*)

ফাঁক রাখে না। (১) পূর্ব-অবধারিত লক্ষ্যবস্তু অর্জনের ধারা হিসাবে কল্পিত জগৎ ইক্‌বালের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কারণ তা' কোনো মুক্ত দায়িত্বশীল নৈতিক জীবের জগৎ নয়,...বরং তা' হচ্ছে একটি রংগমঞ্চ, যেখানে পুতুলেরা পশ্চাতের এক ধরণের সূত্র দ্বারা চালিত হয়।' (২) এখানে এ আলোচনার প্রাসংগিকতার কারণ হচ্ছে এই যে, এইরূপ মতবাদ চেতন বা অচেতনভাবে তকদীরের প্রচলিত মতবাদকে জাগিয়ে তোলে। এই মতবাদ দীর্ঘকাল ধ'রে প্রাচ্য দেশবাসীর মনের উপর চেপে রয়েছে এবং তাদেরকে শোচনীয়রূপে নিষ্ক্রিয় ক'রে রেখেছে। মানবের সৃষ্টি-প্রবণতাকে সে অস্বীকার করেছে এবং ইতিহাসের গতিধারাকে ব্যাখ্যা করেছে 'পূর্বাবধারিত ঘটনাচক্রের ক্রমপ্রকাশমান প্রতিচ্ছবি' হিসাবে। এ ধারণা যদি সত্য হোত, তা হোলে 'এর ভিতরে কোনো নূতনত্ব বা সংস্কারের স্থান থাকতো না। ফলে সৃষ্টি শব্দটার উপর আমরা কোনো গুরুত্ব আরোপ করতে পারি না, কারণ আমাদের কাছে তার অর্থ কেবল আমাদের মৌলিক কর্মশক্তি দ্বারা নিরূপিত হয়। ভাগ্যলিপি সম্পর্কে ইকবালের নিজস্ব ধারণার উৎসমূল কোরান শরীফের ভিতরে ব'লেই তা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো বস্তুর পরিণাম এমন অদম্য অদৃষ্ট নয়, যা' প্রভুর মতো কায ক'রে যায় বাইরে থেকে ; এ হচ্ছে বস্তুবিশেষের অভ্যন্তরীণ শক্তি, তার উপলব্ধ সাধনা—যা' তার প্রকৃতির গভীরে নিমজ্জিত এবং কোনোরূপ বাধ্যতার মনোভাব ব্যতীতই ক্রমাগত আপনাকে কার্যে পরিণত করে।' (৩) সুতরাং বোঝা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ভবিষ্যৎ রয়েছে মুক্ত সম্ভাবনার ভিতরে, তার ভবিষ্যৎ একটা বাস্তব রূপ বা নির্দিষ্ট আকারে নির্ধারিত ঘটনাচক্রের ভিতরে নয়।' (৪) এ দ্বারা আরো বোঝা যায়

(১) বক্তৃতা, ৫১ পৃষ্ঠা। (২) বক্তৃতা, ৫২ পৃষ্ঠা। (৩) বক্তৃতা, ৪৮ পৃষ্ঠা। (৪) বক্তৃতা, ৫৮ পৃষ্ঠা।

যে, কাল হচ্ছে একটা স্বষ্টিধর্মী কারণ এবং সে মুক্ত কার্যকলাপ ও ক্রমপরিণতির স্বযোগ দান করে; কাল কেবল সমধর্মী মুহূর্তের পুনরাবৃত্তি নয়, যাতে সচেতন অভিজ্ঞতাকে পরিণত করে মায়ায়' এবং স্বাধীনতা ও স্বষ্টির ধারণাকে পরিণত করে পরিহাসে। এই মতবাদ আমাদের কাঁধ থেকে অলংঘ্য অদৃষ্টের ভারী বোঝাটা সরিয়ে দেয় এবং ইক্‌বালের সাথে সাথে আমরাও উপলব্ধি করতে থাকি যে, 'মুক্ত আত্মার প্রত্যেকটি কার্য নতুন পরিস্থিতি স্বষ্টি ক'রে তোলে এবং এমি ক'রে স্বষ্টিধর্মী প্রতিভা বিকাশের অধিকতর স্বুবিধা দান করে, ... যেনো বাস্তবতার জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত মৌলিক এবং জন্ম দেয় যা'কিছু সম্পূর্ণ নতুন ও অদৃশ্যপূর্ব। সেই কারণেই যান্ত্রিক দিক দিয়ে জীবনের স্বষ্টিধর্মী কার্যকলাপের ব্যাখ্যা করা যায় না। ... ... জীবন তার স্বতঃস্ফূর্তির গভীর অনুভূতি দ্বারা অনিশ্চয়তার কেন্দ্র গ'ড়ে তোলে এবং প্রয়োজনের আওতার বাইরে প'ড়ে যায়।' (১) তা'হোলে ইকবালের মতে (বের্গসঁও এ বিষয়ে তাঁর সাথে একমত) জীবনের সত্যিকার অর্থ হচ্ছে এই যে, জীবন স্বষ্টির একটা অবিরাম ধারা, নতুন নতুন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মানের গতিবান রূপায়ন, আমাদের ক্রমবর্ধিষ্ণু কার্যকলাপকে আমরা যার অধীন ক'রে তুলি। ইকবাল সোজাস্থজি বলেন: 'আমরা যা' থাকি, তার বিলুপ্তিতেই আমাদের জন্ম। জীবন হচ্ছে একটি পথ অনন্ত মৃত্যুর ভিতর দিয়ে' (২) কিন্তু মৃত্যুও তার লেলিহান অগ্নিশিখাকে নিবৃত্ত করতে পারে না।

ইকবাল বিশ্বাস করেন না যে, মানবের বর্তমান পার্থিব অস্তিত্বেই স্বষ্টিধর্মী বিবর্তনের সমাপ্তি, অথবা শারীর বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান

(১) বক্তৃতা, ৪৮ পৃষ্ঠা। (২) বক্তৃতা, ৫২ পৃষ্ঠা।

মতে মানুষের বর্তমান আকৃতি জীবতাত্ত্বিক বিবর্তনের পরিণাম। তিনি মানবের ক্রমবর্ধনের সীমাহীন সম্ভাবনায় একান্ত বিশ্বাসী; তিনি আশা করেন যে, মানুষ ক্রমাগত চেষ্টা ও সংগ্রামের ভিতর দিয়ে বিশ্বে আল্লার প্রতিনিধিত্ব ও অমরত্বের দাবীদার হবে। তিনি তীব্র অসন্তোষ পোষণ করেন বর্তমানের মানুষদের সম্পর্কে— যারা স্বভাবে হীন, জ্ঞানের দিক দিয়ে সংকীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ, নীচতা ও নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ। তাদের হীনতার জন্য কবি মাঝে মাঝে বিলাপধ্বনি তুলেছেন আল্লার দরবারে:

نقش دگر طراز دہ آدم پختہ تر بیار
لعبت خاک ساختن می نہ سزد خدائے را

গঠন কর নতুন আকার,
আনয়ন কর পূর্ণতর আদমকে অস্তিত্বে;
এই মৃন্ময় ক্রীড়াবস্তু সৃষ্টি
যোগ্য নয় স্রষ্টা খোদার।

[পায়ামে মাশরিক :১৯২ পৃষ্ঠা]

আবার:

ہو نقش اگر باطل تکرار سے کیا حاصل
کیا تجھکو خوش آتی ھے آدم کی یہ ارزانی ؟

যদি আকারই হয় অপকৃষ্ট,
কি লাভ পুনরাবৃত্তিতে?
মানুষের এই সস্তা অবস্থা
কি ক'রে লাভ করে তোমার অনুমোদন?

[বালে জিবরিল : ৩১ পৃষ্ঠা]

নীট্‌শের প্রতি কবির প্রশংসাবর্ষণের বুনিয়াদ রয়েছে এই সত্যের উপর যে, এই জার্মান দার্শনিক মানবতার উচ্চতর স্তর অতি-মানুষের সন্ধান করেছেন। নীট্‌শের ধারণার কোথাও কোথাও তাঁর কৃত্রিম মিল রয়েছে, যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইক্‌বাল-দর্শনের শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হয়েছেন। নীটশের কথা বলতে গিয়ে কবি বলেন :

از سستئ عناصر انساں دلش تپید
فکر حکیم پیکر محکم تر آفرید

অন্তর তাঁর বিক্ষুব্ধ হয়েছিলো
মানবের কর্মবিমুখতায়,
গুরু-গম্ভীর মন তার
সৃষ্টি করেছিলো স্থায়ীতর রূপ।

[পায়ামে মাশরিক : ২৩৮ পৃষ্ঠা]

কিন্তু নীটশে যেখানে মানুষ সম্পর্কে হতাশা পোষণ করেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহ ও তাদের সম্ভাবনার উপর ঘৃণার ভাব পোষণ করেন এবং রহস্যজনকভাবে তাঁর কল্পনার অতি-মানুষের আবির্ভাবের আশা করেন, সেখানে ইকবাল মানুষের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করেন, তার অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সঠিক আদর্শ ও সঠিক শিক্ষা প্রয়োগের সার্থকতায় বিশ্বাস করেন :

عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں
کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے!

তারকা-মণ্ডলী প্রকম্পিত হয় তাদের চলাপথে
মানবের অগ্রগতিতে,

পাছে এই পতিত তারকা
হ'য়ে ওঠে পূর্ণচন্দ্র !

[বালে জিবরিল : ১৪ পৃষ্ঠা]

ইকবালের দৃষ্টিতে জীবন হচ্ছে একটা চিরন্তন গতি, নব নব লক্ষ্য ও অচিন্ত্যনীয় বিজয়ের পথে অবিরাম পথ-চলা ; গতিহীনতা আনয়ন করে মৃত্যু।

راهرو کو داند اسرار سفر
ترسد از منزل ز رهزن بیشتر
عشق در هجر و وصال آسوده نیست
بے جمال لایزال آسوده نیست!
ابتدا پیش بتاں افتادگی
انتها از دلبراں آزادگی!
کیش ما مانند موج تیز گام
اختیار جاده و ترک مقام

যে পথিক জানে সফরের রহস্য,
অধিকতর ভীত সে মন্‌যিলের জন্য
পথ-দস্যুরও চেয়ে।
প্রেম অবস্থান করে না মিলন-বিরহের স্তরে,
তুষ্ট হয়না সে কিছুতেই
অমর সৌন্দর্য ছাড়া,
শুরু করে সে মূর্তির সাম্‌নে প্রণতি থেকে,
আর সমাপ্তি তার
প্রেমাস্পদ থেকে মুক্তিতে।

আমাদের মতবাদ
পথকে অবলম্বন করা
আর অগ্রাহ্য করা গন্তব্যকে—
চঞ্চল-গতি তরংগের মতো।

[পায়ামে মাশরিক : ৪৮ পৃষ্ঠা]

কবির কাব্যে আমরা যেমন বার বার শুন্‌তে পাই মানব-জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদের সুর, তেম্নি তার বাস্তব কৃতিত্ব সম্পর্কে হতাশার সুরও বটে :

مشو نومید زیں مشت غبارے
پریشاں جلوۂ ناپایدارے
چو فطرت می تراشد پیکرے را
تمامش می کند در روزگارے

হতাশ হয়ো না এই ধূলিমুষ্টিকে নিয়ে,
যা' আলোয় পেরেশান আর অস্থায়ী ;
প্রকৃতি যখন সৃষ্টি ক'রে তোলে কোনো রূপ
সে পূর্ণ করে তাকে যথাসময়ে।

[পায়ামে মাশরিক : ৮৮ পৃষ্ঠা]

মানব হচ্ছে অসীম শক্তির আমানতদার, যে শক্তি প্রতীক্ষা করছে কাযে লাগানোর এবং মানবের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার প্রতিশ্রুতি (promise), তার ব্যর্থতা বা বাস্তব কৃতিত্ব নয়।

ز انجم تا بہ انجم صد جہاں بود
خرد ہرجا کہ پرزد آسماں بود

ولیکن چوں بخود نگریستم من
کران بیکراں درمن نہاں بود

নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে রয়েছে শতেক বিশ্ব।
যেখানেই বিচরণ করে জ্ঞান,
দেখতে পায় সে নবীন আকাশ
কিন্তু যখন আমি দৃষ্টিপাত করলাম
আমার আত্মার গভীরে,
দেখতে পেলাম,
সীমাহীন সমুদ্র রয়েছে লুকায়িত
আমারই মাঝে।

[পায়ামে মাশরিক ঃ ৪৮ পৃষ্ঠা]

ইক্‌বালের কাছে মানব-ব্যক্তিত্বের অমূল্য সম্পদে সমৃদ্ধ পার্থিব জগৎ সূর্য ও নক্ষত্ররাজি-সমন্বিত মহাকাশের চাইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আকাশ পৃথিবীর অন্ধকার ও ক্ষুদ্রত্বের জন্য তাকে বিদ্রূপ ক'রে বলে ঃ

چوں تو درپنہائے من کورے کجا
جز بقندیلم ترا نورے کجا

یابزی باساز وبرگ دلبری
یابمیر از ننگ وعار کمتری

আমার রাজ্যে নেই কৃষ্ণ গ্রহ তোমার মতো
আলোহীন, অন্ধ—আমার প্রদীপের প্রতীক্ষায় ;

হয়তো বেঁচে থাক আকর্ষণের মাঝে
অথবা বরণ কর মৃত্যু হীনতার লজ্জায় !

[জাবিদনামা : ৮ পৃষ্ঠা]

পৃথিবী তখন হয় দুঃখে অবিভূত। কিন্তু জীবনের বাণী তাকে দেয় সান্ত্বনা, স্মরণ করিয়ে দেয়—বিশ্বের কোলে লালিত জীবন্ত মানবের সচেতন ও সৃষ্টিধর্মী জীবন বিশ্ব-জগতকে দিয়েছে একটা গভীর অর্থ :

اے امینے از امانت بے خبر
غم مخور' اندر ضمیر خود نگر

روزها روشن ز غوغائے حیات
نے ازاں نورے که بینی در جهات

عقل آدم بر جهاں شبخوں زند
عشق اُو بر لامکاں شبخوں زند

داغها شوید ز داماں وجود
بے نگاه اُو جهاں کور و کبود!

"هرکه عاشق شد جمال ذات را
اُوست سید جمله موجودات را"

হে আমানতদার !
বেখবর আমানত সম্বন্ধে !
দুঃখ করো না,
দৃষ্টিপাত কর তোমার আত্মার দিকে ;

দিনগুলি সব দীপ্ত হয়েছে
জীবনের কোলাহলে,—
চারদিকের দৃশ্যমান বাস্তব আলোয় নয়,
আদমের জ্ঞান হামলা চালায়
বিশ্বের উপর ;
তার প্রেমের লক্ষ্য অসীমের উপর বিজয়,
ধু'য়ে দেয় সে কলংক
অস্তিত্বের পরিচ্ছদ থেকে ;
বিশ্বের আঁখি হয় অন্ধ তিমিরাচ্ছন্ন
তাকে ব্যতীত,
'যে কেহ ভালোবাসে সত্যিকারভাবে
সত্তার সৌন্দর্যকে,
হ'য়ে ওঠে সে প্রভু সব অস্তিত্বশীল পদার্থের উপর।'

[জাবিদনামা : ৯-১০ পৃষ্ঠা]

ছয়

বুদ্ধি ও সহজাত বৃত্তির ভূমিকা

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আমরা ব্যক্তিত্বের ক্রমবর্ধন সম্পর্কে ইকবালের ধারণার আলোচনা করেছি এবং তা'তে আমরা দেখেছি, তিনি মানব জীবনের সৃষ্টিধর্মী কর্মতৎপরতার উপর কতো বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে, কর্মের উদ্দেশ্যেই বুদ্ধির বিবর্তন চলছে। তিনি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে, কর্মশক্তিবর্জিত জ্ঞান মানুষকে ক'রে তোলে প্রাণহীন কৃত্রিম। আধুনিক চিন্তাধারার 'অত্যধিক বুদ্ধিবাদের' বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহের একটা দিক তা'তে ধরা পড়ে। তাঁর চিন্তাধারার আর একটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দিক এখন আমরা আলোচনা করবো। তা' হচ্ছে বুদ্ধি এবং সহজাত বৃত্তির মধ্যে সম্পর্ক। এই সহজাত বৃত্তিকে তিনি কাব্যের ভাষায় বলেছেন 'ইশ্‌ক' এবং শব্দটি একটি বিশিষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে ব্যবহার করেছেন।

কি ক'রে মানুষের ক্রমবর্ধিষ্ণু কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করা যায়, এ সমস্যাটি নীতিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। মানব স্বভাবের পথ নির্দেশ করার জন্য নীতিশাস্ত্রসম্মত আদর্শের সন্ধান বিভিন্ন চিন্তাধারাকে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের পথে চালিত করেছে। দেহবিজ্ঞান ও জীবতত্ত্বের বিবর্তনধারা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত আধুনিক চিন্তাধারা মানব-মনের বিজয়ের সূচনা করেছে। এই চিন্তাধারা জীবনের কর্ম-তৎপরতাকে চালিত করার সম্পূর্ণ

উপযোগী পন্থা হিসাবে বুদ্ধিবৃত্তিকে মেনে নিয়েছে। দার্শনিক মনোভাব হিসাবে পরীক্ষাবাদের (experimentalism) তাৎপর্য আলোচনা ক'রে এই ধরণের চিন্তাধারার মার্কিন সমর্থক চাইল্ডস মন্তব্য করেছেন ঃ

'পরীক্ষামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতা মানবের কার্যকলাপকে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করার উপযোগী পন্থা, যদি মানুষ এই ধারাকে সমালোচনার দৃষ্টিতে সংস্কারমূলকভাবে ব্যবহারের মনোভাব গ'ড়ে তোলে. (১) কেবল ডিউই ও কিলপ্যাট্রিকের মতো অনধিকার-চর্চাকারীই নয়, রাসেল ও অন্যান্য বিজ্ঞানী চিন্তানায়করাও মত প্রকাশ করেন যে, আধুনিক বিশ্বের সর্বপ্রকার জটিল সমস্যা—সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও মনস্তাত্বিক—সকল সমস্যার সমাধান হোতে পারে মানব-বুদ্ধিকে কুসংস্কার ও প্রগতিবিরোধী মনোভাবের শৃংখল থেকে মুক্ত ক'রে এবং তাকে আমাদের জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্যের জন্য কাযে লাগিয়ে।

ইক্‌বাল এই ধরণের চিন্তানায়কদের সাথে একমত হোতে পারেন না। তিনি বের্গসঁর মতোই সমসাময়িক চিন্তা ও সভ্যতাকে অগ্রাহ্য করেছেন—যা'তে সহজাত বৃত্তি বা প্রেমের বিনিময়ে বুদ্ধির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সহজাত বৃত্তি—কাব্যে ও বক্তৃতায় ইক্‌বাল যাকে বলেছেন 'ইশক' বা 'নযর', তার সাথে বুদ্ধি বা 'খবর'-এর সম্পর্ক কতোখানি, তার আলোচনা তিনি করেছেন। প্রারম্ভেই তিনি বলেন, বাস্তবকে উপলব্ধি করার দু'টি বিভিন্ন পন্থা আছে এবং প্রত্যেকেরই বিশেষ কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য রয়েছে, এবং তা' দিয়ে আমাদের কর্মতৎপরতার সম্পদ বৃদ্ধি হচ্ছে।

(১) *Childs : Education and Philosophy of Experimentalism .*

আমাদের অনুভূতি অনুযায়ী চিন্তামূলক পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবতার প্রতীক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা আমরা বাস্তবকে তার পার্থিব দিকের উপর নযর রেখে আংশিক উপলব্ধি করতে পারি। বিশ্লেষণমূলক বুদ্ধিবৃত্তির কার্যও হচ্ছে তাই। সহজাত বৃত্তি বা প্রেম বা 'অন্তরের' প্রত্যক্ষ অনুভূতি (প্রাচ্যের কবি ও ভাববাদীদের উক্তি অনুসারে) দ্বারা আমরা বাস্তবকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করি বা তার সাথে যুক্ত হই। আমরা দার্শনিক সত্যে উপনীত হই বুদ্ধিচালনা দ্বারা নয়, সহজাত বৃত্তি নামে অভিহিত শক্তির কল্যাণপ্রসূ ইংগিতের প্রতি মনোযোগ দিয়ে।" ইকবাল বলেন ঃ

'অন্তর হচ্ছে এক ধরণের অভ্যন্তরীণ সহজাত বৃত্তি বা অন্তর্দৃষ্টি— রুমীর মুগ্ধকর ভাষায় যা' শক্তি সংগ্রহ করে সূর্যকর থেকে এবং জ্ঞানানুভূতির সীমানা ছাড়িয়ে বাস্তবতার বৈশিষ্ট্যের সাথে আমাদেরকে যুক্ত ক'রে দেয়। ... ...এ হচ্ছে বাস্তবকে নিয়ে কায করবার একটা পদ্ধতি, যা'তে অনুভূতি কোনো অংশ গ্রহণ করে না, উপরন্তু আমরা এইভাবে যে অভিজ্ঞতা লাভ করি, তা' অপর যে কোনো অভিজ্ঞতারই মতো বাস্তব ও সঠিক। এম্নি ক'রে দেখা যায় যে, এ দু'টি জিনিষ অপরিহার্যরূপে পরস্পরবিরোধী নয়, কারণ একটি হচ্ছে সমগ্র বাস্তবতার বর্তমান সম্ভোগ; অপরটির লক্ষ্য হচ্ছে ধীরে ধীরে সমগ্রকে অতিক্রম করা এবং পূর্ণ পর্যবেক্ষণের জন্য সমগ্রের বিভিন্ন স্তরের উপর দিয়ে চালিত হওয়া। বের্গসঁ সংগতভাবেই বলেছেন যে, সহজাত বৃত্তি উচ্চতর ধরণের জ্ঞানমাত্র, যার মধ্য দিয়ে আমরা প্রকৃতি ও বাস্তবের অর্থ উপলব্ধি করতে পারি অখণ্ড সমগ্র হিসাবে, যেমন ক'রে আমরা চিত্র বা সংগীত-সুরের অর্থ উপলব্ধি করি।' (১)

(১) বক্তৃতা

তা' হোলে ইকবালের কাব্যে বুদ্ধির গুরুত্বকে উপেক্ষা করা হয়েছে ব'লে কখনো কখনো মনে হয় কি ক'রে? তবে কি তিনি এমন জ্ঞান ও কৃষ্টি-বিরোধী (obscurantist) যে, ব্যক্তি ও সমাজের বিবর্তনে তিনি বুদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ অংশ উপলব্ধি না ক'রে সময়ের কাঁটা পশ্চাদ্দিকে টান্‌তে চান? কেন তিনি বারংবার তাঁর পাঠককে প্রত্যাবর্তন কর্‌তে বলেন শুষ্ক বুদ্ধির রাজ্যের শীতলতা থেকে প্রেম ও সহজাত বৃত্তির উষ্ণতায়?

نشان راه ز عقل هزار حیله مپرس
بیا که عشق کمالے ز یک فنی دارد

চেয়ো না পথ-নির্দেশ বুদ্ধি থেকে,
রয়েছে যার সহস্র চাতুরি;
এসো প্রেমের কাছে—
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে যে
উদ্দেশ্যের ঐক্য দ্বারা।

[পায়ামে মাশরিক ঃ ১৯৪ পৃষ্ঠা]

"به خرد راه عشق می پوئی؟
به چراغ آفتاب می جوئی؟"

'অতিক্রম করবে তুমি প্রেমের পথ
বুদ্ধির প্রদীপ নিয়ে?
বাহির হবে তুমি সূর্যের সন্ধানে
কম্পিত প্রদীপের আলোয়?'

[পায়ামে মাশরিক ঃ ২৪৩ পৃষ্ঠা]

علم اگر کج فطرت و بد گوهر است
پیش چشم ما حجاب اکبر است

জ্ঞান যদি হয় বক্র ও ঈর্ষাপ্রণোদিত,
কায ক'রে যায় সে
বিরাট অন্ধের মতো
আমাদের আঁখির সম্মুখে।

[জাবিদনামা : ২২১ পৃষ্ঠা]

دانش حاضر حجاب اکبر است
بت پرست و بت فروش و بت گر است

پا بزندان مظاهر بستهٔ
از حدود حس برون ناجستهٔ

আধুনিক জ্ঞান হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড়ো অন্ধ,
মূর্তি নির্মান, মূর্তি বিক্রয়, মূর্তি পূজা !
শৃংখলিত প্রকৃতির কারাগারে,
এখনো সে অতিক্রম করেনি
ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যের সীমানা।

[আসরারে খুদী : ৭৭ পৃষ্ঠা]

گذر جا عقل سے آگے کہ یہ نور
چراغ راہ ہے' منزل نہیں ہے!

অতিক্রম ক'রে যাও বুদ্ধির সীমারেখা ;
সে কেবল তোমার পথের প্রদীপ,
সে নয় তোমার মন্‌যিল !

[বালে জিবরিল : ১১৯ পৃষ্ঠা]

এই যুক্তির সমর্থনে তিনি একটি সুন্দর মর্মস্পর্শী উপমার অবতারণা করেন ঃ

خرد سے راہرو روشن بصر ہے
خرد کیا ہے؟ چراغ راہگزر ہے
درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا
چراغ رہگزر کو کیا خبر ہے!

বুদ্ধি আলোকিত করে পথিকের চক্ষু ;
বুদ্ধি কি ?
পথিপার্শ্বের প্রদীপ !
যে ঝড়ের দোলা ওঠে গৃহমধ্যে,
কি খবর রাখে তার
পথিপার্শ্বের প্রদীপ ?

[বালে জিব্‌রিল ঃ ১২০ পৃষ্ঠা]

ইকবালের উক্তির অর্থ কি এই হোতে পারে যে, তিনি আমাদেরকে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান দ্বারা চালিত হবার পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চান ? ইকবালের চিন্তাধারার সযত্ন অধ্যয়নের ফলে দেখা যায় যে, তিনি জ্ঞান-কৃষ্টিবিরোধী নন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর কাব্যে বুদ্ধির মর্যাদা খাটো করার প্রচেষ্টা প্রকৃতপক্ষে মানবজীবনে বুদ্ধির ভূমিকা সম্পর্কে অতিরঞ্জনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সঠিক দৃষ্টিভংগীতে দেখলে পরীক্ষার মাধ্যমে যে বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানানুশীলনের দ্বার উন্মুক্ত, কবি তার প্রতি শ্রদ্ধাবান। তাঁর বক্তৃতায় তিনি দেখিয়েছেন ঃ 'আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধকরণ ও তার সম্প্রসারণ ব্যতীত বিশ্ব-প্রকৃতি আমাদের পথে যে বাধা

সৃষ্টি করে, তাকে অতিক্রম করার বুদ্ধিবৃত্তিসম্মত প্রচেষ্টা তীক্ষ্ণতর ক'রে তোলে আমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে এবং এম্নি ক'রে আমাদেরকে তৈরী ক'রে দেয় মানবীয় অভিজ্ঞতার উচ্চতর ক্ষেত্রের উপর প্রভুত্ব অর্জনের জন্য।' তিনি আরো অগ্রসর হ'য়ে যুক্তি দিয়েছেন যে, জ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃতি জয়ের আরো গভীরতর গুরুত্ব রয়েছে, কারণ সর্বপ্রকার জ্ঞানানুশীলনই প্রকৃতপক্ষে অপরিহার্যরূপে এবাদতের অংগ। প্রকৃতির বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষক 'এবাদতের ক্ষেত্রে এক ধরণের অনুসন্ধিৎসু।' সুতরাং আমাদেরকে আবার পূর্বোত্থাপিত প্রশ্নের দিকেই ফিরতে হচ্ছেঃ কেন ইকবাল বুদ্ধিবৃত্তির প্রচলিত উচ্চ মর্যাদার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপন করেন?

আমাদেরকে এই প্রশ্নের জওয়াবের সন্ধান করতে হবে আংশিকভাবে প্রচলিত দার্শনিক চিন্তাধারার ভিতরে এবং আংশিকভাবে বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির ভিতরে। উভয় ক্ষেত্রেই যুগবিজয়ী জড়বাদের ও আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রের কৃতিত্বের প্রভাব এত গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে যে, সহজাত বৃত্তি, ইশক (ইকবালের ভাষায়) ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মূল্য সম্পূর্ণ অস্বীকৃত না হোলেও উপেক্ষিত হয়েছে। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে বিপর্যস্ত মানবীয় অভিজ্ঞতার এই দু'টি অতি-প্রয়োজনীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ দিকের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ইকবাল জীবনের উপলব্ধি ও গতিনির্দেশে 'অন্তরের' ভূমিকার উপর এত বলিষ্ঠ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

عصر حاضر را خرد زنجیر پاست
جان بے تابے کہ من دارم کجاست ؟

বুদ্ধি বর্তমান যুগের পদশৃংখল,
কোথায় অন্তরের অশান্ত ভাব
যা' আমার ?

[জাবিদনামা : ৩ পৃষ্ঠা]

بچشم عشق نگر تا سراغ اُو گیری
جہاں بچشم خرد سیمیا و نیرنگ است

চেয়ে দেখো বিশ্বের দিকে
প্রেমের দৃষ্টিতে,
যদি তুমি চাও আবিষ্কার করতে রহস্য ;
বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিতে দেখলে
তা' আর কিছুই নয়
ভ্রান্তি আর মরীচিকা ব্যতীত ।

[পায়ামে মাশরিক : ১৭৮ পৃষ্ঠা]

বাস্তবের পরিপূর্ণ দৃষ্টিভংগী অর্জনে প্রয়াসী দার্শনিক হিসাবে তিনি আংশিক, একদেশদর্শী, বুদ্ধিবাদী মতবাদ নিয়ে খুশী হোতে পারেন না, যাতে বাস্তবতার একটা গতিহীন চিত্রমাত্র পাওয়া যায় এবং তার গতিস্রোত ও চলমান ধারা হারিয়ে যায়। তিনি চান তাঁর মতবাদকে পূর্ণ ক'রে তুলতে সহজাত বৃত্তি দ্বারা, 'অন্তরের অনুভূতি' দ্বারা। সমসাময়িক বিশ্বের সমস্যাসমূহের অন্যতম চিন্তানায়ক হিসাবে তিনি মানসিক বৃত্তির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার বিপদ-সম্ভাবনা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, যা' বিশেষ ক'রে ইউরোপে তুলনাহীনভাবে মানুষের উপর মানুষের অভূতপূর্ব ধ্বংসচেষ্টা ও নির্লজ্জ শোষণের জন্য

দায়ী। বুদ্ধি—যা প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত নয় এবং বিজ্ঞান—যা এরূপ নীতি বোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়—কেবল বুদ্ধিবৃত্তিতেই যার জন্ম নয়, ইউরোপকে দিয়েছে এক নির্মম অর্থনৈতিক ধারা, বিচারবিরোধী সমাজ-বিধান, দল ও শ্রেণীর মধ্যে তিক্ত বিরোধ, অস্ত্রপ্রীতি এবং আসন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহের চিরন্তন আশংকা। এই সব মি'লে আধুনিক জীবনকে সংস্কৃতির অকৃত্রিম ফলের শান্ত সম্ভোগের পরিবর্তে ক'রে তুলেছে ত্রস্তভাব, ক্লেশ, ব্যর্থতা ও নিষ্ক্রিয়তা বা রুচিহীনতায় পরিপূর্ণ। সম্পূর্ণ জড়বাদী ও প্রতিযোগিতামূলক কর্মপ্রচেষ্টার অত্যধিক উৎসাহ ও সংগঠনের মনোভাব এত বেশী বলিষ্ঠ হয়েছে যে, আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর কতকগুলি প্রবন্ধসমষ্টির 'In Praise of Idleness!' নামকরণে প্রলুব্ধ হয়েছেন।

ইকবালের লক্ষ্য হচ্ছে জ্ঞানজাত শক্তি এবং প্রেম বা সহজাত বৃত্তি থেকে উদ্ভূত দৃষ্টিভংগীর সমন্বয় সাধন। তিনি বলেন: 'শক্তিবর্জিত দৃষ্টিভংগী নৈতিক উচ্চতা আনয়ন করে, কিন্তু স্থায়ী সংস্কৃতির জন্ম দেয় না। দৃষ্টিভংগীবিহীন শক্তি হ'য়ে ওঠে ধ্বংসকর ও অমানুষিক। উভয়কে চালিত করতে হবে মানবতার আত্মিক প্রসার সাধনের জন্য।' তিনি খোদাবর্জিত শক্তির গর্বে মাতাল সমসাময়িক মানুষকে বোঝাতে চেয়েছেন বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেমের অধীন করার যরুরী প্রয়োজন, যা'তে করে মানবের কাছে প্রদত্ত বিজ্ঞানের বিপুল শক্তিকে মানবীয় ও সংস্কারমূলক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে। গ্যেটের মতো তিনি শয়তানকে দেখেন নিছক বুদ্ধিবৃত্তির সমাবেশরূপে, যে বুদ্ধিবৃত্তির নিজস্ব মূল্য অত্যধিক, কিন্তু প্রেম দ্বারা চালিত না হওয়ায় তা' হোতে পারে ভয়ংকর ধ্বংসের

পন্থা। এই শয়তানের জন্য রয়েছে তাঁর অন্তরের সহানুভূতি, কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেন যে, শয়তানের শক্তির সাথে আদমের শক্তির সংযোগ না হোলে মানবতার পূর্ণ পরিণতি সম্ভব হয় না। 'পায়ামে মাশরিক' কাব্যে 'তাসখিরি ফিতরাত' (প্রকৃতি জয়) এবং 'বালে জিবরিল' কাব্যে মুকালেমায়ে ইবলিস ও জিবরিল' (জিবরিল ও শয়তানের কথোপকথন) শীর্ষক কবিতায় সুস্পষ্ট ও কার্যকরীভাবে এই ধারণা প্রকাশ লাভ করেছে।

বক্তৃতাসংগ্রহে ইকবাল তাঁর ধারণা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন কয়েকটি কথায়ঃ

'সমালোচনামূলক দর্শন ও বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আধুনিক মানুষ নিজকে মনে করছে এক অদ্ভুত পদার্থ। তার স্বভাবধর্ম তাকে দিয়েছে প্রাকৃতিক শক্তির উপর অভূতপূর্ব প্রভাব, কিন্তু তার মন থেকে হরণ ক'রে নিয়েছে নিজস্ব ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস। বুদ্ধিবৃত্তিজাত কর্মপ্রবণতা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হ'য়ে সে আত্মিক-ভাবে অর্থাৎ অন্তরের দিক দিয়ে বাঁচতে পারছে না। চিন্তার রাজ্যে সে বাস করছে প্রকাশ্য আত্ম-বিরোধের মধ্যে এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে সে বাস করছে অপরের সাথে স্পষ্ট বিরোধ নিয়ে। সে তার নির্মম উদ্যম ও সীমাহীন সম্পদস্পৃহা দমন করতে অসমর্থ হচ্ছে, যা' ক্রমাগত তার ভিতরের উচ্চতর আকাংখাকে হত্যা ক'রে এনে দিচ্ছে শুধু জীবনের ক্লান্তি।' তিনি আধুনিক মানুষকে দেখেন শক্তিতে সমৃদ্ধ, অথচ দৃষ্টিভংগীহীন; তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর এই অপূর্ব সুন্দর কবিতায়ঃ

عشق ناپید و خرد مے گزدش صورت مار
عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گذرگاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
اپنی حکمت کے خم وپیچ میں اُلجھا ایسا
آجتک فیصلۂ نفع و ضر کر نہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

প্রেম অস্তিত্বহীন,
আর বুদ্ধি দংশন করে তাকে সর্পের মতো,
বুদ্ধিবৃত্তিকে আনতে পারেনি সে
সহজাত বৃত্তির বশে ;
সফল হয়েছে সে সন্ধান করতে
তারকার চলা-পথ
কিন্তু খুঁজে পায়নি সে তার পথ
আপন চিন্তার রাজ্যে ;
এমন ক'রে জড়িয়ে পড়েছে সে
তার বুদ্ধির ব্যূহে,
বিচার করতে পারে না সে লাভ-লোকসানের !
গেরেফতার করেছে সে সূর্যকিরণকে,
তবু পারেনি আলোময় করতে
তার জীবনের অন্ধকার রাত্রি !

[যরবে কলিম ঃ ৬৭ পৃষ্ঠা]

এই পরিহাসকর অবস্থা তাঁকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছিলো মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। সর্বশেষ মসনবী কাব্য پس چه باید کرد اے اقوام شرق (কি কর্তব্য আমাদের, হে প্রাচ্য-জাতিমণ্ডলী ?)-এর প্রারম্ভে ইকবাল মন্তব্য করেন :

سپاه تازه برانگیزم از ولایت عشق
که در حرم خطرے از بغاوت خرد است
بآں مقام رسیدم چو در برش کردم
طواف بام و در من سعادت خرد است
گماں مبر که خرد را حساب و میزاں نیست
نگاه بندۂ مؤمن قیامت خرد است

গ'ড়ে তুল্‌ছি আমি নতুন সেনা-বাহিনী
প্রেমের রাজ্য থেকে
কারণ মানসিক বিদ্রোহের আশংকা রয়েছে
পবিত্র হরমের মাঝে,
আমি আরোহণ করেছি উর্ধ্বে
আর দমন করেছি বুদ্ধিবৃত্তিকে ;
মর্যাদা তার এখন
আমার চারদিকে ঘু'রে বেড়ানোতে ;
ভেবো না তুমি—
বুদ্ধির নেই কোনো হিসাব ;
কারণ মোমেনের চোখ
বিচার করে এরই উপর।

আমার অনুরোধে ইকবাল বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অর্জিত এবং প্রেম বা সহজাত বৃত্তিজাত দ্বিবিধ জ্ঞানের অর্থ ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ ক'রে আমায় এক পত্রে লিখেছিলেন ঃ

علم سے میری مراد وہ علم ھے جس کا دار و مدار حواس پر ھے، عام طور پر میں نے علم کا لفظ انہیں معنوں میں اِستعمال کیا ھے - اس علم سے ایک طبعی قوت ھاتھ آتی ھے - جس کو دین کے ماتحت رھنا چاھئے - اگر دین کے ماتحت نہ رھے - تو محض شیطنت ھے - یہ علم علم حق کی ابتدا ھے، جیسا کہ میں نے جاوید نامہ میں لکھا ھے :—

علم حق اول حواس آخر حضور
آخر اومی نگنجد در شعور

وہ علم جو شعور میں نہیں سما سکتا اور جو علم حق کی آخری منزل ھے اِس کا دوسرا نام عشق ھے - علم و عشق کے تعلق میں جاوید نامے میں کئی اشعار ھیں :—

علم بے عشق است از طاغوتیاں
علم با عشق است از لاھوتیاں

مسلمان کے لئے لازم ھے - کہ علم کو (یعني اس علم کو جس کا مدار حواس پر ھے اور جس سے بے پناہ قوت پیدا ھوتی ھے) مسلمان کرے - "بولہب را حیدر کرار کن" - اگر یہ بولہب حیدر کرار بن جائے - یا یوں کہئے -

کہ اگر اس کی قوت دین کے تابع ہو جائے تو نوع انسان
کے لئے سراسر رحمت ہے"

"এই 'জ্ঞান' শব্দটিকে আমি সাধারণভাবে অনুভূতির ভিত্তিযুক্ত জ্ঞান অর্থে ব্যবহার করেছি। তা' মানুষকে এমন শক্তির অধিকার দান করে, যাকে ধর্মের অধীনে আনা প্রয়োজন। ধর্মের অধীন না হোলে তা' হয় নিছক শয়তানী শক্তি। এই জ্ঞানই হচ্ছে সত্যিকার জ্ঞানের উপক্রমণিকা, যেমন আমি 'জাবিদনামা'-য় বলেছি: 'সত্য জ্ঞান লাভ হয় প্রথমে অনুভূতি দ্বারা এবং পরে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে। চরম স্তরটিকে চেতনার মধ্যে আনা যায় না।' যে জ্ঞানকে চেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না এবং যা সত্যিকার জ্ঞানের চূড়ান্ত স্তর, তাকেই বলা হয় প্রেম অথবা সহজাত বৃত্তি। জ্ঞান ও প্রেমের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ ক'রে আমি 'জাবিদনামা'য় বলেছি: 'প্রেম-বর্জিত জ্ঞান (শয়তানের মতো) বিদ্রোহী এবং প্রেমে অনুরঞ্জিত জ্ঞান স্বর্গীয় গুণের অধিকারী।' মুসলিমকে চেষ্টা করতে হবে অনুভূতির ভিত্তিযুক্ত এবং সীমাহীন শক্তির উৎসস্বরূপ এই জ্ঞানকে ইসলামে পরিণত করতে অর্থাৎ কাফের আবু লাহাবকে পূর্ণ বিশ্বাসী আলী কার্‌রারে রূপান্তরিত করতে। অন্য কথায় এই শক্তি যদি অনুপ্রাণিত হয় ধর্ম দ্বারা, তা'হোলে তা' হ'য়ে ওঠে মানব-জাতির জন্য শ্রেষ্ঠ রহমত।"

এম্নি ক'রে অন্তরের সহজাত অনুভূতি প্রেমই জীবনকে অর্থপূর্ণ ক'রে তোলে এবং বুদ্ধি-বৃত্তিকে করে মানব জাতির জন্য কল্যাণের উৎস:

سوز سخن ز نالۀ مستانۀ دل است
این شمع را فروغ ز پروانۀ دل است

این تیره خاکداں کہ جہاں نام کردۀ
فرسودہ پیکرے ز صنم خانۀ دل است

কাব্যের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়
অন্তরের সংগীত সুরে,
এই প্রদীপের সৌন্দর্য
দৃশ্যমান হয় অন্তরের কাছে,
এই মৃন্ময় অন্ধকার গৃহ—
যার নামকরণ হয়েছে বিশ্ব,
সে তো কেবল জীর্ণ রূপ মাত্র
পরিত্যক্ত অন্তরের মন্দির থেকে।

[পায়ামে মাশরিক : ২৫ পৃষ্ঠা]

কবি তাঁর কাব্যে বারংবার এই ভাবেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন :

عقلے کہ جہاں سوزد' یک جلوۀ بیباکش
از عشق بیاموزد' آئین جہان تابی

বুদ্ধি—যার দুর্নিবার অগ্নিশিখা
দগ্ধ করে বিশ্বকে,
শিক্ষা করে প্রেমের কাছ থেকে
জ্বলার রহস্য।

[পায়ামে মাশরিক : ১৫৬ পৃষ্ঠা]

بگذر از عقل و درآویز بموج یم عشق
کہ درآں جوئے تنگ مایہ گہر پیدا نیست

১৮—

অতিক্রম করো বুদ্ধিকে
আর সংগ্রাম করো প্রেমের সমুদ্রতরংগের সাথে,
কারণ বুদ্ধির ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী-বুকে
নেই কোনো মণি-মুক্তা।

[পায়ামে মাশরিক : ২০৩ পৃষ্ঠা]

علم تا از عشق برخوردار نیست
جز تماشا خانۂ افکار نیست

যতোক্ষণ জ্ঞান লাভ করে
প্রেমের আশীর্বাদ,
ততোক্ষণ সে থাকে
ধারণার রঙে বিচিত্রিত।

[জাবিদ নামা : ৪ পৃষ্ঠা]

عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق
عشق نہ ہو تو شرع و دیں بتکدۂ تصورات

প্রেম হচ্ছে উপদেষ্টা
বুদ্ধির, অন্তরের ও দৃষ্টির।
যদি প্রেমই না থাকে,
তা' হোলে ধর্ম আর উপদেশ
ব্যর্থ কল্পনার বোতখানা ছাড়া কিছু নয়।

[বালে জিবরিল : ৪ পৃষ্ঠা]

'ইল্‌ম' ও 'ইশক'-এর অপরিহার্য মিলন ঘটাতে না পেরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ই বিভিন্ন দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাশ্চাত্য জড় বিশ্বকে জয় করতে গিয়ে আত্মবিক্রয় করেছে;

প্রাচ্য অর্থহীন ভাববাদী চিন্তাধারার আশ্রয় নিয়ে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে মিথ্যা সন্ন্যাসের মতবাদ এবং তাদেরকে তুষ্ট ক'রে রেখেছে অজ্ঞতা, দুর্বলতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিগত ও রাজনৈতিক দাসত্ব দিয়ে। এমনি ক'রে উভয় দেশেই সক্রিয় আত্মিক উদ্যমের গোপন উৎস হয়েছে অবরুদ্ধ এবং জীবন হয়েছে সমৃদ্ধিহীন ঃ

شرق حق را دید و عالم راندید
غرب در عالم خزید، از حق رمید

چشم بر حق باز کردن بندگی است
خویش را بے پردہ دیدن زندگی است

প্রাচ্য লাভ করেছে আল্লার অনুভূতি
কিন্তু অনুভব করতে পারেনি বিশ্বকে,
পাশ্চাত্য হারিয়ে ফেলেছে আপনাকে
বিশ্বের বুকে
আর পলায়ন করেছে অ'ল্লাহ থেকে;
'হক্ক'-এর প্রতি দৃষ্টিই হচ্ছে এবাদত;
আপনাকে গুণ্ঠনমুক্ত দেখায়ই জীবন।

[জাবিদ নামা ঃ ৩৫ পৃষ্ঠা]

ইকবালের মতে 'হক্ক' বা আল্লার দিকে মনকে কেন্দ্রীভূত করা ও 'আলম' বা বিশ্বকে উপেক্ষা করা এবং 'আলম' বা বিশ্বকে জয় করার প্রচেষ্টায় নিবিষ্টচিত্ত হয়ে 'হক্ক'কে উপেক্ষা করা—এই উভয়বিধ পন্থা অবলম্বনের ফলই সমভাবে বিপজ্জনক। জীবনের পূর্ণতাকে ব্যাহত না ক'রে এই দু'টি পন্থাকে স্বতন্ত্র করা যায়

না এবং এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটাতে হোলে তার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রেম ও বুদ্ধিবৃত্তির সংযোগ সাধন। যখন শীতল বিশ্লেষণমূলক বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিপূর্ণ ক'রে তোলে প্রেমের উষ্ণতা ও জীবনদায়ক জ্যোতিপ্রভা, তখনই তা' হ'য়ে ওঠে ব্যক্তিজীবনে ও সমাজ-জীবনে কল্যাণ আনয়নের বৃহত্তম শক্তি।

از محبت چوں خودی محکم شود
قوتش فرمانده عالم شود

আত্মা যখন সংরক্ষিত হয়
প্রেম দ্বারা,
সে হ'য়ে ওঠে বিশ্বের বিধান-কর্তা।

[আসরারে খুদী : ২৬ পৃষ্ঠা]

কবি তাঁর 'বালে জিবরিল' কাব্যে এই একই ধারণা প্রকাশ ক'রে বলেন;

خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل
اگر ہو عشق سے محکم تو صور اسرافیل!

আত্মা সংরক্ষিত হোলে বুদ্ধি দ্বারা,
সে হয় ঈর্ষার বস্তু জিবরিলের কাছে;
সংরক্ষিত হোলে সে প্রেম দ্বারা,
হ'য়ে ওঠে সে ইসরাফিলের শিংগাধ্বনি।

[বালে জিবরিল : ৯২ পৃষ্ঠা]

আবার :

علم را مقصود اگر باشد نظر
می شود هم جاده وهم راهبر

علم تغیر جہان رنگ و بو
دیدہ و دل پرورش گیرد ازو
بر مقام جزب و شوق آرد ترا!
باز چوں جبریل بگزارد ترا!
عشق کس را کے بخلوت می برد
اُوز چشم خویش غیرت می برد!
اول اُو ھم رفیق و ھم طریق!
آخر اُو راہ رفتن بے رفیق!

যদি দৃষ্টিই হয় জ্ঞানের লক্ষ্য
তা' হয় পথ এবং রাহবর দুই-ই ;
জ্ঞান স্বচ্ছ ক'রে তোলে
গন্ধ-বর্ণময় বিশ্বকে,
পরিপুষ্ট ক'রে তোলে অন্তর্দৃষ্টি ও আবেগকে।
এনে দেয় তোমায় সে
একাগ্রতা ও মত্ততার স্তরে
তারপর ফেলে যায় তোমায় নিঃসংগ—একা
জিবরিলের মতো ;
প্রেম কখনো চালায় না কাউকেও নিঃসংগ বিজনে,
তার আত্ম-অনুভূতিই কায করে পরদার,
প্রাথমিক স্তরে সে আকাংখা করে
তার সংগী পথিকের,
পরিণাম হয় তার পথ চলা নিঃসংগ—একা।

[জাবিদ নামা ঃ ২২২ পৃষ্ঠা]

জীবনের ও শিক্ষার লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তিত্বকে বলিষ্ঠ করায় প্রেম গ্রহণ করে শক্তিশালী ভূমিকা :

نقطۂ نورے کہ نام اُوخودی است
زیر خاک ماشرار زندگی است
از محبت می شود پائندہ تر
زندہ ترسو زندہ تر تابندہ تر
کیمیا پیدا کن از مشت گلے
بوسہ زن بر آستان کاملے
عاشقی ؟ محکم شواز تقلیدیار
تاکمند تو شود یزداں شکار

একটি অতি সূক্ষ্ম আলোকবিন্দুর নাম আত্মা,
সেই হোল জীবনালোক
আমাদের ধূলিরাশির ভিতরে।
প্রেম দ্বারা হয় সে অধিকতর স্থায়ী,
অধিকতর জীবন্ত, জ্বলন্ত, প্রোজ্জ্বল।
তোমার ধূলিমুষ্টিকে পরিণত কর স্বুবর্ণে
চুম্বন করো এক পরিপূর্ণ মানবের প্রবেশ-পথ !
আশেক হও অনুক্ষণ তোমার মাশুকের অনুরাগে,
যেনো তুমি সঞ্চালন করতে পার পক্ষ
পৌঁছতে আল্লার নৈকট্যে।

[আসরারে খুদী : তৃতীয় অধ্যায়]

প্রেম কেন্দ্রীভূত করে শক্তি এবং বর্ধিত করে তার তীব্রতা এবং কোনো কোনো বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঘটিয়ে দেয় আল্লার উদ্দেশ্যের সাথে তার আত্মার সমন্বয়। এই জন্যই মহান পয়গাম্বর ও আল্লার রাহে শহীদ মানুষ সাধারণ মানুষের সীমা-রেখার উর্ধ্বে উ'ঠে সন্ধান পান অলৌকিক রহস্যের ঃ

می نداند عشق سال و ماہ را
دیر و زود و نزد و دور راہ را

عقل در کوہے شگافے می کند
یا بگرد او طوافے می کند

کوہ پیش عشق چوں کاہے بود
دل سریع السیر چوں ماہے بود

عشق شبخونے زدن برلا مکاں
گور را نادیدہ رفتن از جہاں!

عشق با نان جویں خیبر کشاد
عشق در اندام مہ چاکے نہاد!

چوں خودی را از خدا طالب شود
جملہ عالم مرکب او راکب شود

প্রেম জানে না মাস ও বৎসর,
ধীর অথবা দ্রুত, পথের নৈকট্য অথবা দূরত্ব,
বুদ্ধি ছিদ্র ক'রে দেয় পর্বত গাত্রে,
অথবা ঘু'রে আসে তার চারদিকে ;

প্রেমের সম্মুখে পর্বত হয় তৃণগুচ্ছের মতো,
অন্তর দ্রুত আন্দোলিত হয় চন্দ্রের ন্যায়।
প্রেম কি ? একটা আক্রমণ অসীমের উপর !
বিশ্ব থেকে স'রে যাওয়া
কবরের চিহ্ন মাত্র না রেখে !
প্রেম খু'লে দেয় খয়বরের মহাদ্বার ;
ভিন্ন ক'রে দেয় চন্দ্রের অন্তর !
খোদার কাছে কামনা করে যখন আত্মা স্বাতন্ত্র্য,
সে হয় আরোহী
আর বিশ্ব হয় তার বাহন !

[জাবিদনামা ঃ ১৭-১৮ পৃষ্ঠা]

কারবালার শাহাদতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইক্‌বাল দেখিয়েছেন, কি ক'রে হযরত হোসায়েন (রা) উচ্চতম প্রেমের—খোদায়ী প্রেমের অনুপ্রেরণায় অতি-মানবীয় বীরত্ব ও সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন এবং সমসাময়িক অন্যায় ও অসত্যের দুর্দম-নীয় শক্তিকে জয় করতে সমর্থ হয়েছেন ঃ

مومن از عشق است وعشق از مومن است
عشق را ناممکن ما ممکن است
عقل را سرمایه از بیم و شک است
عشق را عزم و یقین لاینفک است
آں کند تعمیر تا ویراں کند
ایں کند ویراں که آباد کند
عقل گوید شاد شو آباد شو
عشق گوید بنده شو آزاد شو

মোমেন আর প্রেম পরস্পর নির্ভরশীল,
যা' কিছু অসম্ভব আমাদের কাছে,
প্রেমের কাছে তা' সম্ভব ;
বুদ্ধির মূলধন হচ্ছে আশংকা আর সন্দেহ,
বিশ্বাস আর দৃঢ়তা অপরিহার্য
প্রেমের কাছে ;
বুদ্ধি গ'ড়ে তোলে ভাঙার জন্য,-
প্রেম ধ্বংস করে গড়ার উন্মাদনায় ;
বুদ্ধি বলে ঃ 'বেঁচে থাক সুখে সন্তোষে,
প্রেম বলে ঃ 'শিক্ষা করো, বশ্যতা,
আর অর্জন করো স্বাধীনতা।'

[রুমুযে বেখুদী ঃ ১২৫-১২৬ পৃষ্ঠা]

পূর্ণ বিকাশ লাভ ক'রে প্রেম আনয়ন করে একটা অবিশ্বাস্য অভিনিবেশ ও মানবীয় শক্তির তীব্রতা এবং নশ্বর মানুষকে দান করে, এমন কি, মৃত্যুকে (আত্মঅবনতি) জয় ক'রে অমরতা অর্জনের সামর্থ্য। ইক্‌বালের কাছে প্রেম দ্বারা মৃত্যুজয় রূপকমাত্র নয়, বরং একটা গভীর গুরুত্বপূর্ণ সত্য, শিক্ষাক্ষেত্রে যাকে উপেক্ষা করা যায় না। ইক্‌বালের ধারণা সম্পূর্ণরূপে মৌলিক এবং তা' অমরতার ধারণার প্রতি বিদ্রূপ পোষনকারী নাস্তিক জড়বাদী ও তার প্রতি নিষ্ক্রিয় বিশ্বাসীদের ধারণা থেকে মূলের দিক দিয়েই পৃথক। আমার কাছে প্রেরিত এক পত্রে কবি স্মরণীয় ভাষায় জোরের সংগে এই মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন ঃ 'অমরতা যদি একটি সত্য হয়, তা' নিয়ে কোনো বাকবিতণ্ডা করা সংগত নয়।

যদি তা' আত্মার কাছে অর্জনীয় হয়, তা' হোলে কোনো শিক্ষা-ধারা তাকে উপেক্ষা করতে পারে না, যদি নিছক বুদ্ধিবৃত্তির শিক্ষা-দানই তার উদ্দেশ্য না হয়।' তিনি তাঁর বক্তৃতায় নির্দেশ করেছেন যে, কোরান শরীফের শিক্ষা অনুসারে মানুষের সামনে উন্মুক্ত রয়েছে 'বিশ্বজগতের অর্থ উপলব্ধি ক'রে অমরতা অর্জনের পথ।' তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে যে সত্তার ক্রমবিবর্তন চল্‌লো, কয়েক বছরের জীবনের পরেই যে সে অপ্রয়োজনীয় বস্তু হিসাবে দূরে নিক্ষিপ্ত হবে, এটা খুবই অসম্ভব ব্যাপার, বরং তিনি বিশেষ চিন্তা-উদ্দীপক মন্তব্য ক'রে বলেছেন যে, চির-বর্ধিষ্ণু খুদী হিসাবেই সে বিশ্বের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করতে পারে। ব্যক্তিগত অমরতা কারুর অধিকারের অন্তর্গত নয়; তা' অর্জিত হয় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা। মানুষ কেবল তা' অর্জনের জন্য প্রয়াসী হোতে পারে। আত্মাকে সংগ্রাম ক'রে চল্‌তে হয়, যতোদিনে সে আত্মজয় ক'রে পুনর্জীবন লাভ না ক'রে। আমাদের কার্যকলাপের দোষগুণই দিনের পর দিন নির্দেশ করবে—আমাদের আত্মা দুর্বল হোতে দুর্বলতর হ'য়ে নিঃশেষিত ও অবনতিগ্রস্ত হবে, অথবা ক্রমশঃ শক্তি ও শৃংখলা অর্জন ক'রে মহত্তর জীবনের জন্য তৈরী হবে। কোরানের উল্লেখ অনুসারে 'মানুষের অনন্ত পুরস্কার রয়েছে তার আত্মবিকাশ, অতুলনীয়তা ও আত্মা হিসাবে তার কর্মোন্মাদনার মধ্যে ক্রমবর্ধিষ্ণুতায়। (১) এই কারণেই আমাদের প্রত্যেকটি কার্যের রয়েছে অনন্ত গুরুত্ব: তা' ক্ষণস্থায়ী নয়, বরং আমাদের দৈনন্দিন কার্য-কলাপ আমাদের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং কি ভাবে আমরা তা' সম্পন্ন করি, তার গভীর বৈশিষ্ট্য

(১) বক্তৃতা।

আমাদের ও অপরের সাথে অংগাংগী জড়িত। এই মনোভাব অপরিহার্যরূপে জীবনের ধর্মীয় দৃষ্টিভংগীর সাথে সংশ্লিষ্ট। 'জাবিদ-নামা'-য় কবি 'বান্দায়ে হক'-এর এক সুন্দর মর্মস্পর্শী চিত্র অংকিত করেছেন—যে মানুষ কোনো মহান উদ্দেশ্যে শক্তিশালী, সাহসী ও আত্মস্বীকৃতি-মূলক কর্মপ্রবণতা দ্বারা অমরতা অর্জন করে :

زندگی محکم ز تسلیم و رضاست
موت نیرنج و طلسم و سیمیاست
بندهٔ حق ضیغم و آهوست مرگ
یک مقام از صد مقام اُوست مرگ!
می فتد بر مرگ آں مرد تمام
مثل شاهینے کہ اُفتد بر حمام!
هر زماں میرد غلام از بیم مرگ
زندگی اُو را حرام از بیم مرگ!
بندۂ آزاد را شانے دگر
مرگ اُو را می دهد جانے دگر!
اُو خود اندیش است مرگ اندیش نیست!
مرگ آزاداں ز آنے بیش نیست!
بگزر از مرگے کہ سازد بالحد
زانکہ ایں مرگ است مرگ دام و دد!

জীবন শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে
আত্মসমর্পণ ও স্বেচ্ছাবাধ্যতায়,
মৃত্যু কিছুই নয় মায়া ও মরীচিকা ছাড়া।

বান্দায়ে হক হচ্ছে ব্যাঘ্র
আর মৃত্যু তার শিকার,
মৃত্যু তার কাছে বহু স্তরের একটি মাত্র ;
পূর্ণ মানব ছোঁ মারে মৃত্যুর উপর
যেমন করে ছোঁ মারে ঈগল
ঘুঘু পাখীকে।
গোলাম চিরন্তন মরণমুখী মৃত্যুভয়ে,
জীবন তার কাছে অসম্ভব
মৃত্যুভয়ের দরুণ !
আযাদ মানুষের রয়েছে ভিন্ন মনোভাব,
মৃত্যু তাকে দেয় শুধু নব জীবন ;
আত্মার প্রতি সে শ্রদ্ধাবান,
মৃত্যুর জন্য নয় সে শংকাকুল।
আযাদ মানুষের মৃত্যু—
সে তো মুহূর্তের জন্য।
অতিক্রম ক'রে যাও সে মৃত্যুকে—
যা' কবরেই সীমাবদ্ধ ;
কারণ সে মৃত্যু তো জন্তু-জানোয়ারেরই মৃত্যু।

[জাবিদনামা ঃ ২১৭ পৃষ্ঠা]

সত্য ও মানবতার পথে মহত্ত্বের সাথে বাঁচা আর মহত্ত্বের সাথে মরাই মানুষকে করে অমরতার দাবীদার, যে অমরতা অর্জন করেছিলেন জংগে কার্‌বালার ময়দানে হযরত আলী (কা)-র বীরপুত্র ঃ

مرد مومن خواہد از یزدان پاک
آں دگر مرگے کہ بر گیرد ز خاک
آں دگر مرگ! انتہائے راہ شوق
آخریں تکبیر درجنگاہ شوق!
جنگ شاہان جہاں غارت گری است
جنگ مومن سنت پیغمبری است!
جنگ مومن چیست؟ ہجرت سوئے دوست!
ترک عالم، اختیار کوئے دوست!
گرچہ ہر مرگ است بر مومن شکر!
مرگ پور مرتضے چیزے دگر!
آنکہ حرف شوق با اقوام گفت
جنگ را رہبانئی اسلام گفت!
کس نداند جز شہید ایں نکتہ را
کو بخون خد خرید ایں نکتہ را

মোমেন আল্লার কাছে কামনা করে সেই মৃত্যু,
যার পরে আসে নবজীবন।
অপর যে মৃত্যু ঃ
সে তো উৎসুক অনুসন্ধানের সমাপ্তি,
আল্লার মহত্বের শেষ স্বীকৃতি
সমর-ক্ষেত্রের উপর।
রাজা-বাদশার যুদ্ধ—
সে তো কেবল লুণ্ঠন আর ধ্বংস,

আর মোমেনের যুদ্ধ—
সে হচ্ছে পয়গাম্বরের পদানুসরণ।
মোমেনের যুদ্ধ কি?
হিজরত মাশুকের পথে!
সে তো সংসার থেকে বিদায়
আর আশ্রয় নেওয়া প্রেমাষ্পদের কাছে।
যদিও সকল মৃত্যুই কৃতজ্ঞতার বাহন
মোমেনের কাছে,
তবু সত্যি অতুলনীয় সেই মোর্তজা-তনয়ের মৃত্যু!
পরিবেশন করেছেন যিনি প্রেমের বাণী
কওমের কাছে,
যুদ্ধকে বলেছেন 'ইসলামের রুহবানিয়াৎ!'
কেউ জানে না সত্যকে শহীদ ব্যতীত,
যে খরিদ করেছে জ্ঞান
তার আপনার শোণিতের বিনিময়ে।

[জাবিদনামা ঃ ২১৮ পৃষ্ঠা]

ইক্‌বালের কাব্য আমাদেরকে যে জীবনের সন্ধান দেয়, তাতে বুদ্ধিবৃত্তি, কর্ম ও প্রেমের মিলন ঘটেছে দৃঢ় ও গতিশীল ঐক্যের বন্ধনে, যা'তে মৃত্যুকে জয় ক'রে মানুষের ব্যক্তিত্বকে ক'রে তোলে অবিনশ্বর। এই বিরাট দৃষ্টিভংগী যে শিক্ষাধারার সমর্থক তার সাথে আমাদের সাধারণ শিক্ষাধারার কী শোচনীয় বৈষম্য!

সাত

সচ্চরিত্রের শিক্ষা

যে কোনো শিক্ষাদর্শনের ধারা যে ধরণের মানুষকে গ'ড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কায ক'রে যায়, তাকে তার একটা স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করতে হবে, কারণ সেই বিশেষ ধারা থেকে প্রেরণা লাভ ক'রে যে সব মানুষ গ'ড়ে উঠবে, তাদের গুণ ও চরিত্রের উপরই পরিণামে যে কোনো বিশেষ শিক্ষাধারার নৈতিক মূল্যমান নির্ভর করবে। ইক্‌বাল সাহিত্য পাঠে যে 'সৎ মানুষের' ধারণা আমাদের মনে জন্মে, তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারায় পরিকল্পিত শিক্ষা দ্বারা যে 'সৎ মানুষ' গ'ড়ে উঠবে, বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সংক্ষেপে তার একটা চিত্র অংকিত করবার চেষ্টা করবো। তার মধ্যে যে সব গুণের সমাবেশ হওয়া প্রয়োজন, তার কতকগুলি সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আলোচনা করেছি; এখন আমাদেরকে তার একটি পরিপূর্ণ চিত্র এঁকে তুলতে হবে। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, এ ক্ষেত্রেও ইক্‌বাল তার সমগ্র অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইসলামের শিক্ষা থেকে।

প্রথমতঃ, সদ্ভাবে চালিত জীবন হবে অবশ্য সক্রিয় প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের জীবন; কর্মবিমুখ, নিশ্চল অথবা ঘৃণ্য আরাম-আয়েশের জীবন নয়। কারণ 'গৌরবের প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ একটি ঘণ্টা' (ইকবালের বিশেষ অর্থ অনুযায়ী 'গৌরব') হচ্ছে 'নামহীন সারা জীবনের সমতুল'।

در سرائے هست و بود آئی ؟ میا
از عدم سوئے وجود آئي ؟ میا
در بیائی چوں شرار از خود مرو
در تلاش خرمنے آوارہ شو!
تاب وتب داری اگر مانند مہر
پابنہ در وسعت آباد سپہر!
سینۂ داری اگر در خورد تیر
درجہاں شا ہیں بزی شاهین میر!
زندگی راچیست رسم ودین وکیش ؟
یک دم شیری به از صدسال میش!

আসবে তুমি এই ক্ষণিক বিশ্বে ?
তা' হোলে বর্জন কর।
আসবে তুমি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে ?
বর্জন কর তা' হোলে !
যদি তা-ই কর,
তা' হোলে হারিয়ে ফেলো না আপনাকে
স্থানের গণ্ডিতে স্ফুলিংগের মতো ;
সাহস ক'রে বেরিয়ে পড়ো
সন্ধান করতে খাদ্যাগার।
যদি থাকে তোমার সূর্যের ঔজ্জ্বল্য,
বাড়িয়ে দেও তোমার চরণ
আকাশের প্রসারতার বুকে।

যদি থাকে তোমার এমন অন্তর
যে উপেক্ষা করবে তীরের আঘাত,
তা' হোলে যাপন কর শাহীনের জীবন
আর মৃত্যুবরণ কর
শাহীনেরই মতো।
মতবাদ, অনুষ্ঠান আর বিশ্বাসের
মূল্য কি যিন্দেগীতে ?
সিংহের জীবনের একটি মুহূর্ত
মূল্যবান মুষিক-জীবনের শতবর্ষ অপেক্ষা।

[জাবিদনামা : ২১৬-১৭ পৃষ্ঠা]

এই কর্মতৎপরতা গতানুগতিক ধারায় চালিত হবে না ; তা' হবে সৃষ্টিধর্মী (Creative) ও মৌলিক (Original) ; কারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টিপ্রবণতাই সব চাইতে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য—যার ফলে সে সক্ষম হয় এই অপরিণত বিশ্বকে পরিণত রূপ দিয়ে গ'ড়ে তুলতে এবং তাকে শৃংখলা ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে :

دمبدم مشکل گرو اساں گزار
دمبدم نو آفرین و تازہ کار
خلعتے از آب و گل پیدا کند
دست و پا و چشم و دل پیدا کند

চিরকাল কঠিনকে করে সে আমন্ত্রণ,
অগ্রাহ্য ক'রে যায় সহজকে,
চিরকাল সে চলে সৃষ্টি ক'রে
আর অর্জন করে নতুনকে ;

সে বয়ন করে তার পরিচ্ছদ
পানি ও কর্দমে
আর পয়দা করে হাত-পা,
আঁখি আর অন্তর।

[জাবিদনামা ঃ ২১৬-১৭ পৃষ্ঠা]

সে তার দৈনন্দিন জীবনকে চালিত করে পারিপার্শ্বিকতার সাথে সক্রিয় সংযোগ রেখে এবং নিজস্ব উদ্দেশ্যের অনুরূপভাবে তাকে দেয় নবতর গতিশীল রূপ। 'আসরারে খুদী' কাব্যে হযরত আলীর (ক)-র নামসমূহের অন্তর্নিহিত অর্থ বিশ্লেষণ ক'রে কবি বলিষ্ঠ ভংগীতে সচ্চরিত্রের এই সক্রিয় গুণরাজিকে রূপ দিয়েছেন ঃ

هر کہ در آفاق گردد بو تراب
باز گرد اندز مغرب آفتاب
از خود آگاهی یدا للّهی کند
از یدا للّهی شهنشاهی کند
حکمراں باید شدن بر خاک خویش
تا مے روشن خوری از تاک خویش
سنگ شو اے همچو گل نازک بدن
تا شوی نبیاد دیوار چمن
از گل خود آدمے تعمیر کن
آدمے را عالمے تعمیر کن
گر بنا سازی نہ دیوار و درے
خشت از خاک تو بندد دیگرے

خیز و خلاق جہاں تازہ شو
شعلہ در بر کن خلیل آوازہ شو
باجہاں نا مساعد ساختن
ہست در میراں سپر انداختن
مرد خود دارے کہ باشد پختہ کار
بامزاج او بسازد روزگار
گر نہ سازد بامزاج او جہاں
می شود جنگ آزما با آسماں
می کند از قوت خود آشکار
روزگار نو باشد سازگار
در جہاں نتواں اگر مردا نہ زیست
ہمچو مرداں جاں سپردن زندگیست
زندگانی قوت پیداستے
اصل اؤاز ذوق استیلاستے
زندگی کشت است وحاصل قوت است
شرح رمز حق و باطل قوت است
اے زاداب امانت بے خبر!
از دو عالم خویش را بہتر شمر!

এই বিশ্বের বুকে যে কেহ হোতে পারে বু-তোরাব,
ইংগিতে তার সূর্য উদিত হয়
পশ্চিম-গগন থেকে ;

আত্ম-জ্ঞান দ্বারা
তিনি কর্ম ক'রে যান আল্লার হস্তের,
আর আল্লার হস্ত হ'য়েই
শাসন চালিয়ে যান সকলের উপর।
যদি তুমি পান কর স্বচ্ছ সুরা
তোমার আপন দ্রাক্ষা থেকে,
তোমায় প্রভুত্ব করতেই হবে
তোমার আপন মৃত্তিকার উপর।
কমনীয় তুমি গোলাবের মতো,
কঠিন হ'য়ে ওঠ প্রস্তরের ন্যায়,
যেনো তুমি হোতে পার জান্নাতের প্রাচীর-ভিত্তি।
তোমার কর্দমকে পরিণত কর একটি মানবে,
তোমার মানবকে পরিণত কর বিশ্বে।
যদি তুমি নির্মান না কর প্রাচীর অথবা দ্বার,
অপর কেহ নির্মান করবে ইষ্টক
তোমার মৃত্তিকা থেকে।
জাগ্রত হও, সৃষ্টি কর নতুন জগৎ!
আবৃত কর আপনাকে অনল-শিখায়,
হ'য়ে ওঠ ইবরাহীমের মতো।
এই বিশ্বের সাথে তাল রেখে চলা—
যে ভালোবাসে না তোমার সংকল্পকে,—
সে শুধু নিক্ষেপ করা বর্ম
সমর ক্ষেত্রের মধ্যে।
সবল-চরিত্র মানব—

যে প্রভু তার আপনার,
লাভ করে সৌভাগ্য অপরিমাণ।
যদি বিশ্ব না মেনে নেয় তার খেয়াল,
সে পরীক্ষা করবে যুদ্ধের দুর্ঘটনাকে
স্বর্গের সাথে।
তার আপন শক্তিতে
সে সৃষ্টি করবে একটা নবীন বিশ্ব—
যা' চল্‌বে তার খুশীতে।
যে বেঁচে থাক্‌তে পারে না এই বিশ্বের বুকে
মানুষের মতো,
তার বীরের মতো মৃত্যু বরণই শ্রেয়ঃ।
জীবনের আছে একটি মাত্র নিয়ম।
জীবন শক্তির প্রকাশ,—
আর তার মূল উৎস বিজয়ের আকাংখা।
জীবন বীজ আর ক্ষমতা তার ফসল ;
ক্ষমতা বুঝিয়ে দেয় সত্য-মিথ্যার রহস্য।
ওগো অসাবধান যারা তোমাদের প্রতি প্রদত্ত বিশ্বাসে,
বিশ্বাস কর নিজেদেরকে
উভয় বিশ্বের সেরা ব'লে।

[আসরারে খুদী ঃ দশম অধ্যায়]

দুনিয়ায় মানবের ভূমিকা সম্পর্কে কি বিরাট প্রেরণাদায়ক ধারণা! আমাদের সংকীর্ণ ও প্রাণহীন পেশাদারী লক্ষ্যবিশিষ্ট শিক্ষাধারার ভীরুতা ও বিকৃত দৃষ্টিভংগীর সাথে ইক্‌বালের ধারণার

কি গতিবান বৈষম্য ! বাবা সহ্‌রাইয়ের মুখ দিয়ে তিনি ভারতীয় মুসলিমকে নির্দেশ দিচ্ছেন আত্মশক্তিকে বলিষ্ঠ করতে এবং পর-নির্ভরতা বর্জন ক'রে সম্মানিত ও আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে ঃ

تو کہ از نور خودی تابندۂ
گر خودی محکم کنی پایندہ
چوں خبردارم زساز زندگی
باتو گویم چیست راز زندگی
غوطہ درخود صورت گوہر زدن
پس زخلوت گاہ خود سر بر زدن
زندگی از طوف دیگر رستن است
خویش را بیت الحرم دانستن است

আত্মার আলোকে যেমন প্রোজ্জ্বল তুমি,
আত্মাকে ক'রে তোল শক্তিমান,
তবেই তুমি হবে স্থায়ী।
যেহেতু পরিচিত আমি
জীবনের ঐক্যতানের সাথে,
বল্‌বো তোমায় আমি জীবন-রহস্য—
নিমজ্জমান হওয়া তোমার আপনার ভিতরে
মুক্তার মতো,
তারপর জাগ্রত হওয়া
তোমার অন্তরের নির্জনতা থেকে ;

জীবন কি
অপরের চতুষ্পার্শে ঘুরে মরার দুঃখ থেকে
মুক্তি ছাড়া,
আর আপনার অন্তরকে
পবিত্রতার মন্দির জ্ঞান না ক'রে ?

[আসরারে খুদী : ষোড়শ অধ্যায়]

দ্বিতীয়তঃ, 'সৎ মানুষের' পক্ষে যরুরী কর্তব্য হচ্ছে প্রকৃতির অনন্ত শক্তিকে কাযে লাগাবার জন্য বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে আপনার জ্ঞান ও শক্তি বৃদ্ধি করা। বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ ব্যতীত সে তার চারদিকের শক্তির কাছে হবে কৃপার পাত্র এবং তার কার্যকলাপ হবে সীমাবদ্ধ ও ফলহীন.

هر خاکی و نوری پہ حکومت ہے خرد کی
باہر نہیں کچھ عقل خدا داد کی زو سے
عالم ہے غلام اس کے جلال ازلی کا
اک دل ہے کہ ہر لحظہ الجھتا ہے خرد سے

বুদ্ধির রাজত্ব চলে
কর্দম ও আলোকে গড়া সকল সত্তার উপর,
কিছুই নয় খোদা-দাদ মনের
সীমানার বাইরে,
সমগ্র বিশ্ব অবনমিত হয়
তার চিরন্তন গৌরবের কাছে,
কেবল অন্তঃই বিরোধিতা করে
তার আধিপত্যের
প্রতি পদক্ষেপে।

[যরবে কলিম : ৩৪ পৃষ্ঠা]

কর্মের পন্থা হিসাবে বুদ্ধিবৃত্তিকে যেভাবে ব্যবহার করতে হবে, তার ইংগিত পাওয়া যায় শেষ পংক্তিতে। বুদ্ধিবৃত্তি আমাদেরকে শক্তি দেয়, কিন্তু আমরা দেখেছি, মানবতার কল্যাণে এই শক্তির সংস্কারমূলক সদ্ব্যবহার করা যায় কেবল তখনই, যখন তা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় প্রেম দ্বারা। এই প্রেম অবশ্য অর্থহীন মানসিক আবেগমাত্র নয়; এ হচ্ছে একটি সক্রিয় শক্তি—যাকে কার্যকরী উদ্দেশ্য সাধনের কাযে লাগালে তা' মানব-ব্যক্তিত্বকে দেয় একটা বিস্ফোরণী শক্তি। তার ফলে সে সংযুক্ত হয় তার স্রষ্টার সাথে একই সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টায়। সত্যিকার মোমেন ব্যক্তি ধর্মীয় পরিভাষা অনুসারে জীবন ধারণ করে তার প্রভুর নামে, দুনিয়া-জাহানে তাঁর ক্রমবর্ধিষ্ণু উদ্দেশ্য কার্যকরী করতে সে উৎসর্গ করে তার সমস্ত শক্তি এবং এম্নি ক'রে সে তার আপনাকে যোগ্য ক'রে তোলে 'আল্লার প্রতিনিধি' হবার। আল্লার উদ্দেশ্যের অনুরূপ ইচ্ছাশক্তি-বিশিষ্ট পূর্ণ ব্যক্তিত্বের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ইকবাল তাঁর কাব্যে ঃ

تابع حق دیدنش نادیدنش
خوردنش نوشیدنش خوابیدنش

قرب حق از هر عمل مقصود دار
تا ز تو گردد جلالش آشکار

صلح شرگردد چو مقصود است غیر
گر خدا باشد غرض جنگ است خیر

هر که خنجر بهر غیر الله کشید
تیغ او در سینهٔ او آرمید

আল্লার উপরে নির্ভর করে তার দেখা, না-দেখা,
তার পানাহার ও নিদ্রা।
যা' কিছু কর তুমি,
লক্ষ্য হোক্ তোমার আল্লার নৈকট্য লাভ,
যেনো তাঁর গৌরব প্রকাশিত হয়
তোমা দ্বারা।
শান্তি হয়ে ওঠে অশান্তি,
যদি তার উদ্দেশ্য হয় অপর কিছু ;
যুদ্ধ তখনই শ্রেয়,
যখন তার লক্ষ্য হয় আল্লাহ্।
যে কেহ গ্রহণ করবে তরবারি
অপর কিছুর জন্য
আল্লাহ ছাড়া,
তরবারি তার বিদ্ধ হবে তার আপন বক্ষে।

[আসরারে খুদী ঃ পঞ্চদশ অধ্যায়]

কিন্তু প্রভুর পথে এই 'জেহাদ' সব সময়েই সশস্ত্র দৈহিক সংগ্রামের অর্থ প্রকাশ করে না ; প্রকৃত পক্ষে সশস্ত্র সংগ্রাম সেই চরম অবস্থায়ই প্রযোজ্য, যেখানে আত্মরক্ষা করতে হয় অত্যাচার, আক্রমণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে। সত্যিকার অর্থে এ 'জেহাদ' হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে শান্তি, বিচার ও মানবতার রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রকার সংগ্রাম। কখনো কখনো তা' রূপ লাভ করে নিজের ভিতরের নীচ প্রবৃত্তিকে জয় করার অবিরাম সংগ্রামে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী জেহাদের সত্যিকার অর্থ এই ঃ

مرد مومن زندہ و باخود بجنگ
برخود افتد ہمچو بر آہو پلنگ

মোমেন হচ্ছে চির জীবন্ত—
সংগ্রামশীল তার আপনার সাথে,
সে পতিত হয় তার আপনার উপর
হরিণীর উপর নেকড়ের মতো।

এই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে নিয়ে মানুষ অগ্রসর হয় আত্মপ্রত্যয়, আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশের কঠোর সংগ্রামের পথে, যাপন করে কঠোর কর্মময় জীবন এবং বর্ধিত করে তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্পদ। তার ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত সম্পদ বর্ধন দ্বারা সে উত্থান করে স্বপ্নাতীত উচ্চতায় এবং তখনই সে হ'য়ে ওঠে তার অদৃষ্টের স্রষ্টা ও আল্লার পরিকল্পনায় তাঁর সহযোগী।

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے !

এমন উন্নত ক'রে তোল
তোমার আত্মাকে,
যেনো তক্‌দীর লেখার আগে
খোদা সুধান তোমায়ঃ
বল, কি তোমার আকাংখা।

[বালে জিবরিল ঃ ৮১ পৃষ্ঠা]

এইরূপ মর্যাদা অর্জন করতে মানুষ দুর্নীতি ও মিথ্যার সাথে আপোষ করার মনোভাব সগৌরবে বর্জন করবে এবং অপরিহার্যরূপে

অবৈধ পার্থিব শক্তির কাছে অবনমিত না হ'য়ে আপন আত্মাকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করবে। মানুষের আত্মমর্যাদার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন ইক্‌বাল তাঁর রচনায়ঃ

خودی را مردم آمیزی دلیل نارسائی ها!
توائے درد آشنا بیگانہ شواز آشنائی ها
بدرگاه سلاطین تاکجا ایں چهره سائی ها
بیا موزاز خدائے خویش ناز کبریائی ها
محبت ازجوانمردی بجائے می رسد روزے
کہ اُفتد از نگاهش کاروبار دل ربائی ها

অপরের উপর নির্ভরশীলতা
আত্মার অপরিপক্কতার লক্ষণ,
ঊর্ধ্বে ওঠ এই নির্ভরতার,
ওগো ক্রুসের অধিকারী!
কতোকাল আর অবনমিত হবে
রাজ-দরবারে?
শিখে নেও তোমার আল্লার কাছে
আত্মমর্যাদামূলক নির্ভরতা
প্রেম—সাহসে অনুপ্রাণিত—
পৌঁছবে একদিন তার লক্ষ্যস্থলে,
প্রেমের ভান যখন হারিয়ে ফেলবে
তার প্রভাব।

[যবুরে আজম : ১৭৪—৭৫ পৃষ্ঠা]

এম্নি ক'রে মানুষ কেন্দ্রীভূত ও পূর্ণ পরিণত ব্যক্তিত্ব দ্বারা সমৃদ্ধ হ'য়ে সম্পদ বা যন্ত্র-প্রতিমার উপর বিশ্বাস বর্জন ক'রে এবং তার আপনার ও আল্লার প্রতি বিশ্বাস পোষণ ক'রে হ'য়ে ওঠে সৎকার্য সাধনের এক দুর্দমনীয় শক্তি এবং অংশ গ্রহণ করে স্রষ্টার স্থষ্টি-তৎপরতায় ঃ

بندۂ حق بندۂ اسباب نیست
زندگانی گردش دولاب نیست
مسلم استی بے نیاز از غیر شو
اهل عالم را سرا پاخیر شو
رزق خود را از کف دوناں مگیر
یوسف استی خویش را ارزاں مگیر
"پشت پا زن تخت کیکاؤس را
سر بده از کف مده ناموس را"
فرد فرد آمد کہ او خود را شناخت
قوم قوم آمد کہ جز با خود نساخت
از پیام مصطفے آگاہ شو
فارغ از ارباب دون اللہ شو

'বান্দায়ে হক' নির্ভরশীল হয় না
অবস্থার কাছে ;
জীবন নয় ঘণ্টা-দোলকের আবর্তন !
মুসলিম যদি তুমি,
শিক্ষা কর আত্মনির্ভরতা,

হও তুমি অবিমিশ্র আশীর্বাদ
বিশ্বের সকল জাতির কাছে ;
সন্ধান করো না তোমার জীবিকা
নীচমনার হাত থেকে।
ইউসুফের মতো তুমি ;
সুলভ করো না আপনাকে।
'হেলায় উপেক্ষা কর তুমি
কায়কাউসের সাম্রাজ্য,
কোরবান করো তোমার শির,
তবু কোরবান করো না তোমার সম্মান।'
সেই মানুষই তুলনাহীন—
যে জান্‌তে শেখে তার আপনাকে,
সেই কওমই সত্যিকার কওম—
যে আপোষ করে না অপরের সাথে।
শিক্ষা করো মোস্তাফার বাণীর তাৎপর্য,
বর্জন করো সকল আরাধ্য
এক আল্লাহ্‌ ছাড়া।

[রুমুযে বেখুদী : ১৮৩—৮৮ পৃষ্ঠা]

অনুভূতি ও শক্তি—মানব-কল্যাণ ও আদর্শ মূল্যবোধের অনুভূতি এবং তার উদ্দেশ্য রূপায়নের শক্তিসমন্বিত চরিত্র গঠন করবার জন্য ইকবালের পরিকল্পিত শিক্ষাধারায় তিনটি গুণকে আয়ত্ত করতে হবে : সাহস, পরমতসহিষ্ণুতা ও ফকর। মানব-চরিত্রের উপর আমরা এর তাৎপর্য ও প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

মানব-চরিত্রের সঠিক শিক্ষার জন্য সাহসের মনোভাব চর্চাকে ইকবাল অপরিহার্য মনে করেন। এই শিক্ষা এমনভাবে পরিকল্পিত হবে, যাতে ভীতিপূর্ণ মনোভাবের বাহন সর্বপ্রকার প্রভাবকে দূরীভূত করা যায়। ভীতিকে তিনি মনে করেন সর্বাপেক্ষা অবনতিকর ও বাধা-সৃজনকারী মনোভাবের অন্যতম। প্রেম যেমন শক্তিমান করে আত্মাকে, প্রেমের বিপরীতধর্মী ভীতি তেমনি দুর্বল করে তাকে এবং তা' হয় ব্যক্তি-চরিত্রের সর্বপ্রকার কলংকের বাহন। সঠিক-ভাবেই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লার ভীতি জ্ঞানের প্রারম্ভিক স্তর মাত্র। কিন্তু এ-ও সমভাবে সত্য যে, অপর সব রকমের ভীতি হরণ করে জীবনের আনন্দ, দুর্বল করে কর্মশক্তিকে, এবং চরম তীব্রতার পর্যায়ে পৌঁছে সে পশ্চাৎমুখী ক'রে তোলে জীবনকে। শঠতা, মোনাফেকী, নীচতা, কাপুরুষতা, মোসাহেবী প্রভৃতি দুর্বলের স্বভাবজাত সকল অন্যায়ের জন্মদাতা এই ভীতি। ইকবালের কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে জীবনের কর্মধারার চালক শক্তি হিসাবে ভীতির বিরুদ্ধে তীব্র আপোষহীন নিন্দা ঃ

لابہ و مکاری و کین و دروغ
این همه از خوف می گیرد فروغ
هر شر پنہان که اندر قلب تست
اصل او بیم است اگر بینی درست

মোসাহেবী, বিশ্বাসঘাতকতা,
শঠতা ও কূট কৌশল—
সবই পরিপুষ্ট হয় ভীতির কোলে ;
প্রত্যেক লুকানো দুষ্কৃতি—

যা' বিরাজ করে তোমাদের অন্তরে,
সব কিছুই সৃষ্টি ভীতির—
যদি তোমরা সত্যিকার ভাবে উপলব্ধি কর।

[রুমুযে বেখুদী ঃ ১১০ পৃষ্ঠা]

আধুনিক মনস্তত্বও এই গুরুত্বপূর্ণ সত্য প্রকাশ করেছে যে, আপাতদৃষ্টিতে যেসব ভয় প্রদর্শনকে আমরা পাশবিক শক্তির প্রকাশ ব'লে মনে করি, যেমন দাম্ভিকতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও সামরিক শক্তি প্রদর্শন—তার ভেতরেও লুক্কায়িত ভীতির পরোক্ষ প্রকাশ। বলবান কর্তৃক দুর্বলের শোষণ, নতুন নতুন ধারণাকে দমিতকরণ, ধনিক ও শক্তিমানের অন্যায়লব্ধ লাভ ও সুবিধা সংরক্ষণের জন্য নীতিবিরোধী আইন প্রণয়ন, বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে সামরিক অস্ত্রসম্ভারের প্রতিযোগিতা—সমসাময়িক কালের প্রচলিত জীবনধারার এম্নি সব বিভিন্ন দিক প্রকৃতপক্ষে এই প্রমাণই দিচ্ছে যে, আমাদের সমগ্র সভ্যতা ভীতি ও তার আনুসংগিক ঈর্ষা দ্বারা প্রভাবান্বিত। সুতরাং দুর্বল ও সবল—সকলেরই চরিত্রকে অবনমিত করছে এই ভীতি!

চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সাহসের চর্চা করা যায় 'তওহীদ' বা একত্ববাদকে স্বভাবের সক্রিয় কার্যকরী নীতি ক'রে নিয়ে। ইক্‌বালের মতে তওহীদ আল্লার ভয় ব্যতীত সর্বপ্রকার ভীতিকে অগ্রাহ্য করে। আল্লার ভয় অর্থ হচ্ছে আমাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে আল্লার ক্রমবর্ধিষ্ণু উদ্দেশ্যের কাছে সমর্পণ এবং অপর যে সব শক্তি আমাদের স্বাধীন ও অবাধ বিকাশ এবং ন্যায়সংগত মানবীয় অধিকার চালনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টির প্রয়াস পায়, পৌরুষ

সহকারে তাদেরকে উপেক্ষা করা। আমাদের ভীতিগ্রস্ত সমসামিয়িক মানুষদের কাছে কবির নির্দেশ ঃ

عشق را آتش زن اندیشہ کن
روبۂ حق باش و شیری پیشہ کن
خوف حق عنوان ایمان است وبس
خوف غیر از شرک پنہاں است و بس
فارغ از اندیشۂ اغیار شو
قوت خوابیدۂ بیدار شو

প্রেম দগ্ধ ক'রে দিক সকল ভীতি,
ভয় কর কেবল আল্লাহকে
আর বেঁচে থাক সিংহের মতো ;
আল্লার ভীতি ঈমানের প্রারম্ভ,
আর অপরের ভীতি হচ্ছে
অবগুণ্ঠিত পৌত্তলিকতা ;
মুক্ত কর নিজকে
অপরের ভীতি থেকে,
তুমি এক ঘুমন্ত শক্তি ;
জাগ্রত ক'রে তোল আপনাকে।

[রুমুযে বেখুদী ঃ ১১৪ পৃষ্ঠা]

'রুমুযে বেখুদী' কাব্যে ইকবাল আলোচনা করেছেন—কি ক'রে ভীতি, হতাশা ও কাপুরুষতা অধিকাংশ দোষের বাহন হয় ও

জীবনের গতি-চাঞ্চল্যকে শিথিল ক'রে দেয় এবং কি ক'রে তওহীদের মতবাদকে কার্যে পরিণত করলে তা' হয় সকল দোষের কার্যকরী প্রতিষেধক।

اے کہ در زندان غم باشی اسیر
از نبیؐ تعلیم لاتحزن بگیر
گر خدا داری زغم آزاد شو
از خیال بیش وکم آزاد شو
بیم غیر اللہ عمل را دشمن است
کاروان زندگی را رہزن است
تخم اُوچون در گلت خود را نشاند
زندگی از خود نمائی باز ماند
ہر کہ رمز مصطفیؐ فہمیدہ است
شرک را در خوف مضمر دیدہ است

ওগো যারা আছ বন্দী
ভীতির জিন্দানখানায়,
শিখে নেও মহানবীর নির্দেশ ঃ
'ভীত হয়ো না।"
যদি তুমি ঈমান রাখ আল্লাহতে,
মুক্ত কর আপনাকে সকল ভীতি থেকে
আর লাভ-ক্ষতির সকল আশংকা থেকে ;
গায়রুল্লাহর ভীতি
পশ্চাৎমুখী করে কর্মেক.

সেই তো দস্যু—
রাহজানি করে জীবনের কাফেলাকে ;
যখন তার বীজ রোপিত হয়
তোমার ক্ষেত্রে,
জীবন হয় পশ্চাৎমুখী আত্মবিকাশ থেকে ;
যে কেহ উপলব্ধি করেছে
মুস্তাফার শিক্ষা,
দেখেছে পৌত্তলিকতা বিরাজমান
ভীতির বুকে।

[রুমুযে বেখুদী : ১০৯-১১ পৃষ্ঠা]

ইকবাল বলেন : 'কার্যকরী ধারণা হিসাবে তওহীদের সারবস্তু হচ্ছে সাম্য, সংহতি ও স্বাধীনতা' ; যখন তা' মানব-স্বভাবের নির্দেশক নীতি হ'য়ে ওঠে, তখন তা' দ্বারা রহস্যজনকভাবে রূপান্তরিত হয় ব্যক্তির চরিত্র ও জীবন এবং তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে ক্ষমতা, সাহস ও আত্মমর্যাদার নতুন চেতনায়। আমাদের তরুণ-সমাজকে লক্ষ্য ক'রে কবি নির্দেশ দিচ্ছেন মানবচরিত্রের বাস্তব তাৎপর্য উপলব্ধি করতে :

طرح تعمیر تو از گل ریختند
با محبت خوف را آمیختند

خوف دنیا خوف عقبیٰ خوف جاں
خوف آلام زمین وآسماں

حب مال ودولت وحب وطن
حب خویش واقربا وحب زن

تا عصائے لا الٰہ داری بدست
ہر طلسم خوف را خواہی شکست

ہر کہ حق باشد چو جاں اندر تنش
خم نگردد پیش باطل گردنش

خوف را در سینۂ اُو راہ نیست
خاطرش مرعوب غیر اللہ نیست

যখন তুমি সৃষ্ট হয়েছিলে মৃত্তিকা থেকে,
তোমার সৃষ্টির উপাদানে মিশ্রিত ছিলো
প্রেম আর ভয়ঃ
ইহকালের ভয়, পরকালের ভয়, মৃত্যুর ভয়,
স্বর্গ মর্তের শত ব্যথা-বেদনার ভয়ঃ
আর প্রেম—
ঐশ্বর্যের আর শক্তির প্রেম,
দেশপ্রেম,
নিজের, স্বজনগণের আর পত্নীর প্রেম।
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র রশ্মি
যতোক্ষণ আছে তোমার হস্তে,
করতে পারবে তুমি ব্যর্থ
সকল ভয়ের আক্রমণকে।
আল্লাহ যার দেহের ভিতরে আত্মার মতো,
অহমিকার কাছে শির তার অবনত হয় না।
ভীতি পায় না প্রবেশ-পথ তার বুকে,
আত্মা তার আর কাউকে করে না ভয়
আল্লাহ ছাড়া।

[আসরারে খুদী ঃ নবম অধ্যায়]

আমাদের সামাজিক জীবন ও শিক্ষাধারা যে ভীতি ও মিথ্যা আদর্শ-প্রীতি দ্বারা চালিত, তা' উপলব্ধি করতে কোনো বিশেষ কল্পনা বা অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। শৈশবে বালক-বালিকাকে তাদের অজ্ঞ মাতা ও ধাত্রী ভীতিপ্রদর্শন ক'রে থাকে, ফলে পরিণত বয়সে তারা হয় ভীতু ও সন্দিগ্ধচিত্ত—কেবল কর্তৃত্বের ভয়ই নয়, কল্পিত ভূত-প্রেতের ভয়ও তাদের মনে বাসা বাঁধে এবং তাদেরকে তারা কল্পনা করে তাদের বাড়ির অন্ধকার আনাচে-কানাচে। বিদ্যালয়ে অনুভূতিপ্রবণ ও ক্রমবর্ধিষ্ণু শিশুকে বাস করতে হয় এক ভীতির রাজ্যে, শিক্ষক ও অন্য ছাত্রদের মতামতের জন্য তার মনে থাকে ভীতি—আর তারাও থাকে সাধারণভাবে কোনোপ্রকার নতুনত্ব ও মৌলিকতা সম্পর্কে অসহিষ্ণু এবং ব্যক্তি-বিশেষের চালচলনে কোনোপ্রকার ব্যতিক্রম দেখলে তারা তার উপর সর্বপ্রকার অন্যায় ও অপ্রয়োজনীয় বাধা আরোপ করে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ অপেক্ষাকৃত অপরিপক্ব ধরণের ভীতি বিরাজ না করলেও মাঝে মাঝে দমিত মানসিক সংঘাতের দরুণ তার অনুভূতিপ্রবণ প্রকৃতি হয়ে ওঠে তিক্ত এবং আত্মবিকাশের অবাধ গতিধারা হয় অবরুদ্ধ; অথচ শিক্ষকের মনে সাধারণতঃ এই সংঘাত দূরীকরণের জন্য সহানুভূতি ও কল্পনার অভাব থাকে। অধিকন্তু, ধর্ম, রাজনীতি ও সামাজিক রীতির দোহাই দিয়ে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমস্যা সম্পর্কে মুক্ত সমালোচনা ও স্বাধীন সিদ্ধান্তের অধিকার হরণ করা হয় একটা সংগতিহীন স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য এবং কেবল চিরাচরিত কর্তৃত্বকে মেনে নিতেই শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হয় না, বরং তাদের মনে ভয় জন্মিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং আমাদের যুবসমাজের চরিত্র ও দৃষ্টিভংগী

আচ্ছন্ন হোলে তা'তে বিস্ময়ের কিছু আছে কি? কর্ম-প্রচেষ্টা, সাহস ও আত্মনির্ভরতার অভাবে তারা বেড়ে উঠছে আড়ষ্ট প্রকৃতির ভিতর দিয়ে। সহানুভূতির দিক দিয়ে তারা হচ্ছে সীমার গণ্ডিবদ্ধ, আনুগত্যের দিক দিয়ে সংকীর্ণ এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভয়ার্ত। কখনো কখনো তারা গোঁড়ামি-প্রভাবিত হ'য়ে থাকে, কারণ পরমতসহিষ্ণু ও মহৎ প্রকৃতির বিকাশ কেবল তখনই সম্ভব হোতে পারে, যখন আত্মা সাহসী ও বলিষ্ঠ হয়। ইকবালের প্রয়োগ অনুসারে প্রেমই 'অপসারিত করে ভয়' এবং মহৎ কার্য সম্পাদনের অভ্যন্তরীন ক্ষমতার মুক্তি এনে দিয়ে ব্যক্তিত্বকে দান করে বিস্ফোরক ও গতিশীল শক্তি।

جب عشق سکھاتا ھے آداب خود آگاھی
کھلتے ھیں غلاموں پر اسرار شہنشاھی

دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولیٰ
ھو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی !

آئین جواں مرداں حق گوئی و بیباکی
اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباھی !

প্রেম যখন শিক্ষা দেয়
আত্মমর্যাদার পথ,
আধিপত্যের রহস্য
প্রকাশ লাভ করে গোলামের মাঝে।
ফকীর—যার ফকর হোতে চায়
আলীর ফকরের তুল্য,

শ্রেষ্ঠ সে দারা ও সিকান্দার অপেক্ষা,
সাহস ও সত্য বীরের প্রকৃতি,
কারণ আল্লার শের যে,
সে হয় না ভীতির দাস।

[বালে জিবরিল : ৮২—৮৩ পৃষ্ঠা]

আমাদের শিক্ষার আদর্শ ও রীতির সাথে ইক্‌বালের বিরোধী মনোভাবের ও বিপজ্জনক ভাবে বেঁচে থাকার নির্দেশের তুলনা করা চলে :

سر این فرمان حق دانی کہ چیست
زیستن اندر خطرها زندگیست

জানো তুমি
আল্লার ফরমানের গুঢ় অর্থ ?
'আনন্দময় জীবনের রহস্য
লুকানো রয়েছে বিপজ্জনক ভাবে বেঁচে থাকায়।'

[রুমুযে বেখুদী : ১৪৭ পৃষ্ঠা]

শিক্ষার ব্যাভিচার বা রাজনৈতিক চালবাজি দিয়ে যারা চাকুরীর সন্ধান ক'রে বেড়ায়, যারা তুচ্ছ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আত্মবিক্রয় করতে রাযী হয় এবং যাদের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে গোপন পথ দিয়ে অলক্ষ্য গৌরবহীন আয়েশ-আরাম ও গোলামীর জীবনে প্রবিষ্ট হওয়া, ইক্‌বাল তাদের তীব্র নিন্দা করেছেন। নীচের কবিতাংশে কবির সচেতন লক্ষ্য রয়েছে সেই জাতীয় লোকদের প্রতি—যারা ইসলামী ভাবধারার প্রতি বিশ্বাসঘাতক :

مرد درویش کا سرمایہ ہے آزادی و مرگ !
ہے کسی اور کی خاطر یہ نصاب زر و سیم

মরদে দরবেশের সম্পদ
আযাদী আর মৃত্যু ;
এ সব স্বর্ণ-রৌপ্যের মান—
এ তো সবই অপরের জন্য।

[বালে জিবরিল : ৮৯ পৃষ্ঠা]

তারপর এইসব নিন্দিত ব্যক্তিদের পথ বর্জন ক'রে তিনি আমাদের যুব সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন সাহসের আদর্শ নিয়ে এগিয়ে আসতে :

اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی !

ওগো উর্ধ্বলোকচারী পক্ষী,
মৃত্যুই কাম্য সে জীবিকার চেয়ে,—
যা' আড়ষ্ট করে তোমায় পক্ষ
আর রুদ্ধ করে তোমার উ'ড়ে চলা।

[বালে জিবরিল : ৮৩ পৃষ্ঠা]

ইক্‌বালের মতে সচ্চরিত্রের দ্বিতীয় অপরিহার্য অংগ হচ্ছে পরমত-সহিষ্ণুতা। ইক্‌বালদর্শন সম্পর্কে এক শ্রেণীর বিকৃত ধারণাসম্পন্ন সমালোচক তাঁর বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতার অভিযোগ এনেছেন, সুতরাং সহিষ্ণুতার প্রতি তাঁর বলিষ্ঠ সমর্থন তাঁদের কাছে অতি-মাত্রায় বিস্ময়কর মনে হোতে পারে। কিন্তু এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ ব্যক্তিত্বের উপর গুরুত্ব-আরোপকারী যে কোনো চিন্তাধারার কাছে সত্যিকার সহিষ্ণুতা অপরিহার্য। সমাজের সকল মানুষের

মধ্যে ব্যক্তিত্বের পূর্ণতম বিকাশ ঘটাতে হোলে সে ক্ষেত্রে অসহিষ্ণুতা হবে আত্মঘাতী, কারণ তা' দ্বারা মানুষ চালিত হয় চিরন্তন সংঘাত ও সংঘর্ষের পথে এবং তার ফলে তাদের বহুবাঞ্ছিত আত্মবিকাশের ধারা হয় অবরুদ্ধ। ইক্‌বাল মন্তব্য করেছেন ঃ 'কর্মপ্রবণ আত্মার নীতি হচ্ছে নিজস্ব আত্মমর্যাদাবোধ ও অপরের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ।' এর তাৎপর্য হচ্ছে ঃ শিক্ষা যদি অপরের ব্যক্তিত্ব— তাদের মত ও বিশ্বাস, তাদের চিন্তা ও আচরণ, আমাদের মতের সাথে তাদের অনৈক্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বলিষ্ঠ না করে, তা'হোলে আমাদের নিজস্ব আত্মমর্যাদা থাকে আচ্ছন্ন, বিকৃত ও অপূর্ণ। 'বালে জিবরিল' কাব্যে কবি সংকীর্ণ শ্রেণীগত আনুগত্য ও মতবাদের প্রতি আকর্ষণের পরিবর্তে সত্য ও মানব-প্রেমের মর্যাদার মনোভাব প্রকাশ করেছেন অতি সুন্দরভাবে ঃ

درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی
گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند!
کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق
نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند
اپنے بھی مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش
میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند!
مشکل ہے کہ اک بندۂ حق بین و حق اندیش
خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند!

দরবেশে খোদা নয়
পূর্ব অথবা পশ্চিমের,
বাসভূমি নহে আমার
দিল্লী, ইসফাহান অথবা সমরকন্দ।

প্রকাশ করি আমি সেই কথা,
যা' আমার কাছে অনুভূত হয় সত্য ব'লে,
বিভ্রান্ত হই না আমি
মসজিদ অথবা আধুনিক সভ্যতা দ্বারা।
বন্ধু হয় আমার প্রতি ক্রুদ্ধ
আর বেগানা হয় না-খোশ।
কারণ তীব্র হলাহলকে
আমি বল্‌তে পারি না শর্করা।
যে মানুষ দেখে ও বোঝে সত্যকে,
তার পক্ষে মুশকিল
ভস্ম-স্তূপকে অভিহিত করায়
কোহে দামাওয়ান্দ ব'লে।

[বালে জিবরিল : ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা]

কিন্তু এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, ইকবালের প্রচারিত সহিষ্ণুতা দৃঢ়বিশ্বাসহীন মানুষের মিথ্যা সহিষ্ণুতা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শেষোক্ত ভাবটি বর্তমান যুগের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং তা' সাধারণভাবে প্রচলিত নাস্তিকতা ও ঔদাসীন্যের ফল—যা' একান্তভাবে কোনো মূল্যবোধ, প্রত্যয় বা আদর্শের জন্য পরোয়া করে না। ইকবালের সহিষ্ণুতার জন্ম শক্তিতে, দুর্বলতায় নয় ; এ হচ্ছে বলিষ্ঠ বিশ্বাসপরায়ন ব্যক্তির সহিষ্ণুতা—যে নিজস্ব পোষিত বিশ্বাস সহকারে উপলব্ধি করে যে, অপরের বিশ্বাসেরও অনুরূপ মর্যাদা লাভ করা সংগত। এই ব্যাখ্যা অনুসারে ইক্‌বাল মনে করেন যে, সহিষ্ণুতাই হচ্ছে সত্যিকার মানবতা ও ধর্মীয় ভাবধারার ভিত্তিভূমি :

دیں سراپا سوختن اندر طلب
انتہایش عشق و آغازش ادب!

حرف بد را برلب آوردن خطاست
کافر و مومن همه خلق خداست!

آدمیت احترام آدمی
باخبر شو از مقام آدمی!

بندهٔ عشق از خدا گیرد طریق
می شود بر کافر و مومن شفیق!

کفر و دیں را گیر در پنہای دل
دل اگر بگریزد از دل وائے دل!

گرچه دل زندانئ آب و گل است
اینهمه آفاق آفاق دل است!

ধর্ম হচ্ছে চিরন্তন আকাংখা
পূর্ণতা লাভের জন্য ;
আরম্ভ তার ভক্তিতে
আর সমাপ্তি প্রেমে।
কঠোর বাক্য উচ্চারণ পাপ,
কারণ কাফের ও মোমেন
উভয়ই হচ্ছে খাল্‌কে খোদা।
আদ্‌মিয়াত কি ?
মানবের প্রতি শ্রদ্ধা !
শিক্ষা করো উপলব্ধি করতে
মানবের মর্যাদা ;

প্রেমিক মানুষ শি'খে নেয় আল্লার পথ ;
সম উদার সে
মোমেন ও কাফেরের কাছে ;
গ্রহণ করো কুফর্ ও দীনকে
সমভাবে তোমার অন্তরে !
যদি অন্তরই দূরে স'রে যায় অন্তর থেকে,
অভিশাপে পূর্ণ হয় মানব-অন্তর !
অন্তর নিঃসন্দেহে কারাবন্দী
জল ও কর্দমের কয়েদখানায়,
কিন্তু সমগ্র বিশ্বজগতে রয়েছে
অন্তরের আধিপত্য।

[জাবিদনামা : ২৪১-৪২ পৃষ্ঠা]

সহিষ্ণুতার কি অপূর্ব অনুপ্রেরণা কবির এই ক'টি পংক্তিতে !

ইকবালের পরবর্তী রচনাবলীতে 'ফকর' বা 'ইসতিগনা' নামক তৃতীয় গুণটির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই শব্দ দু'টির সন্তোষজনকভাবে ভাষান্তর করা কষ্টসাধ্য, এক কথায় এর পূর্ণ তাৎপর্য প্রকাশ করা অসম্ভব। এর অন্তর্নিহিত ধারণা কিছুটা বিকৃতভাবে হোলেও প্রাচ্যদেশবাসীদের কাছে সুপরিচিত, কিন্তু তা' পাশ্চাত্য আধুনিক চিন্তাধারার কতকটা বিরোধী। 'ফকর' কি ? আমরা দেখতে পাই যে, ইকবাল বৈরাগ্য-বাদকে অস্বীকার করেন এবং তাকে তিনি নিও প্লেটোনিজম ও মিথ্যা ভাববাদের প্রভাব ব'লে মনে করেন। তিনি এমন এক সক্রিয় জীবন-ধারার সমর্থক—যা' মানুষকে চালিত করে জড় বিশ্বকে

জয় করার পথে। কিন্তু শেষোক্ত পন্থাকে সমর্থন করলেও কবি এ সত্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন যে, বাস্তব আধিপত্যের ফলে মানুষের উচ্চতম আকাংখা বাধাগ্রস্ত হয় এবং সকল মানুষের আত্মিক পূর্ণ বিকাশ ও সম্প্রসারণের সম্ভাবনাকে করে ব্যাহত।

اب ترا دور بھی آنے کو ہے اے فقر غیور
کھاگئی روح فرنگی کو ہوائے زر و سیم!

আত্মমর্যাদাশীল ফকর
শীঘ্রই ফিরে পাবে তার দিন,
দীর্ঘকাল স্বর্ণ-রৌপ্যের লোভ
দূষিত করেছে পাশ্চাত্যের আত্মা।

[যরবে কলিম : ২৪পৃষ্ঠা]

ইকবালের কাব্যে তাই আমরা দেখতে পাই একটা উদ্বেগের ছাপ। তাঁর মতে মানুষ যখন বিশ্বজয়ের অদম্য স্পৃহায় মত্ত, তখনো তাকে জড় সম্পদের প্রতি বিচ্ছিন্নতা ও প্রাধান্যের মনোভাব বজায় রাখতে হবে। তা'হোলেই সে সম্পদের দাস হ'য়ে তার আত্মিক জীবনের দারিদ্র্য ডেকে না এনে বরং সম্পদকে তার আত্মিক সম্প্রসারণের কাযে লাগাতে পারবে এবং মানুষকে শোষণ না ক'রে তার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারবে। এ হচ্ছে এক ধরণের বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগপ্রধান সন্ন্যাস—যা' অন্যায় ও দুর্নীতির উৎস বলে দুনিয়ার দিক থেকে স'রে যায় না, বরং তাকে কাযে লাগায় মহৎ ও প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য সাধনের কাযে। তা' সৎ মানুষকে আত্মার দিক দিয়ে ক'রে তোলে সংগ্রামশীল যোদ্ধা, যেনো সে তার ফকরকে বর্মের মতো ব্যবহার করতে

পারে প্রতি পদক্ষেপে দুর্নীতি ও প্রলোভনের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য :

خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں
زرہ کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا

যেমন আধিপত্যে, তেম্নি গোলামীতে
আল্লার পাক বান্দাদেরকে মাহফুয করে
একমাত্র ইসতিগনা।

[বালে জিবরিল : ৩৮ পৃষ্ঠা]

ক্ষমতা ভোগের সময়ে এই গুণ মানুষকে বাঁচিয়ে দেয় ঔদ্ধত্য ও মদমত্ততা থেকে ; রাজনৈতিক গোলামীর অবস্থায় তাকে রক্ষা করে প্রলোভন, উৎকোচ গ্রহণ-স্পৃহা ও প্রতারণাজাল থেকে যা' দিয়ে শাসকসম্প্রদায় শাসিত জাতির স্বাতন্ত্র্য ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য বিনাশ করতে চেষ্টা করে। ইকবাল এই 'ফকর'-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে তুলনা করেছেন বিশেষ বিশেষ ধর্মমতে প্রচারিত বৈরাগ্যের সাথে—যা' মানুষের মাঝে পলায়নী মনোবৃত্তি বা সংসার-বিমুখতা এনে দেয় :

کمال ترک نہیں آب و گل سے مہجوری
کمال ترک ہے تسخیر خاکی و نوری!
میں ایسے فقیر سے اے اہل حلقہ باز ایا
تمہارا فقر ہے بے دولتی و رنجوری
نہ فقر کے لئے موزوں نہ سلطنت کے لئے
وہ قوم جس نے گنوایا متاع تیموری

জড় বিশ্ব থেকে অপসরণ
লক্ষ্য নয় সত্যিকার সন্ন্যাসের ;
লক্ষ্য তার বিজয়
কর্দম ও আলোর সকল সত্তার উপর।
বর্জন করি আমি তোমাদের এ ফকর,
হে কঠোরব্রতী তাপস!
তোমাদের এ ফকর
আর কিছু নয় দারিদ্র্য ও দুঃখ ছাড়া!
যে জাতি হারিয়ে ফেলে
তাইমুরের শৌর্য-সম্পদ—
সমভাবে অযোগ্য তারা
'ফকর' ও সাম্রাজ্যের।

[বালে জিবরিল : ৬৪ পৃষ্ঠা।]

ইসলামের ইতিহাসে এই সত্যিকার ফকরের বহু চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত মেলে। দুর্বলতা, আত্মসমর্পণবৃত্তি ও চেষ্টাহীনতা দোষ-প্রসূত মিথ্যা 'ফকর' থেকে তা' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র :

اِک فقر سکھاتا ھے صیاد کو نخچیری
اک فقر سے کھلتے ھیں اسرار جہانگیری
اک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری
اک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری
اک فقر ھے شبیری اس فقر میں ھے میری
میراث مسلمانی سرمایۂ شبیری

এক জাতীয় ফকর
শিক্ষা দেয় ধূর্ততা শিকারীকে,
অপর জাতীয় ফকর
প্রকাশ করে আধিপত্যের রহস্য;
এক ফকর জাতিকে ক'রে দেয়
অবনমিত ও অধঃপতিত,
আর এক ফকর
মৃত্তিকাকে দান করে স্নবর্ণের প্রকৃতি।
হোসায়নের স্বভাবসুলভ ফকর
উৎসমুখ আত্মিক ঐশ্বর্যের;
হোসায়েনের এই ঐশ্বর্য
মুসলিমের উত্তরাধিকার।

[বালে জিবরিল ঃ ২১৩ পৃষ্ঠা]

সুতরাং ইকবাল মত প্রকাশ করছেন ঃ

دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اُولیٰ
ہو جسکی فقیری میں بوئے اسد اللّٰہی!

ফকীর—যার ফকর হোতে চায়
আলীর ফকরের তুল্য,
শ্রেষ্ঠ সে দারা ও সিকান্দার অপেক্ষা।

এই জাতীয় 'ফকর' দুর্বলের বৈরাগ্যের পরিবর্তে মানুষের চরিত্রে এনে দেয় সবল মানুষের বিশুদ্ধ আদর্শ ও কর্ম প্রচেষ্টার শক্তি—যে সবল মানুষের চরিত্র বিলাসিতা ও প্রলোভনের

উর্ধ্বে এবং যে অন্যের পাতা ফাঁদে পড়তে রাযী নয়। তা' দ্বারা ব্যক্তি লাভ করে সত্যিকার বুদ্ধিগত ও মানসিক শক্তি :

علم کا مقصود ہے پاکی علم و خرد
فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ
چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی
ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ

জ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে বুদ্ধির বিশুদ্ধতা,
ফকরের লক্ষ্য বিশুদ্ধতা অন্তর ও দৃষ্টির;
আত্মার অসি যখন শানিত হয়
ফকরের শান-পাথরে,
একটিমাত্র সৈনিকের শক্তি
অর্জন করে বল একটি বাহিনীর।

[বালে জিব্‌রিল : ১১০ পৃষ্ঠা।]

নিজস্ব অধিকারে বঞ্চিত এবং আপনার দাবী বলবৎ করতে অসমর্থ দুর্বল দরিদ্রের জন্য এটাকে কাপুরুষের সান্ত্বনা মনে করা সংগত হবে না। কবি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন কোরানের নির্দেশ : 'ভুলে যেয়ো না তোমার অংশ এই বিশ্বে।' একে মনে করতে হবে ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিমানের গৌরব রক্ষার বাহন হিসাবে। ঐশ্বর্য ও শক্তি মানবচরিত্রে যে নৈতিক অধঃপতন এনে দেয়, তা' থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাকে বিশেষ সতর্ক হোতে হবে :

گرچہ باشی از خداوندان دہ
فقر را از کف مدہ از کف مدہ
اے بسا مرد حق اندیش و بصیر
می شود از کثرت نعمت ضریر
کثرت نعمت گداز از دل برد
نازمی آرد نیاز از دل برد

যদি তুমি হও তুনিয়ার অধিপতিদের অন্যতম,
ভু'লে যেয়ো না ফকরের মহিমা,
বহু মানুষ—
যারা উপলব্ধি করে সত্যকে
আর রয়েছে যাদের দৃষ্টিভংগী,
তারাও দুর্নীতিগ্রস্ত হয় ঐশ্বর্যের আতিশয্যে ;
ঐশ্বর্যের আতিশয্য
হরণ করে করুণা অন্তর থেকে
আর এনে দেয় অহংকার
বিনয়ের পরিবর্তে।

[জাবিদনামা : ২৪২ পৃষ্ঠা]

কবির এই মতবাদের তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি, যখন আমরা চিন্তা করি যে, ইতিহাসের বিরাট ও মহান সাফল্যের মূলে রয়েছে এই 'ফকরের' আদর্শের অনুপ্রেরণা। ব্যক্তি ও সমাজ সাফল্যের গৌরব লাভ করেছে বস্তুবাদী আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে নয়, কোনো মহান উদ্দেশ্যের পথে আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে এবং স্বেচ্ছাদারিদ্র্য ও ভোগবিমুখতার পথ অবলম্বন ক'রে। অতীত

যুগের বিরাট ধর্মনেতাদের ইতিহাস থেকে শুরু ক'রে বর্তমানের বড়ো বড়ো রাজনৈতিক দলের তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই, সর্বত্রই এই নীতি সুসমঞ্জসভাবে কার্যকরী হয়েছে। পক্ষান্তরে, আমাদের শিক্ষাধারা সচেতন ও অচেতনভাবে এমন রূপ পরিগ্রহণ করেছে, যাতে স্বার্থপর মনোবৃত্তি যুব মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে এবং মানবীয় আদর্শ ও আত্মত্যাগের পরিবর্তে তাদের মধ্যে সঞ্চার করছে ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করার ও যে কোনো মহামূল্য বস্তুর বিনিময়ে সেই স্বার্থ অর্জনের প্রবৃত্তি। এই উন্মত্ত সংগ্রামে মুষ্টি-মেয় সংখ্যক ব্যক্তি বিশেষ হয়তো উচ্চপদ বা পার্থিব ঐশ্বর্য লাভ করতে সক্ষম হয়, কিন্তু এই হীন উদ্দেশ্য অর্জনের পথে তারা হারিয়ে ফেলে তাদের ভিতরের মানবতা এবং তাদের আত্মা হ'য়ে যায় প্রস্তর-কঠিন। সুতরাং মানুষের বিভিন্ন শ্রেণী সম্পর্কে ইকবাল বলেনঃ

خیر و خوبی بر خواص آمد حرام
دیده ام صدق و صفا را در عوام!

শ্রেণী সমূহ বঞ্চিত ধর্ম ও দয়ায় ;
জনগণের মাঝে কখনো কখনো দেখেছি
সত্য ও আন্তরিকতা।

[জাবিদনামা ঃ ২৪৩ পৃষ্ঠা]

পাক-ভারতের নবীন যুব সম্প্রদায়কে কবি পূর্ণতম ও সুন্দরতম জীবন গ'ড়ে তোলার নির্দেশ দিচ্ছেন—যার ভিতরে উচ্চ আদর্শ, অদম্য সাহস, বিচারবোধ ও 'ফকরের' মনোভাব পূর্ণ বিকাশ লাভ করবে ঃ

شیوهٔ اخلاص را محکم بگیر
پاک شو از خوف سلطان و امیر
عدل در قهر و رضا از کف مده
قصد در فقر و غنا از کف مده
حاکمی در عالم بالا و پست
جز بحفظ جان و تن ناید بدست
زندگی جز لذت پرواز نیست
آشیان با فطرت او ساز نیست
در رهٔ دین سخت چون الماس زی
دل بحق بر بند و بی‌وسواس زی

ধারণ কর দৃঢ়রূপে সত্যের পথ,
পরিহার কর সুলতান ও আমীরের ভীতি ;
ত্যাগ করো না বিচার
ক্রোধে বা আনন্দে,
দারিদ্র্যে অথবা সম্পদে ;
সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করা যায় না
ইহ বা পরলোকে
দেহ-মনের পূর্ণ শৃংখলার মাধ্যমে ব্যতীত।
জীবন কিছুই নয়
ওড়ার আনন্দ ব্যতীত,
নীড় নহে তার প্রকৃতির অনুকূল,
বেঁচে থাক

হীরকের মতো কঠোর হ'য়ে
ধর্মের পথে,
কেন্দ্রীভূত করো অন্তরকে
আল্লার উপর,
আর বেঁচে থাক ভীতি বর্জন ক'রে।

[জাবিদনামা ঃ ২৩৯-৪০ পৃষ্ঠা]

এখন আমরা ইকবালের দৃষ্টিভংগী অনুসারে সত্যিকার বিশ্বাসী—মোমেন বা সৎ মানুষের চরিত্রের ধারণা করতে পারি শিক্ষা-নৈতিক দিক দিয়ে। আদর্শ মানুষ বলা যায় তাদেরকে, যারা তাদের সমগ্র ক্ষমতাকে পূর্ণ বিকশিত করে এবং বস্তুবাদী ও সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকতার সাথে সক্রিয় সংযোগের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বকে বলিষ্ঠ করে তোলে। এই বলিষ্ঠ কেন্দ্রীভূত ব্যক্তিত্ব সক্রিয় অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবন দ্বারা শক্তি ও তীক্ষ্ণতা অর্জন ক'রে আত্মত্যাগ করবে প্রভুর পথে—যার নামে সে বিশ্বজয়ের আকাংখায় নেমেছে। কিন্তু বিশ্ব যখন বিজীত হ'য়ে তার পদানত হয়, তখন সে তা' থেকে স'রে দাঁড়াবার ও নৈতিক চরিত্রে দুর্বলতা-আনয়নকারী দুর্দমনীয় প্রলোভনের উপর বিজয় অর্জনের পূর্ণ শক্তি লাভ করে। তার আত্মমর্যাদা তাকে দান করে সাহস ও দুঃসাহসিক অভিযানের উৎসাহ; অপরের অধিকার ও ব্যক্তিত্বের প্রতি সহিষ্ণুতা ও মর্যাদাবোধ তাকে সচেতন ক'রে তোলে সাধারণ মানবতার দাবী সম্পর্কে। তার আদর্শ অর্জনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় যে সব কায়েমী স্বার্থ ও শক্তি, তাদেরকে উপেক্ষা করবার মতো যথেষ্ট শক্তিমান সে হ'য়ে থাকে। ইকবাল তাই মোমেনের চিত্র অংকিত করেন এই ভাবে ঃ

ہاتھ ہے اللہ کا بندۂ مومن کا ہاتھ
غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز
خاکی و نوری نہاد بندۂ مولا صفات
ہر دو جہان سے غنی اس کا دل بے نیاز
اس کی امیدیں قلیل اسکے مقاصد جلیل
اس کی ادا دلفریب اس کی نگہ دل نواز
نرم دم گفتگو گرم دم جستجو
رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز

মোমেনের হস্ত—
সে তো আল্লারই হস্ত—
আধিপত্যশীল, সম্পদশালী, সৃষ্টিধর্মী,
সাফল্য-আনয়নকারী ;
মৃত্তিকা থেকে জাত,
তবু সে জ্যোতির্ময় প্রকৃতিতে,
সৃষ্টি সে স্রষ্টার গুণে সমৃদ্ধ !
উদাসীন তার অন্তর
উভয় বিশ্বের সম্পদে ;
আকাংখা তার অতি অল্প,
কিন্তু উদ্দেশ্য তার বিরাট,
পথ তার মহিমাময়,
আর দৃষ্টি মুগ্ধকর ;

বাক্যে সে মৃদু আর উষ্ণ অনুসন্ধানে,
অন্তর ও মন তার
যেমন বিশুদ্ধ সংগ্রামে,
তেমনই শান্তিতে।

[বালে জিবরিল : ১৩২ পৃষ্ঠা]

আর একটি কবিতায় কবি মোমেনের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন আরো সুন্দররূপে :

پیش باطل تیغ و پیش حق سپر
امر و نہی او عیار خیر و شر

عفو و عدل و بذل و احسانش عظیم
هم بقہر اندر مزاج او کریم

অসত্যের বিরুদ্ধে সে দীপ্ত তরবারি,
আর সত্য রক্ষার বর্ম ;
তার স্বীকৃতি আর অস্বীকৃতি হচ্ছে নিদর্শন
ভালো ও মন্দের ;
মহৎ তার ক্ষমা, তার বিচার, বদান্যতা ও মহিমা,
ক্রোধেও সে জানে—
কি ক'রে হওয়া যায় দয়াশীল।

এই গুণগুলির উপর তিনি এত বেশী ক'রে গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তাঁর কাছে মোমেন (সত্যিকার বিশ্বাসী বা সৎলোক) এবং কাফেরের (অবিশ্বাসী) পার্থক্য সংকীর্ণ ধর্মীয় পার্থক্যই নয়, বরং তা' হচ্ছে জীবনের প্রতি মৌলিক মনোভাবের পার্থক্য—

যেমন, সে তার সমগ্র শক্তির পূর্ণবিকাশ সাধন করে কিনা এবং তা' সে আল্লার নামে বিশ্বের উপর বিজয় অর্জন ও তাকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলার কাযে লাগায় কিনা :

کافر ہے مسلماں تو نہ شاہی نہ فقیری
مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی
کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسا
مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی
کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلماں
مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الٰہی

মুসলিম যদি হয় কাফের,
তার না হয় শাহী, না হয় ফকীরী ;
যদি সে হয় সত্যিকার মোমেন,
ফকীর হ'য়েও সে ক'রে যায় শাহী কর্তব্য।
সৈনিক যদি হয় কাফের,
ভরসা করে সে শমশেরের উপর ;
আর সে যদি হয় মোমেন,
সে লড়াই করে যায় তেগ ব্যতীত।
মুসলিম যদি হয় ঈমান-বর্জিত,
সে তখন তকদীরের দাস ;
যখন সে মোমেন,
সে পরিণত হয় তক্‌দীরে ইলাহীতে।

[বালে জিবরিল : ৫৫ পৃষ্ঠা]

এই পার্থক্যই কবি ব্যক্ত করেছেন সংক্ষেপে এই দু'টি পংক্তিতে ঃ

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق

কাফেরের পরিচয় ঃ সে হারিয়ে ফেলে
আপনাকে বিশ্বের বুকে,
আর বিশ্বজগৎ যায় হারিয়ে
মোমেনের মাঝে।

[যরবে কলিম ঃ ৩৯ পৃষ্ঠা]

কবির 'জাবিদনামা' কাব্যের উপসংহারে আমরা শুনতে পাই নেদায়ে জামাল (মানুষের প্রতি আল্লার আহ্বান) সুন্দর জীবনের পথে—যেখানে একই সময়ে তাকে জীবনের মূল্যবোধ অর্জন ও উপলব্ধি করতে হয় এবং তাকে নিয়োজিত করতে হয় মানবতার সেবায় ঃ

بگذر از خاور و افسونیِ افرنگ مشو
که نیرزد بجوے این همه دیرینه و نو
آن نگینے که تو با اهرمنان باختهٔ
هم بجبریل امینے نتوان کرد گرو
زندگی انجمن آرا و نگهدار خود است
اے که در قافلهٔ بے همه شو با همه رو
تو فروزنده تر از مهر منیر آمدهٔ
آنچنان زی که بهر ذره رسانی پرتو

অতিক্রম ক'রে যাও প্রাচ্যের সীমানা,
প্রতিরোধ করো পাশ্চাত্যের যাদু,
এই সব প্রাচীন ও নবীন
রাখে না একটি শস্যকণারও মূল্য !
যে রত্ন বিনিময় করেছো তুমি
অন্ধকারের মানুষদের সাথে,
এত দামী—যা' আমানত রাখা যায় না
জিবরাইলের কাছেও।
জীবন আত্ম-প্রত্যয়শীল,
আর সে সৃষ্টি করে তার আপন মজলিস ;
ও গো কাফেলার সংগী,
চলো সবার সাথে,
স্বাধীন থাক সকলের থেকে।
দীপ্ততর তুমি
দীপ্তিমান চন্দ্র অপেক্ষা ;
থাক জীবন্ত হ'য়ে,
যেনো প্রতি পরমাণু লাভ করে তোমার দীপ্তি।

[জাবিদনামা : ২৩০ পৃষ্ঠা ; যবুরে আজম : ১৮৪ পৃষ্ঠা]

এই পর্যায়ে এসে ইকবালের চিন্তাধারার মনোযোগী পাঠকের মনে একটি যরুরী প্রশ্ন জাগতে পারে : মানব-চরিত্র সম্পর্কে তাঁর আদর্শ কি বাস্তব ? এই হীনবল মানুষ—যার মন অনিচ্ছুক এবং দেহ প্রায় সব সময়েই দুর্বল, সে কি ইকবালের নির্দেশিত ও প্রতিশ্রুত

আত্মত্যাগপ্রবণ কৃতিত্ব ও চরিত্রের মহত্ব অর্জনের মতো উচ্চতায় উত্থান করতে পারে?

এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। এ সম্পর্কে ব্যক্তিবিশেষের মতের সমর্থনে কোনো ন্যায়সংগত নির্ভরযোগ্য যুক্তি বা বিজ্ঞানসম্মত দ্রষ্টব্য প্রমাণ হাযির করা স্পষ্টতঃ অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত তা' নির্ভর করে মানব-স্বভাবের সম্ভাবনা সম্পর্কে ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের উপর এবং মানবীয় বিবর্তন-ধারায় যে সব প্রবণতা কায ক'রে যাচ্ছে, তৎ-সম্পর্কে ব্যক্তিবিশেষের ব্যাখ্যার উপর। এ প্রশ্নের আলোচনা করতে গিয়ে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, আদর্শ সব সময়েই একটা পথনির্দ্দেশক স্তম্ভ স্বরূপ; তা' দিয়ে আমাদের কার্যকলাপের গতি ও আমাদের কৃতিত্বের মূল্য নির্ধারিত হয়। তা' কখনো সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হয় না, বরং তা' আমাদের পূর্ণতার পথে ক্রমাগ্রগতির ইচ্ছাশক্তি যুগিয়ে দেয়। সুতরাং বাস্তব ক্ষেত্রে সকল নরনারী এই আদর্শে পৌঁছতে পারে কিনা, তা' আমাদের বিচার্য নয়, বরং আমাদেরকে দেখতে হবে, সেই আদর্শটিই আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন ও কল্যাণ সাধনের উপযোগী কি না— যে কঠোর কর্মময় জীবনাদর্শ আত্ম-অসংযমকে প্রশ্রয় না দিয়ে পূর্ণ বিকাশশীল ব্যক্তিত্বের সম্পদকে কাযে লাগায় বিরাট ও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। কেবলমাত্র সংশোধনের অতীত ভোগ-বিলাসী বা অনমনীয় ভাগ্যবাদীই এই আদর্শকে অবাঞ্ছিত বা সম্পূর্ণ অবাস্তব ব'লে অগ্রাহ্য করতে পারে। কিন্তু অপর আর একটি দলেরও অস্তিত্ব থাকতে পারে, যাদের সন্দেহ মনস্তাত্ত্বিক যুক্তির ভিত্তি-যুক্ত,—তা' হচ্ছেঃ চিন্তা ও কর্মের এই উচ্চ স্তরে উ'ঠে

জীবন ধারণ করার ক্লেশ বহন করা মানব-প্রকৃতিতে সম্ভব কি না। এই প্রশ্নের সমাধানে দুটি বিষয়ের দিকে নযর রাখা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, মহান মানবীয় আদর্শের এমন একটা চলিষ্ণু বিস্ফোরক শক্তি রয়েছে, যা' অতীতে কেবল কার্যকরীভাবে ব্যক্তি-চরিত্রকেই রূপান্তরিত করেনি, বরং এক একটা জাতির ভাগ্যকে নবতর রূপ দান করেছে। ইসলামের মহানবীর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত আরব-প্রতিভার চমকপ্রদ মহাজাগরণ ও সম্প্রসারণ তার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সোবিয়েট রাশিয়ায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সম্পূর্ণ কাঠামোর আমূল সংস্কার—ব্যক্তি-বিশেষ তা সমর্থন করুক বা না-ই করুক—এবং সহযোগিতা-মূলক জাতীয় মনবিশিষ্ট মানব-সত্তার নতুন ধারা সৃষ্টির বীরত্ব-পূর্ণ প্রচেষ্টা হচ্ছে এর আর একটি নিদর্শন। এই উভয় দৃষ্টান্ত থেকে আমরা দেখতে পাই—কি ক'রে একটা নতুন গতিশীল ধারণার প্রভাবে ভীতু সংস্কারপ্রয়াসীর কাছে অলংঘনীয় ব'লে প্রতীয়মান বাধাসমূহ দূরে মিলিয়ে যায় এবং তার সামনে জীবনের নতুন অর্থ ও নতুন পথ রচিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, মানব-প্রকৃতির উপর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকতা যে বলিষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করে, তার উপর নযর না রাখলে আমাদের চলবে না। তার সাথে তুলনা করতে গেলে উত্তরাধিকারকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে। মানব-চরিত্র গঠনে উত্তরাধিকার ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তুলনামূলক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে Schmalhausen তার প্রগতিমূলক গ্রন্থ 'New Roads to Progress'-এ এই সমস্যার অবতারণা ক'রে

বলেছেন ঃ 'আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে, সামাজিক বিধানগুলি বর্বর, লুণ্ঠনবৃত্তিপরায়ণ ও পৈশাচিকরূপে মানবতা-বিরোধী কি না, কারণ 'মানব-প্রকৃতি' মূলের দিক দিয়ে সংশোধনাতীতরূপে নির্মম ও দুর্নীতিপরায়ণ, অথবা অন্য কথায়, মানব-ইতিহাসের বর্তমান স্তর পর্যন্ত মানুষ নিজদেরকে পাপ-দানব রূপে প্রমাণিত করেছে, কারণ পরিণত বয়সের মতো শৈশবে তাদের চারদিকের অনুশাসন তাদের গঠনক্ষম ও সহজবিশ্বাসী মনের উপর চাপিয়ে দিয়েছে কতকগুলি নির্দিষ্ট মূল্যবোধ, স্বভাবের নির্ঘণ্ট ও বাস্তবের সংজ্ঞা—যা' সীমাবদ্ধ করেছে মানব-চেতনাকে এবং এমন এক ধরণের ব্যক্তিত্ব চর্চার দিকে তাদেরকে চলিত করেছে, যা' সাংস্কৃতিক বিচারে সংকীর্ণ অন্তঃকরণ ও সংকীর্ণ মানসিকতাসম্পন্ন হোতে বাধ্য।' মনস্তাত্ত্বিক ও নৃতত্ত্ববিদদের প্রমাণসমূহ সযত্নে বিচার ক'রে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, 'মানবের প্রবৃত্তি ও মানসিক গতি, তার অগ্রগমন ও মনোবৃত্তি, তার গঠন ও লক্ষ্য—সব কিছুই গভীরভাবে প্রভাবিত হয়, গঠিত হয়, রূপায়িত হয়, চেতনা লাভ করে সমাজের আবেষ্টনে তার অনুশাসন ও গতিশক্তি দ্বারা—যা' নিশ্চিতরূপে ভালো-মন্দের জন্য বহুগুণে অধিক শক্তিশালী। যদি মানুষের ব্যক্তিগত আত্মাকে মানবীয় মনস্তত্ত্বের কেন্দ্র ও সৃষ্টিভূমি মনে করা যায়, তা'হলে যতোটা শক্তি লাভ করা যায়, তার চাইতে বেশী শক্তি অনুভব করা যায় সামাজিক আবেষ্টনে।'

মোট কথা, ব্যক্তিচরিত্র ও স্বভাব গঠনে সমাজ যে ভূমিকা অভিনয় করে, তা' সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত এবং উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে যতোটা করা হয়েছে, ইকবাল নিঃসন্দেহে তদপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন তার উপর। তিনি অবশ্যি Schmalhausen-এর পরবর্তী মন্তব্যকে সমর্থন করেন যে, 'যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি স্বেচ্ছা-

কৃতভাবে সাধারণ চর্চার জন্য বিশেষ কতকগুলি মনোভাব ও পথ বেছে নেয়, কেবল তারই সচেতন প্রতিষ্ঠা দ্বারা আমরা সত্যিকার-ভাবে মানবীয় সম্ভাবনার পরিধি ও অনুকূল সামাজিক পারিপার্শ্বি-কতার মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক জানতে পারি।' তিনি এ মন্তব্যও সমর্থন করেন যে, 'যে কোনো সমাজ আজ পর্যন্ত বিকাশের যে শর্ত ও উদ্যমের ব্যবস্থা করেছে, তার চাইতে বহুগুণ অধিক বুদ্ধি ও প্রতিভা নিহিত রয়েছে মানব সমাজে ; যে কোনো আদিম বা সুসভ্য পারি-পার্শ্বিকতার চাইতে অপরিমিতরূপে অধিক মানবতা-গুণ রয়েছে মানব অন্তরে।' সুতরাং মানবীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মূলে যেমন রয়েছে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বভাবের প্রেরণাদায়ক আদর্শ, তেমি তার বিকাশের সহায়ক সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা। ইকবাল আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে; আধুনিক অবস্থা ও সমস্যার আলোকে ইসলামী আদর্শের প্রগতিমূলক ব্যাখ্যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রগতি-শীল সংস্কারের চালক শক্তি ও প্রেরণা এনে দিতে পারে এবং ইসলামের পরিকল্পিত সমাজ বিধানে এমন এক উদ্যম ও গতিশক্তিকে কার্যকরী করা সম্ভব, যা' তাকে তার সম্মুখের আদর্শের অনুরূপভাবে আত্মগঠনের দিকে চালিত করবে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা ইসলামী সমাজ-বিধানের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে তার তাৎপর্য আলোচনা করবো।

দ্বিতীয় খণ্ড

শিক্ষা ও ইসলামী সমাজবিধান

এক

ইস্‌লামের সমাজ-বিধান

এযাবত আমরা ইকবালের ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তি-চরিত্রের শিক্ষা সম্বন্ধেই প্রধানতঃ আলোচনা করেছি। কিন্তু ব্যক্তি হচ্ছে শিক্ষাধারার একটি দিক মাত্র; পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির বিশ্বকে নিয়ে সমগ্র সমাজ-বিধান হচ্ছে এর অপর দিক এবং শিক্ষা-ধারার কার্য হচ্ছে উভয় দিকের মধ্যে প্রগতিশীল অন্তঃক্রিয়া (progressive interaction) ও চলিষ্ণু সমন্বয় আনয়ন করা। সর্বপ্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা বিদ্যায়তন হচ্ছে ব্যক্তির ক্রমবিকাশের ধারা ও গতি নির্দেশের অসংখ্য পন্থার অন্যতম; তার উপর শক্তিশালী ও অদম্য প্রভাব রয়েছে পারিপার্শ্বিক সমাজ-প্রকৃতির এবং তার সামাজিক সম্বন্ধ, তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক জীবনের অনুপ্রেরণাদায়ক আদর্শেরও প্রভাব রয়েছে তার উপর। সুতরাং আমাদেরকে আর একটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আলোচনা করতে হবে : ইকবালের চিন্তাধারায় সমাজ-বিধানের ধারণা কি? কি ধরণের সমাজের ধারণা তিনি করেন, যাতে তাঁর পূর্ণ পরিণত ব্যক্তিত্ব প্রতি পদে বিরোধী সমাজ-ব্যবস্থা দ্বারা ব্যাহত না হ'য়ে তা'তে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে সমর্থ হবে? অথবা অধিকতর নির্ভুল মনস্তাত্ত্বিক ধারায় প্রশ্নটি হাযির করলে দাঁড়াবে : এম্নি ব্যক্তিত্বের বিকাশের অনুকূল ও তাকে বলিষ্ঠ করার মতো সমাজ-বিধান কি? কারণ আমাদেরকে

মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র শূণ্যতার মধ্যে অথবা বিদ্যায়তনের শিক্ষামূলক আবহাওয়ার প্রভাবেই ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ ঘটে না ; প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক—বহুবিধ শক্তি তার উপর যে কায ক'রে যায়, তার ফলেই হয় তার ক্রমবিকাশ। বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের গতিশীল পরীক্ষার যুগে—নাৎসী জার্মানী থেকে শুরু ক'রে সোবিয়েট রাশিয়া পর্যন্ত সর্বত্র সমাজ-বিধান সংক্রান্ত এই সমস্যা অত্যন্ত জটিল ও বিতর্কমূলক প্রশ্ন হ'য়ে রয়েছে। কিন্তু সাহসের সংগে এ সমস্যার মোকাবিলা না করলে ইকবালের শিক্ষাদর্শন সংক্রান্ত পর্যালোচনা কোনোক্রমেই সুসম্পূর্ণ হবে না।

এই সমাজ-বিধান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইকবালের প্রেরণার উৎসমূল সন্ধান করতে হবে ইসলামের শিক্ষার ভিতরে। 'আসরারে খুদী' কাব্যের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় ডকটর নিকলসন মন্তব্য করেছেন : 'তাঁর (ইকবালের) মতে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশেই সমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং তিনি আদর্শ সমাজ বলতে বুঝতেন হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর প্রচারিত সত্যিকার ইসলাম। প্রত্যেক মুসলিম পূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'য়ে সাহায্য করছে বিশ্বের বুকে আল্লার শান্তির রাজ্য স্থাপনে—এই ছিলো তাঁর ধারণা।' এই সমাজ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের পূর্বে একটি বিতর্কমূলক প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন : ইসলামের মুল্যমান পুনরুজ্জীবনের জন্য ইকবালের প্রয়াস প্রতিক্রিয়াশীল পন্থা বা প্রগতিবিরোধী মন্ত্রণার শামিল কি না ? এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ ও ঘনিষ্ঠ পর্যালোচনা এবং এর সামাজিক মূল্যকে সত্যিকার পরিমাপ দ্বারা গ্রহণ করার প্রস্তুতি—প্রাচীন ও ধর্ম থেকে উদ্ভূত ব'লেই তাকে অগ্রাহ্য না করা

অথবা একই যুক্তিতে তাকে গ্রহণ না করা, বরং বর্তমান সামাজিক অবস্থা ও সমস্যার দিক দিয়ে বিচার ক'রে তার মূল্য নির্ধারণ করা। ইকবাল-কাব্যে আমরা দেখেছি, তিনি নিজে মানব-সমাজের পরিবর্তন ও চলিষ্ণু প্রকৃতির উপর সর্বদা গুরুত্ব আরোপ করেছেন :

سفر زندگی کے لئے برگ و ساز
سفر ہے حقیقت حضر ہے مجاز

গতি হচ্ছে জীবনের সম্পদ,
গতিই শুধু বাস্তব,
অবশিষ্ট যা' কিছু, তা' হচ্ছে মায়া।

[বালে জিবরিল : ১৭১ পৃষ্ঠা]

কিন্তু একই সময়ে তাঁকে দেখা যায় ইতিহাসের ধারার প্রতি উপযুক্ত আস্থা আরোপ করতে। কেবল প্রাচীন বলেই তিনি কোনো কিছুকে অগ্রাহ্য করেন না, আবার নবীন ব'লেই কোনো কিছু দ্বারা তিনি অভিভূত হন না। তিনি মন্তব্য করেন : 'আমাদের ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, জীবন নিছক পরিবর্তনই নয়, রক্ষণের উপাদানও রয়েছে তার ভিতরে। মানুষের অগ্রগতির মনোভাব বাধাপ্রাপ্ত হয় এমন কতকগুলি শক্তি দ্বারা—যা' বিপরীতমুখী কায ক'রে যায় ব'লে মনে হয়। অন্য কথায় বলা যায় যে, জীবন তার নিজস্ব অতীতকে পশ্চাতে নিয়ে অগ্রসর হয় এবং সামাজিক পরিবর্তনের যুক্তিতেই রক্ষণ-শক্তির মূল্য ও কার্যকরতা ভু'লে যাওয়া চলে না। ....কোনো জাতি তার নিজস্ব অতীতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারে না ; কারণ তাদের অতীতই তাদের ব্যক্তিসত্তাকে গ'ড়ে তুলেছে।' অবশ্য এ হচ্ছে অতীতের অভিজ্ঞতা ও অনুশাসনকে

সরাসরি অগ্রাহ্য না করার পক্ষে একটি দার্শনিক যুক্তি মাত্র; আধুনিক যুগের জন্য ইসলামী বিধানের মূল্য উপলব্ধি ও সমর্থনের পক্ষে তিনি আরো সুনির্দিষ্ট কারণ দেখিয়েছেন। মানব-জাতির জগৎ থেকে ইসলামের জগতের দিকে তাঁর দৃষ্টিভংগীকে সংকুচিত করার অযুহাতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেন: 'আমার ফারসী কবিতাবলীর লক্ষ্য ইসলামের পক্ষে ওকালতি করা নয়। প্রকৃত পক্ষে আমি একটি উৎকৃষ্টতর সমাজ-বিধানের সন্ধানে গভীরভাবে মনোযোগী; আর এই অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এমন একটি বাস্তবে প্রচলিত সামাজিক ধারাকে উপেক্ষা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব যার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সকল জাতি-বৈষম্য, শ্রেণী-বৈষম্য ও বর্ণ বৈষম্য দূরীভূত করা।' যেহেতু তিনি ব্যাপক মানবীয় ভিত্তিতে এমন এক সমাজ-বিধান গ'ড়ে তুলবার আকাংখা করেন, যেখানে জাতি, শ্রেণী বা বর্ণ মানুষের বিভাগের মাপকাঠি হবে না, তাই তিনি ইসলামের সামাজিক মূল্য সমর্থন ও প্রচার করেন, কারণ তার মতে ক্রমবর্ধিষ্ণু গোষ্ঠিবাদ ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠতম প্রতিষেধক রয়েছে এরই ভিতরে এবং এরই ভিতরে নিহিত রয়েছে সামাজিক বিচার ও মানবীয় ভ্রাতৃত্বের নীতির ভিত্তিতে সমাজ গঠনের বৃহত্তম প্রতিশ্রুতি ও আশা।

ইক্‌বাল যে সমাজ-বিধানকে বাস্তবে রূপায়ন করবার আকাংখা করেন, তা' বিশ্লেষণ করবার পূর্বে হযরত রসুলে করিম (দঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী আমলে আরব ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশে প্রচলিত সমাজ-বিধান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা প্রয়োজন; কারণ তখনকার আশাহত বিশ্বের কাছে তিনি যে বিপ্লবাত্মক সমাজ-বিধান এনে দিয়েছিলেন, তাকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে হোলে সেই

অন্ধকার পটভূমিকার দিকে নযর রাখা প্রয়োজন। প্রাক্-ইসলামী যুগের মানুষের দুরবস্থা বর্ণনা করেছেন ইকবাল এই কয়েকটি কথায়ঃ

بود انسان درجہان انسان پرست
ناکس و نابود مند و زیردست

سطوت کسریٰ و قیصر رہزنش
بندها در دست و پا وگردنش

کاهن و پاپا و سلطان و امیر
بهر یک نخچیر صد نخچیر گیر

از غلامی فطرت او دون شده
نغمه ها اندر نئے او خون شده

মানুষ দুর্বল, নির্যাতিত, শক্তিহীন—
পূজা করতো মানুষকে।
বিশ্বের শক্তিশালী শাসকদল
ওৎ পেতে রয়েছে তার পথে
আর করেছে তাকে শৃংখলিত।
যাজক আর পুরোহিত,
সুলতান আর আমীর—
সবাই মিলিত হ'য়ে করেছে শোষন
এই হতভাগ্য মযলুমকে।
গোলামী এমন অধঃপতিত করেছিলো তাকে,
'তার বীণার সংগীত-সুর
পরিণত হয়েছিলো শোণিতে।'

[রুমুযে বেখুদী ঃ ১১৯ পৃষ্ঠা]

ইতিহাসের রংগমঞ্চে ইসলামের আবির্ভাবের সমসাময়িক সভ্য জগতের অবস্থা সুন্দররূপে চিত্রিত করেছেন একজন আধুনিক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক। ইকবাল তাঁকে সমর্থন ক'রে তাঁর কথা উদ্ধৃত করেছেন ঃ

'তখন মনে হোত যে, চার হাজার বছর ধ'রে গড়ে-ওঠা বিরাট সভ্যতা ধ্বংসোন্মুখ এবং মানব জাতি হয়তো আবার ফি'রে যাচ্ছে বর্বরতার স্তরে, যেখানে প্রত্যেক গোষ্ঠি ও শ্রেণী একে অন্যের প্রতি যুধ্যমান এবং আইন ও শৃংখলা তাদের কাছে অজ্ঞাত। প্রাচীন দলীয় অনুশাসন হারিয়ে ফেলেছিলো তার শক্তি। .... খৃষ্টধর্মের সৃষ্ট নতুন অনুশাসন সমূহ ঐক্য ও শৃংখলার পরিবর্তে খোলাসা করেছিলো বিভাগ ও ধ্বংসেরই পথ। এই সময়টি ছিলো অত্যন্ত মর্মান্তিক।............মানবজাতিকে আর একবার ঐক্যবদ্ধ করার ও সভ্যতাকে বাঁচাবার মতো কোনো আবেগ-প্রধান সংস্কৃতির রূপায়ন কি সম্ভব ছিলো? এই সংস্কৃতিকে অবশ্য নতুন ধরণের একটা কিছু হোতে হবে, কারণ প্রাচীন অনুশাসন ও অনুষ্ঠানগুলি তখন মৃত এবং অনুরূপ অপর কোনো অনুশাসন ও অনুষ্ঠান সমষ্টি গ'ড়ে তুল্‌তে কয়েক শতাব্দী সময় লাগ্‌বে।'

লেখক অতঃপর মন্তব্য করেছেন যে, এই সংকট-মুহূর্তে বিশ্বের মুক্তি নির্ভর করছিলো এমন এক নব সংস্কৃতির জাগরণের উপর— যা' রক্তের সম্বন্ধের ভিত্তিতে ঐক্য-সংস্থাপক 'রাজকীয় সংস্কৃতির স্থান অধিকার করতে পারে এবং তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, সেই নব সংস্কৃতির উদ্ভব হো'ল আরব মরুতে। কিন্তু ইকবাল এ প্রসংগে চমকপ্রদ মন্তব্য ক'রে বল্লেন ঃ 'এই প্রাকৃতিক অবদানের মধ্যে বিস্ময়কর কিছু নেই। বিশ্বজীবন সহজাত প্রবৃত্তি অনুসারে নিজস্ব

প্রয়োজন অনুভব করে এবং সংকট সময়ে নিজস্ব গতিপথ বেছে নেয়। ইসলাম যে সংস্কৃতি-বর্জিত এক সরল জাতির মধ্যে এবং ভৌগোলিক দিক দিয়ে তিনটি মহাদেশের সংযোগ-স্থলে প্রথম বিকাশ লাভ করলো, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক।'

পৃথিবীর ইতিহাসের এই সংকট-মুহূর্তে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিধান বিজয়-গৌরবে মাথা তুললো, তার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহকে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে আমাদেরকে। ইকবাল নির্দেশ করছেন, ইসলামী সমাজ-বিধানে 'বিশ্ব-ঐক্যের ভিত্তি পত্তন হয়েছে তওহীদের নীতির উপর (তওহীদ মানে আল্লার একত্বে বিশ্বাস) এবং ধর্ম হিসাবে ইসলামই মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির জীবনে এই নীতিকে রূপায়িত করবার একমাত্র পন্থা। ইসলাম মানুষের কাছে দাবী করে আল্লার প্রতি আনুগত্য, রাজ-সিংহাসনের প্রতি নয়। যেহেতু আল্লাহই পরিণামে সকল জীবনের আত্মিক ভিত্তি, আল্লার প্রতি আনুগত্যও তাই মানুষের নিজস্ব আদর্শ প্রকৃতির প্রতি আনুগত্যের সমার্থক।' এই নতুন দৃষ্টিভংগীর অন্তর্নিহিত নীতিবাদসম্মত ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে, কারণ দার্শনিক কান্টের মতবাদ অনুসারে এতে প্রত্যেক ব্যক্তির সীমাহীন মূল্য স্বীকৃত হয় এবং মানব-ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে রক্তের সম্বন্ধকে অস্বীকার করা হয়। ইকবালের কথায় রক্তের সম্বন্ধ হচ্ছে অপরিহার্যরূপে 'সংসার-আসক্তি' (earth-rootedness)। তিনি এই ধারণা বিশ্লেষণ ক'রে বলেন: 'সকল মানব-জীবন মূলের দিক দিয়ে আত্মিক, কেবল মাত্র এই অনুভূতি লাভ করলেই মানব-ঐক্যের নিছক মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির সন্ধান পাওয়া সম্ভব হোতে পারে। এম্নি একটা অনুভূতিই তাকে জীবন্ত রাখার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যতীত

নতুন নতুন আনুগত্য সৃষ্টি ক'রে তোলে এবং মানুষকে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা এনে দেয়।' এমনি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগীতে বিচার করলে তওহীদের নীতি বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত বিশ্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে অখণ্ড ঐক্য এবং যে দ্বৈতবাদ সর্বদা মানুষের চিন্তার ক্রমবিকাশকে করতে চায় অবরুদ্ধ, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য এনে দেয় বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণা। মানবের চেতনায় সে এনে দেয় নয়া আযাদী ও সাহসের মনোভাব—যার বাস্তব রূপ দেখা গেছে ইসলামী ইতিহাসের গোড়ার দিকে এবং মানুষকে মুক্তি দেয় বিভিন্ন প্রকারের অহেতুক আশংকা ও সংস্কারের হাত থেকে। ইসলামী সমাজের বিভিন্ন স্বার্থ ও দলের সমন্বয় সাধন করে এই তওহীদ। কিন্তু ইকবাল দুঃখ প্রকাশ করছেন যে, তওহীদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগীতে পড়েছে পৌত্তলিকতার ছাপ এবং স্থানগণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ হওয়ার ধারায় হারিয়ে গেছে ইসলামী নৈতিক আদর্শের বিশ্বজনীন ও নৈর্ব্যক্তিক রূপ। আমাদের সামনে এখন উন্মুক্ত রয়েছে একটি মাত্র পন্থা। যে কঠিন আবরণ জীবনের প্রতি আমাদের অপরিহার্য চলিষ্ণু দৃষ্টিভংগীকে আচ্ছন্ন করেছে, তাকে ছিন্ন ক'রে স্বাধীনতা, সাম্য ও সংহতির মৌলিক রূপ ফিরিয়ে আনতে হবে—যাতে ক'রে মৌলিক সরলতা ও বিশ্বজনীনতার ভিতর দিয়ে আমাদের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শকে পুনর্গঠন ক'রে তোলা যায়। কবি তার 'রুমুযে বেখুদী' কাব্যে এই নীতির তাৎপর্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন :

اینکه در صد سینه پیچد یک نفس
سرے از اسرار توحید است و بس

یک شود توحید را مشهود کن
غائبش را از عمل موجود کن

دین از و حکمت از و آئین از و
زور از و قوت از و تمکین از و

قدرت او بر گزیند بنده را
نوع دیگر آفریند بنده را

بیم و شک میرد عمل گیرد حیات
چشم می بیند ضمیر کائنات

لا اله سرمایهٔ اسرار ما
رشته‌اش شیرازهٔ افکار ما

কি সে বস্তু—
যা' প্রবাহিত করে একটি মাত্র শ্বাস
শতেক অন্তরে ?
তা' হচ্ছে তওহীদে বিশ্বাসের অন্যতম রহস্য।
ঐক্যবদ্ধ হও
আর তওহীদকে ক'রে তোল দৃশ্যমান ;
রূপায়িত করো তার গোপন রহস্যকে কর্মে ;
দ্বীন, হেকমত আর আইন
জেগে ওঠে এরই ভিতর থেকে,
এই হচ্ছে উৎসমুখ
শক্তি, ক্ষমতা আর স্থায়িত্বের ;
এরই শক্তি উন্নীত করে মানব-প্রকৃতিকে

আর পরিণত করে তাকে
সম্পূর্ণ নতুন সত্তায় ;
ভীতি আর সন্দেহের হয় মৃত্যু ;
জীবন্ত হ'য়ে ওঠে কর্ম।
চক্ষু দর্শন লাভ করে বিশ্ব-আত্মার ;
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'—
এই হচ্ছে আমাদের জীবনের মূলধন ;
এরই বন্ধন এক ক'রে দেয়
আমাদের বিক্ষিপ্ত চিন্তা-রাশিকে।

[রুমুযে বেখুদী : ১০৫, ১৮২—৮৩ পৃষ্ঠা]

মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর অনন্যসাধারণ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ইসলামের ক্রমবর্ধিষ্ণু সংহতির প্রতি আনুগত্যের আরেকটি যরুরী দৃষ্টিভংগী এনে দিয়েছে এবং এই মানসিক ঐক্য মুসলমানদেরকে একটি শক্তিমান ঐক্যবদ্ধ সমাজে পরিণত করার এক বলিষ্ঠ পন্থা রচনা করেছে :

از رسالت در جهاں تکوین ما
از رسالت دین ما آئین ما

از رسالت صد هزار ما یک است
جزو ما از جزو ما لاینفک است

ما ز حکم نسبت او ملتیم
اهل عالم را پیام رحمتیم

دامنش از دست دادن مردن است
چون گل از باد خزان افسردن است

از رسالت هم نوا گشتیم ما
هم نفس هم مدعا گشتیم ما
فرد از حق ملت از دے زندہ است
از شعاع مہر او تابندہ است

আমাদের সংহতি, আমাদের ধর্ম এবং আমাদের আইন—সব কিছুরই বুনিয়াদ হচ্ছে রেসালত (Prophethood)। তা'তে সৃষ্টি করে আমাদের বিভেদের মধ্যে ঐক্য এবং আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে এক সুসংবদ্ধ সমাজে—যা' দ্বারা আনীত হয় শান্তির বার্তা বিশ্বের কাছে। যদি আমরা এই ঐক্য-সংস্থাপক প্রাণ-সঞ্চারী মতবাদকে পরিত্যাগ করি, তা' হোলেই জাতি হিসাবে হয় আমাদের মৃত্যু ; কারণ এই কেন্দ্রবিন্দুই আমাদেরকে দিয়েছে বহির্দৃষ্টি ও উদ্দেশ্যের এক চলিষ্ণু ঐক্য।

[রুমুযে বেখুদী : ১১৬-১৭ পৃষ্ঠা]

কিন্তু মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর রেসালতের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য রয়েছে মানব-জাতির কাছে তাঁর আনীত বার্তার প্রকৃতিতে। যে মানব-জাতি ছিলো তার আপনার গড়া নিষ্ঠুর বন্ধনে শৃংখলিত, তাদেরই কাছে তিনি এনে দিয়েছেন স্বাধীনতা, সামাজিক সাম্য ও মানব-ভ্রাতৃত্বের বার্তা—ইতিহাসে সামাজিক মর্যাদায় মানুষের পূর্ণ সাম্য ও আইনসংগত অধিকারের প্রথম সুস্পষ্ট স্বীকৃতি। জাতি, বর্ণ, লিংগ বা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা হেতু যে মানুষ বঞ্চিত হয়েছে চিরদিন, তাদেরকে এনে দিয়েছেন পূর্ণ নাগরিক অধিকার। একে বলা যায় সে যুগের পক্ষে বাস্তব সামাজিক সাম্যনীতির উপর একটা জীবন্ত বিশ্বাস। সংখ্যাতীত

কলহমান গোষ্ঠির বিরোধে বিচ্ছিন্ন, পুরোহিত-প্রপীড়িত, সম্পদ-শাসিত বিশ্বের মানবকে, বিশেষ ক'রে দারিদ্র ও নির্যাতিত শ্রেণীকে তাঁর বার্তা এনে দিয়েছে মর্যাদার এক নতুন মান এবং মুক্তি দিয়েছে তাদেরকে, যারা ছিলো ধনী শোষক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবীদারদের হাতে নির্যাতিত।

তিনি দেখিয়েছেন, কি ক'রে এই অবস্থার মধ্যে তারা ফি'রে পেলো তাদের স্বাভাবিক অধিকার, শ্রমিকরা উন্নীত হোল মর্যাদায় এবং দুর্বল হ'য়ে পড়লো শোষক-চক্রের শক্তি। ভেঙে দেওয়া হোল পৌত্তলিকতা, আর মানুষের অন্তরে জাগলো নতুন আশার রশ্মি। আবার প্রতিষ্ঠিত হোল মুক্তি—দেহ-মনের মুক্তি ঃ

حریت زاد از ضمیر پاک او
این مئے نوشین چکید از تاک او
ناشکیب امتیازات آمده
در نهاد او مساوات آمده
عصر نو کاین صد چراغ آورده است
چشم در آغوش او وا کرده است

স্বাধীনতা জন্মলাভ করলো
এর পবিত্র শিক্ষা থেকে,
প্রবাহিত হোল মধুর সুরারস
তার দ্রাক্ষাবক্ষ থেকে ;
অসহনীয় তার কাছে
ঘৃণা-প্রসূত বৈষম্য,
সাম্যবাদ ছিলো লুক্কায়িত তার সত্তায় !
আধুনিক যুগ—

জ্বেলেছে যে শতেক দীপশিখা—
মেলেছিলো আঁখি এরই ক্রোড়ে।

[রুমুযে বেখুদী : ১২০ পৃষ্ঠা]

সামাজিক সাম্য ও বিচারের এই স্বীকৃতি, ধনী-দরিদ্র এবং শক্তিমান ও দুর্বলের মধ্যে সমমান প্রতিষ্ঠা এর মাধ্যমে বহুল পরিমাণে কার্যে পরিণত করা হয়েছে। ধর্মীয় কার্যকলাপ ও দৈনন্দিন সামাজিক আচার-ব্যবহারে তা' বাস্তব রূপ লাভ করেছে এবং ইসলামের ইতিহাস এমন সব ঘটনায় পরিপূর্ণ, যেখানে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের প্রতিকূলে সাধারণ মানুষের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কবি ইক্‌বাল একটি কাহিনীর অবতারণা করেছেন, যেখানে এক শিল্পীর কার্যে খুশী হোতে না পেরে সুলতান মুরাদ তার হাত কেটে ফেলেছিলেন। শিল্পী সুলতানের এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে কাযীর আদালতে অভিযোগ করলো এই বলে :

عبد مسلم کمتر از احرار نیست
خون شہ رنگیں تر از معمار نیست

মুসলিম—গোলাম হোলেও নিকৃষ্ট নয়
মুক্ত মানুষের চেয়ে,
সুলতানের খুন অধিকতর রঙিন নয়
রাজমিস্ত্রীর খুন অপেক্ষা।

কাযী সুলতানের বিরুদ্ধে আইনের নির্ধারিত শাস্তি বিধান করলেন। এম্নি ক'রে :

یافت صورے بر سلیمانے ظفر
سطوت آئین پیغمبر نگر

پیش قرآن بندہ و مولا یکے است
بوریا و مسند دیبا یکے است

পিপীলিকা হোল জয়ী সোলায়মানের উপর !
চেয়ে দেখো রসুলের আইনের শক্তি ;
বান্দা আর মনিব—
সমান সবাই কোরানের আইনের কাছে।
পশমী গালিচার নেই কোনো গুরুত্ব
মাদুরের উপর।

এম্নি ক'রে ইসলামের পরিকল্পিত সমাজ-বিধান তার আইন ও অনুশাসনের মানদণ্ড দিয়ে প্রতিকার করেছে সকল অবিচার ও অসাম্যের এবং বলিষ্ঠের বিরুদ্ধে দুর্বলের পক্ষ সমর্থন করেছে। তার অপরিহার্য গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমাজ-বৈষম্যের মূলোৎপাটন ক'রে সামাজিক যোগাযোগের সমন্বয় সাধন করেছে এবং পরস্পরবিচ্ছিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার বিপদ-সম্ভাবনার দিকে সমাজের গতি রোধ করেছে। যে সমাজ-বিধান সামাজিক স্বাস্থ্যের এই অপরিহার্য বিধানসমূহকে অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করে, তারই সংঘাত হয় ইকবালের চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত সামাজিক দৃষ্টিভংগীর সাথে।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই সমাজ-বিধান মানুষের আনুগত্যকে বর্ণগত বা ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা নির্দেশ ও সীমাবদ্ধ করার দাবীকে নিশ্চিতরূপে অগ্রাহ্য করেছে। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ ও আক্রমণাত্মক দেশাত্মবোধের আধুনিক বিকৃতরূপ আমাদের কাছে অনিষ্টকর, কারণ এর ফলে ইসলামের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগী বিনষ্ট হয় এবং মানব জাতির অপরিহার্য

সংহতিকে করে বিচ্ছিন্ন। এই মনোভাব আঘাত করে রাজনৈতিক সুস্থ মানসিকতার মূলে এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির তিক্ততার কারণ রক্তপাত, ধ্বংসলীলা ও অন্যায় নির্যাতনের জন্যও প্রত্যক্ষভাবে দায়ী এই মনোভাব। ইকবালের ধারণায় এই ভৌগোলিক ও বর্ণগত দলবিভাগ ভালোর দিক দিয়ে বিচার করলে রাজনৈতিক সংহতির অস্থায়ী ও ক্ষণিক রূপ এবং মন্দের দিক দিয়ে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক দুর্নীতি, অত্যাচার ও বিরোধের জন্য দায়ী। রাজনৈতিক ধূর্ততার নযির হিসাবে কবি মাঝে মাঝে ইতালীয় রাজনীতিবিশারদ ম্যাকিয়াভেলীর উল্লেখ করেছেন। তিনি রাষ্ট্রকে তুলেছিলেন পূর্ণ দেবত্বের মর্যাদায় এবং তিনি স্পষ্টভাবে প্রচার করতেন রাজনৈতিক আধিপত্যের নিকট নৈতিক ও ধর্মীয় নীতিবাদের বশ্যতার প্রয়োজন :

آن فلارنساوئ باطل پرست
سرمۀ او دیدۀ مردم شکست
نسخۀ بهر شهنشاهاں نوشت
در گل ما دانۀ پیکار کشت

بتگری مانند آذر پیشه اش
بست نقش تازۀ اندیشه اش
مملکت را دین او معبود ساخت
فکر او مذموم را محمود ساخت

بوسه تا بر پائے این معبود زد
نقد حق را بر عیار سود زد

সেই ফ্লোরেন্সবাসী অসত্য-পূজারী
অন্ধ করেছে মানব আঁখি

তার অঞ্জন-স্পর্শে।
লিখেছিলো সে নতুন কানুন
শাসকদের পথ নির্দেশের জন্য,
বপন করেছে সে যুদ্ধের বীজ
আমাদের দেহ-মৃত্তিকায়।
তার কার্য ছিলো মূর্তিনির্মাণ
আজরের মতো,
বুদ্ধি তার উদ্ভাবন করেছে বহু নবরূপ।
ধর্ম তার
রাষ্ট্রকে পরিণত করেছে উপাস্যে
আর অন্যায়কে দিয়েছে ন্যায়ের রূপ।
চুম্বন করেছে সে দেবতার পদযুগ,
সত্যকে বিচার করেছে সে
লাভের মাপকাঠিতে।

[রুমুযে বেখুদী : ১৩৪ পৃষ্ঠা]

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের ন্যায় প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ধারাসমূহ সকল মূল্যবোধ ও আনুগত্যকে বর্ণবিশেষ বা জাতি-বিশেষের স্বার্থের প্রভাবাধীন করার জঘন্য রীতিকে জোর সমর্থন দিয়েছে। এইরূপ ভাবধারার নিন্দা ক'রে ইক্‌বাল বলেন :

آں چناں قطع اخوت کردہ اند
بر وطن تعمیر ملت کردہ اند
تا وطن را شمع محفل ساختند
نوع انسان را قبائل ساختند

مردمی اندر جهان افسانه شد
آدمی از آدمی بیگانه شد

روح از تن رفت و هفت اندام ماند
آدمیت گم شد و اقوام ماند

তারা অবলুপ্ত করেছে উখওয়াতের ভিত্তি
আর প্রতিষ্ঠা করেছে জাতীয়তা
দেশের ভিত্তিতে ;
এই ধারণাকে যখন করেছে তারা
মাহফিলের দীপ,
মানব-জাতি বিচ্ছিন্ন হয়েছে
কলহমান দলে ঃ
মানবতা পরিণত হয়েছে রূপকথায়,
অপরিচিত হয়েছে মানুষ মানুষের কাছে ঃ
পলায়ন করেছে আত্মা দেহ থেকে ;
কেবল রয়েছে তার বাইরের রূপ,
মানবতা অন্তর্হিত হয়েছে
বিশ্ব থেকে,
রয়েছে কেবল স্বতন্ত্র জাতিপুঞ্জ।

[রুমুযে বেখুদী ঃ ১৩৩ পৃষ্ঠা]

এই গোষ্ঠি, বর্ণ বা জাতিপূজার পরিণাম এত সুস্পষ্ট যে, তা'তে কোনো খুটিনাটি পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। আমরা বর্তমানে তাদের তৈরী নরক-কুণ্ডের মধ্যে বাস করছি।

فکر انساں بت پرستے بت گرے
ہر زماں در جستجوئے پیکرے
باز طرح آذری انداخت است
تازہ تر پروردگارے ساخت است
کاید از خون ریختن اندر طرب
نام او رنگ است و ہم ملک و نسب
آدمیت کشتہ شد چوں گوسفند
پیش پائے ایں بت نا ارجمند

মানবের চিন্তাধারা
চিরকাল সৃষ্টি ও পূজা ক'রে চলেছে মূর্তির,
সন্ধান ক'রে যাচ্ছে নব নব রূপ ;
আবার সে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলেছে
আযরের ঐতিহ্যকে ;
সে রূপ দিয়েছে নবতর উপাস্যের ;
এই দেবতার তুষ্টি হয় রক্তপাতে,
নামকরণ করেছে তার বিভিন্ন রূপে—
বর্ণ, জাতি ও দেশ।
মানব জাতি বলি হচ্ছে
ছাগের মতো
এই অশুভ মূর্তির বেদীমূলে।

[রুমুযে বেখুদী : ১৬৩ পৃষ্ঠা]

এই ঘৃণা-সৃজনকারী ও বিরোধোদ্দীপক শক্তির বিরুদ্ধে ইসলাম যে মানব-সমাজ গ'ড়ে তুল্‌ছে, তার বুনিয়াদ রচিত হচ্ছে ভৌগোলিক সীমানির্দেশের উপর নয়, তার বুনিয়াদ হচ্ছে এক আল্লার উপর বিশ্বাস এবং পরিণামে বাস্তব কার্যকরী ধারণা হিসাবে মানব-ভ্রাতৃত্বের উপর। কবি নির্দেশ দিচ্ছেন যে, কেবল এই ধারণাই ঐক্য-সংস্থাপক শক্তি হিসাবে কায কর্‌তে পারে এবং মানবজাতির বিভিন্ন যুধ্যমান দলের মধ্যে বিরোধ দূর কর্‌তে পারে। রাজনৈতিক ও পার্থিব দৃষ্টিভংগীতে ইক্‌বাল ইসলামী সমাজকে এমন একটি সমাজবিধান হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে বর্ণ-জাতিপূজার বিরোধী যারা ও অপরের ব্যক্তিত্বকে যারা পবিত্র ব'লে স্বীকার করে, তাদের সকলের জন্য সে সমাজ-বিধানের দ্বার উন্মুক্ত। সুতরাং আঞ্চলিক বা বর্ণগত দেশাত্ম-বোধকে সরাসরি অগ্রাহ্য করা হচ্ছে ইসলামী আন্তর্জাতিক মতবাদ দ্বারা ঃ

قلب ما از هند و روم و شام نیست
مرز و بوم او بجز اسلام نیست

مسلم استی دل باقلیمے مبند
گم مشو اندر جہان چون و چند

دل بدست آور که در پنہائے دل
می شود گم این سرائے آب و گل

অন্তর আমাদের যুক্ত নয়
সিরিয়া, তুরস্ক বা ভারতের সাথে,
জন্মভূমি তার আর কোথাও নয়

ইসলাম ছাড়া ;
মুসলিম তুমি—
আবদ্ধ কোর না তোমার অন্তর
কোনো দেশের বন্ধনে,
হারিয়ে ফেলো না তোমার আপনাকে
বিরোধের বিশ্বে ;
জয় কর অন্তর,
কারণ তার বিপুল প্রসারের মাঝে
আত্ম বিলুপ্ত হোতে পারে
জল ও কর্দমের সমগ্র পান্থ-নিবাস।

[রুমুযে বেখুদী : ১২৯-৩০ পৃষ্ঠা]

কবি আরও দেখিয়েছেন, কি ক'রে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত ক'রে সেখানে নিজের বাসভূমি গ'ড়ে তুল্লেন এবং প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, কোনো ভৌগোলিক বন্ধনের অর্থ নেই তাঁর কাছে এবং মুসলমানদের কাছেও তার কোনো অর্থ থাকা উচিত নয়।

عقدۂ قومیت مسلم کشود
از وطن آقائے ما هجرت نمود

حکمتش یک ملت گیتی نورد
بر اساس کلمۂ تعمیر کرد

تا ز بخشش هائے آں سلطان دین
مسجد ما شد همہ روئے زمین

صورت ماهی به بحر آباد شو
یعنی از قید مقام آزاد شو
هر که از قید جهات آزاد شد
چون فلک در ششجهت آباد شد

মহান নবী হিজরত করলেন জন্মভূমি থেকে,
এমনি ক'রে তিনি উদ্ঘাটন করলেন
মুসলিম জাতীয়তার তথ্য;
দূরদৃষ্টি তাঁর স্থাপন করলো
এক বিশ্ববিথারী সমাজ
'কলেমা'র ভিত্তিতে ;
তাঁর অফুরন্ত দানের মহিমায়
সমগ্র বিশ্ব পরিণত হোল মসজিদে
আমাদের জন্য ;
বাস করো মহাসমুদ্রে
মীনের মতো,
মুক্ত হ'য়ে স্থান-গণ্ডির সীমানা থেকে ;
যে কেহ মুক্ত করে আপনাকে
সীমানার কারাগার থেকে,
হ'য়ে ওঠে দিগন্তপ্রসারী
আকাশের ন্যায়।

[রুমুযে বেখুদী : ১৩১ পৃষ্ঠা]

একথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ অগ্রাহ্য করায় ইক্‌বাল আধুনিক যুগের কতিপয় শ্রেষ্ঠ ও প্রগতিশীল চিন্তানায়কের সাথে একমত—যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, রাজনৈতিক আনুগত্য নতুন ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে না পার্‌লে এবং বিশ্বকে শান্তির জন্য সুসংহত কর্‌তে না পারলে শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক প্রভাব-সমূহ কল্যাণের পথে সুদূর-প্রসারী ও মৌলিক পরিবর্তন আন্‌তে পারবে না।

এর ফলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক: দেশাত্মবোধের প্রতি ইক্‌বালের মনোভাব কি,—যে দেশাত্মবোধ চিরকালই ধর্ম হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে এবং যে গুণকে প্রণোদিত করা শিক্ষাধারার কর্তব্য, তার প্রতি তিনি কিরূপ মনোভাব পোষণ করেন? আপোষবিরোধী রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে যে দেশাত্মবোধ 'ন্যায় হোক, অন্যায় হোক,—আমার দেশ' নীতিতে বিশ্বাসী এবং যে মানবতার ব্যাপকতর দাবীকে যোগ্য স্বীকৃতি দান করতে পারে না, তা' স্পষ্টতঃ ইকবালের সমর্থিত ইসলামী আন্তর্জাতিক ভাবধারার বিরোধী। ব্যক্তিবিশেষের নিজের দেশ বা দল যে কৃতিত্ব অর্জন করেছে, তার প্রতি প্রীতির মনোভাব প্রদর্শন এবং নিজস্ব বিচিত্র সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও দানের উপলব্ধি যে দেশাত্মবোধ, তাকে অত্যন্ত মূল্যবান মনোভাব ব'লে স্বীকার করতে হবে। কোনো কোনো সমালোচক অসংগতভাবে দেশাত্ম-বোধহীন ব'লে ইকবালের প্রতি দোষারোপ করেছেন। বস্তুতঃ, কবি খাটি দেশাত্মবোধের উপর এত বেশী মূল্য আরোপ করেছেন যে, তিনি তাঁর 'জাবিদনামা' গ্রন্থে বাংলার মীরজাফর ও দাক্ষিণাত্যের নওয়াব সাদিকের জন্য জাহান্নামের তীব্রতম শাস্তির উল্লেখ

করেছেন, কারণ তাঁরা বিদেশীর পক্ষ সমর্থন ক'রে দেশকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার কাযে সহায়তা ক'রে দেশদ্রোহের অপরাধ করেছেন। অন্তরের অন্তরতম অনুভূতি দিয়ে তিনি তাদেরকে 'দেশের, ধর্মের ও সমগ্র জাতির কলংক' ব'লে বর্ণনা করেছেন। জাহান্নামও তাঁদেরকে ধারণ করতে নারায হয়েছে এবং কবি তাঁদের জন্য স্থান নির্ধারণ করেছেন 'ফালাক-ই-যুহল' নামক নিকৃষ্টতম স্থানে 'কুল্‌যুম-ই-খুনিন' বা শোণিত-সমুদ্রে।

'যিন্দা রুদ' (জীবন্ত স্রোতস্বিনী) ও সুলতান টিপুর মধ্যে কথোপকথনের ভিতর দিয়ে কবি অতুলনীয় ধারায় প্রকাশ করেছেন তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রীতি ঃ

باز گو از هند و از هندوستان
آنکه با کاهش نیرزد بوستان
آنکه اندر مسجدش هنگامه مرد
آنکه اندر دیر او آتش فسرد
آنکه دل از بهر او خون کرده ایم
آنکه یادش را بجان پرورده ایم
از غم ما کن غم او را قیاس
آه ازاں معشوق عاشق ناشناس

বলো আবার সেই হিন্দের কথা—
তৃণগুচ্ছ যার অধিকতর মূল্যবান
বুস্তানের চেয়ে,
মসজিদ যার বাণীহীন
কবরের মতো,

মন্দির যার শীতল ও অগ্নিহীন,
প্রেমে যার আজো হয় রক্তাক্ত
আমাদের অন্তর,
স্মৃতি যার প্রিয়
জীবনেরই মতো।
কল্পনা করো তার দুঃখ
আমাদের দুঃখের গভীরতা দিয়ে—
আফসোস সেই প্রেমাস্পদের জন্য
যে জানে না তার প্রেমিককে।

[জাবিদনামা : ২১২ পৃষ্ঠা]

আবার 'যরবে কলিম' কাব্যে 'শু'আয়ে উম্মিদ' (আশার রশ্মি) নামে একটি সুন্দর কবিতায় কবি ভারতীয় উপ-মহাদেশের কথা বর্ণনা করেছেন হৃদয়গ্রাহী ভাষায় :

خاور کی اُمیدوں کا یہی خاک ہے مرکز
اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب

چشم مہ و پروین ہے اسی خاک سے روشن
یہ خاک کہ ہے جس کا خزف ریزہ دُر ناب

اس خاک سے اٹھے ہیں وہ غواص معانی
جن کے لئے ہر بحر پر آشوب ہے پایاب

جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں
محفل کا وہی ساز ہے بیگانۂ مضراب!

بت خانے کے دروازہ پہ سوتا ہے برہمن
تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب

مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر
فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر

এই সেই ভূমি—
প্রাচ্যের আশার কেন্দ্রস্থল,
এই সেই দেশ—
ইকবালের অশ্রুধারায় সিক্ত ;
এই সেই দেশ—
চন্দ্র-তারকার আঁখির আলো,
ঝিনুকরাজি যার অধিকতর মূল্যবান
সুন্দরতম মোতির চেয়ে ;
এই দেশেই জন্ম নিয়েছে
সেইসব গুরু-গম্ভীর চিন্তানায়ক—
যাদের কাছে অগভীর
অই ঝঞ্ঝা-বিতাড়িত মহাসমুদ্রও ;
যে সংগীত স্বরধ্বনি
তাপ সঞ্চার করেছে মাহফিলের অন্তরে,
আফসোস, তা' আজ বাণীহীন, সুরহীন ;
ব্রাহ্মণ আজ নিদ্রিত বোতখানার দ্বারে,
মুসলমান করছে হাহাকার তার তক্‌দীর নিয়ে
মেহরাবের উপর ;
মুখ ফিরিয়ো না পূর্ব থেকে
অথবা পশ্চিম থেকে,
প্রকৃতি করছে তোমাদের পথনির্দেশ
দিনে পরিণত করতে প্রতি রাত্রিকে ।

[যরবে কলিম ঃ ১০৭ পৃষ্ঠা]

এই সমাজ-বিধান শিক্ষা ও সমাজের ইসায়ী আদর্শের ন্যায় পারলৌকিক মুক্তির জন্য সন্ন্যাসবাদী মতবাদের প্রশ্রয় দেয় না— যে সন্ন্যাসবাদী মতবাদ আত্মার মুক্তির নামে দেহের উপর নির্যাতন ও অন্তরকে ভৌতিক প্রভাবান্বিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশ্বাসী। ইসলামী সমাজ-বিধান জড় জগৎ সম্পর্কে উদাসীন নয়, বরং আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, নিজস্ব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পূর্ণ সাফল্যযুক্ত করার জন্য তাকে কাযে লাগানোই হচ্ছে তার কার্যক্রমের শামিল। ইসায়ী ও ইসলামী—উভয় সমাজ-বিধানের প্রেরণার প্রকৃত উৎসমূল 'মানবের অন্তরাত্মার স্বীকৃতির' আকাংখার ভিতরে বটে, তথাপি ইসায়ী মতবাদ জড়-জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার পক্ষপাতী এবং সে 'মানবাত্মার ভিতর এক নবীন বিশ্বকে প্রকাশ করতে' আগ্রহান্বিত। পক্ষান্তরে, ইসলাম জড় জগতের দাবী স্বীকার ক'রে নেয় এবং তার আনুসংগিক সকল বাধাবিঘ্ন ও দায়িত্বসহ তাকে গ্রহণ করে। আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম আদর্শ ও বাস্তবকে সমন্বয়ের উর্ধ্বে দু'টি পরস্পর-বিরোধী শক্তি ব'লে মনে করে না। 'আদর্শের রহস্যময় স্পর্শই অনুপ্রাণিত করে ও বাঁচিয়ে রাখে বাস্তবকে এবং কেবলমাত্র বাস্তবের ভিতর দিয়েই আমরা আবিষ্কার ও উপলব্ধি করি আদর্শকে। বাস্তবের সংগে পূর্ণ বিচ্ছেদেই আদর্শের জীবন নিহিত নয়, যে বিচ্ছেদ জীবনের দৈহিক সামগ্র্যকে ভেঙে বিচূর্ণ ক'রে দেয়; বরং আদর্শের জীবন হচ্ছে বাস্তবকে আত্মস্থ ক'রে আপনার মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ সত্তাকে আলোকোজ্জ্বল ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে তাকে গ্রহণ করায়।' (১)

(১) বক্তৃতা, ৯ পৃষ্ঠা।

দুই সমাজ-বিধানের মধ্যে দৃষ্টিভংগীর এই বৈষম্য বিজ্ঞানের প্রতি তাদের স্ব স্ব মনোভাবের কারণ প্রকাশ করে। অবিসংবাদিত উত্থানের দিনে ইসায়ী ধর্ম বিজ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ ভ্রূকুটি করেছে এবং ইসায়ী ধর্মেরই নামে বৈজ্ঞানিক ভাবধারার উপর নির্যাতন চলেছে ব্যাপকভাবে। তারই ফলে মধ্যযুগের গোড়ার দিকে ইউরোপ জ্ঞানের দিক দিয়ে তিমিরাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিলো। পক্ষান্তরে, ইসলামী তাহযিব বিজ্ঞান সাধনায় এত বেশী ক'রে প্রেরণা ও উৎসাহ সঞ্চার করেছে যে, বিশ্ব-সভ্যতার বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্রিফল্ট স্বীকার করেছেন: 'বিজ্ঞান আধুনিক বিশ্বের কাছে আরব তাহযিবের সর্বোত্তম অবদান। ইসলামী তমদ্দুনের চূড়ান্ত প্রভাব আর কোথাও এতটা সুস্পষ্ট হয়নি এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার ন্যায় আধুনিক বিশ্বের বিপুল শক্তি ও শ্রেষ্ঠ বিজয়ের উৎসমূলে আর কেউ এতটা বল সঞ্চার করেনি।'

সুতরাং ইস্‌লামী সমাজ-বিধান যে সক্রিয়ভাবে আধুনিক বিজ্ঞান থেকে শক্তি আহরণ ক'রে জড় পারিপার্শ্বিকতা বা 'আলমে আফাক্'-এর উপর কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করবে, এটা অপরিহার্য। ইক্‌বাল তাঁর 'রুমূযে বেখুদী' কাব্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন যে, বিজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ এবং জাতীয় জীবনের ক্রমবর্ধন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে তার প্রয়োগ ব্যতীত জাতীয় জীবনের বলিষ্ঠতা ও পূর্ণতা বিধান অসম্ভব:

هر كه محسوسات را تسخير كرد
عالمے از ذرۂ تعمير كرد
كوه و صحرا دشت دريا بحر و بر
تختۂ تعليم ارباب نظر

اے کہ از تاثیر افیون خفتۂ
عالم اسباب را دوں گفتۂ

غایتش توسیع ذات مسلم است
امتحان ممکنات مسلم است

گیر او را تا نہ او گیرد ترا
همچو مے اندر سبو گیرد ترا

تا ز تسخیر قوائے این نظام
ذو فنونہائے تو گردد تمام

نائب حق در جہان آدم شود
بر عناصر حکم او محکم شود

دست رنگین کن ز خون کوهسار
جوئے آب گوهر از دریا برآر

تابش از خورشید عالمتاب گیر
برق طاق افروزا ز سیلاب گیر

جستجو را محکم از تدبیر کن
انفس و آفاق را تسخیر کن

آنکہ بر اشیا کمند انداخت است
مرکب از برق و حرارت ساخت است

যে কেহ জয় করে বস্তুর জগতকে,
নির্মান করতে পারে সে একটি বিশ্ব
ধূলিমুষ্টি থেকে,

পর্বতমালা ও মরুভূ, নদনদী, সমতল—
এর সবই হচ্ছে শিক্ষার পন্থা
চক্ষুষ্মান মানুষের কাছে।
তোমরা—যারা হ'য়ে আছ তন্দ্রাতুর
অহিফেন-নেশায়,
ঘৃণার্হ মনে কর এই কার্য-কারণের বিশ্বকে!
উদ্দেশ্য তার সম্প্রসারণ মুসলিম আত্মার
আর এক পরীক্ষা
তার লুক্কায়িত সম্ভাবনার।
জয় করো তাকে,
নইলে সে জয় করবে তোমায়,
ধারণ করবে তোমায়—
যেমন ক'রে মদ্য ধারণ করে সোরাহী;
তোমার বহুমুখী কর্মক্ষমতা
লাভ করবে পূর্ণতা
তার সকল শক্তির উপর কর্তৃত্ব ক'রে।
সেই মানুষই হ'য়ে ওঠে আল্লার প্রতিনিধি
বিধান প্রয়োগ ক'রে সকল বস্তুর উপর।
ডুবাও তোমার হস্ত পর্বত-শোণিতে,
আহরণ করো উজ্জ্বল মুক্তারাজি
সমুদ্র-বক্ষ থেকে ;
সূর্য থেকে গ্রহণ করো
তার অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি,
ঝঞ্ঝা থেকে গ্রহণ করো বিদ্যুৎ-ঝলক—

যা' আলোকিত করে প্রাসাদ-বক্ষ।
জ্ঞানকে নিয়োজিত করো তোমার সন্ধানের কাযে ;
জয় করো বস্তু ও আত্মার বিশ্ব ;
যে কেহ শাসনে আন্‌তে পারে
বস্তুর বিশ্বকে,
আরোহী হোতে পারে সে
বিদ্যুৎ ও তাপের রথে।

[রুমুযে বেখুদী : ১৬৫—৬৮ পৃষ্ঠা]

শিক্ষা-ব্যবস্থা ও জীবনের অপরিহার্য অংগ হিসাবে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করার আন্তরিকতাপূর্ণ বলিষ্ঠ আবেদন এর চাইতে আর কি হোতে পারে? ইক্‌বাল এর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন, কারণ মুসলিম জাতিসমূহের অধঃপতন ও পশ্চাৎগতির অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে বিজ্ঞানের প্রতি তাদের উপেক্ষা,—যার ফলে তাদের বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে অবরুদ্ধ এবং তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা হয়েছে দুর্বল। বর্তমান যুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা প্রধানতঃ নির্ভর করছে বৈজ্ঞানিক শক্তির উপর। সুতরাং এই অভাব পূরণই হবে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

পরিশেষে, এই সমাজ-বিধান হবে একটি গতিশীল বিধান —সদা জাগ্রত এবং পরিবর্তন-ধারা ও সংগঠন-শক্তির সাথে সংযোগ-সম্পন্ন। এ যুগের বহু চিন্তানায়কের ন্যায় ইক্‌বাল স্পষ্ট উপলব্ধি করেন যে, জীবন চিরপ্রবহমান এবং তার ভিতরে আসে ক্রমাগত পরিবর্তন ও গতি। এই ধারণা তিনি প্রকাশ করেছেন কাবেরী নদীর প্রতি টিপু সুলতানের উক্তির ভিতর দিয়ে :

اے من و تو موجے از رود حیات
ہر نفس دیگر شور ایں کائنات
زندگانی انقلاب ہر دمے است
زانکہ او اندر سراغ عالمے است.
تار و پود ہر وجود از رفت و بود
ایں ہمہ ذوق نمود از رفت و بود
جادہ ہا چوں رہرواں اندر سفر
ہر کجا پنہاں سفر پیدا سفر
کاروان و ناقہ و دشت و نخیل
ہرچہ بینی نالد از درد رحیل

তুমি আর আমি জীবন-প্রবাহের তরংগ মাত্র ;
প্রতি মুহূর্তে
এই বিশ্বে আসে পরিবর্ত্তন-প্রবাহ ;
জীবনে আসে পরিবর্তন
প্রতি শ্বাস গ্রহণের সাথে,
কারণ সে চিরন্তন সন্ধানী নবীন বিশ্বের !
গতি থেকে রচিত হয়
প্রতি সত্তার টানা-পোড়েন ;
গতি থেকেই আসে
ক্রমবিকাশের এসব আকাংখা ;
পথেরও আছে গতি
পথিকের মতো,

সর্বত্রই রয়েছে গতি স্পষ্ট, অথবা প্রকাশমান।
কাফেলা ও উট,
মরুভূ আর ওয়েসিস্—
যা কিছু দেখছো তুমি,
সবাই অশান্ত চঞ্চল
গতির বেদনায়।

[জাবিদনামা : ২১৬ পৃষ্ঠা]

ইতিপূর্বে আমরা যে আলোচনা করেছি, তাতে দেখা যায় যে ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে জীবন ও বিশ্বের মতবাদ সংক্রান্ত ইসলামী ধারণা থেকে জন্মলাভ করে সমাজ সম্বন্ধে এম্নি একটা গতিশীল ধারণা। ইক্‌বাল তাঁর বক্তৃতায় 'ইসলামের কাঠামোর মধ্যে গতির রূপ' (Principle of Movement in the Structure of Islam) শীর্ষক একটি পূর্ণ অধ্যায়ে ইজতিহাদের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং চিরস্থায়িত্ব ও পরিবর্তনশীলতার মধ্যে নির্ভুল ভারসাম্য দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন: 'ইসলামী ধারণা অনুসারে শেষ পর্যন্ত সকল জীবনের আত্মিক বুনিয়াদ চিরন্তন এবং তার আত্মপ্রকাশ হয় বহুরূপে ও পরিবর্তনের মধ্যে। এম্নি একটা বাস্তবতার ধারণার ভিত্তিযুক্ত সমাজ তার জীবনে আন্‌তে পারে স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনশীলতার সমন্বয়। তার সমষ্টিগত জীবনকে নিয়মানুগ করার জন্য তাকে গ্রহণ করতে হয় চিরন্তন নীতিকে, কারণ নিত্য পরিবর্তনশীল বিশ্বে চিরন্তনই আমাদেরকে দেয় দাঁড়াবার স্থান।' কিন্তু তিনি আবার বলেন: 'কোরানের বিধান অনুসারে আল্লার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে যখন অগ্রাহ্য করে এই চিরন্তন নীতি,

তখন সে তার প্রকৃতির অপরিহার্যরূপে গতিবান উপাদানকে করে দেয় গতিহীন।......................জীবন একটা গতিশীল সৃষ্টিধারা. কোরানের এই শিক্ষা অনুসারে প্রত্যেক যুগের মানুষ পূর্বপুরুষদের কার্যকলাপ দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে অথচ কোনো প্রকারে বাধাগ্রস্ত না হ'য়ে তার নিজস্ব সমস্যার সমাধান করবার সুযোগ পাবে।' (১)

এই উদ্ধৃতিতে আমাদের ইজতিহাদ প্রয়োগের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ইজতিহাদ বলতে বুঝায় পরিবর্তিত ও পরিবর্তন-শীল অবস্থার আলোকে ধর্মীয় বিধানের স্বাধীন বিচার ও ব্যাখ্যা। ইক্‌বালের মতে সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার সুষ্ঠু ক্রমবিকাশের পক্ষে ইজতিহাদ অপরিহার্য। যে সব বিধানকর্তা বর্তমান যুগের মুসলমানকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চান, ইক্‌বাল তাঁদের মতবিরোধী। তিনি মত প্রকাশ করেন: 'ইজতিহাদের দ্বার রুদ্ধ হওয়ার মতবাদ একটি অলীক কাহিনী মাত্র ; ইসলামী আইনসংক্রান্ত চিন্তাধারার ব্যাখ্যা এর জন্য আংশিক দায়ী এবং আংশিক দায়ী বুদ্ধিবৃত্তির নিষ্ক্রিয়তা—যা' বিশেষ ক'রে আত্মিক অধঃপতনের যুগে বিরাট বিরাট চিন্তানায়ককে পরিণত করে মূর্তিবিশেষে। যদি পরবর্তী কোনো আইনবিদ এই অলীক কাহিনীকেই স্বীকার ক'রে নিয়ে থাকেন, তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিগত স্বাধীনতার স্বেচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণকে নির্বিকারভাবে মেনে নিতে আধুনিক ইসলাম মোটেই বাধ্য নয়। সুতরাং ইসলামী সমাজ-বিধানকে অক্ষরে অক্ষরে প্রাচীন বিধানের বাধ্যতা দ্বারা নিশ্চল ক'রে জীবন-সঞ্চারী গতিশীল ভাবধারা থেকে তাকে বঞ্চিত করার পথ

(১) বক্তৃতা, ১৪০ পৃষ্ঠা।

THE IQBAL ACADEMY KARACHI PAKISTAN

অবরুদ্ধ করা অপরিহার্য হ'য়ে পড়েছে।' (১) সমাজ-বিধান তখনই হ'য়ে পড়ে নিশ্চল ও প্রাণহীন, যখন বুদ্ধিবৃত্তিগত উদ্যম হয় ক্ষয়গ্রস্ত এবং মানুষ যখন প্রাচীন ও কীটদংষ্ট্র ধারণা ও রূপকে আকড়ে ধ'রে থাকে, কারণ নতুন কিছুকে গ্রহণ বা পরীক্ষা করবার সাহস সে হারিয়ে ফেলে। ইকবালের পরিকল্পনা অনুসারে ইসলামী সমাজ-বিধানকে সর্বদা বাস্তব ও সাংস্কৃতিক শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে, যাতে বিভিন্ন সময়ে তার উপর এই শক্তি কার্যকরী হোতে পারে। বর্তমান গ্রন্থের গোড়ার দিকে যে চিঠিখানির প্রতিলিপি ছাপা হয়েছে, এখানে তার শেষাংশ থেকে কিছুটা পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে, কারণ তা'তে মানব সমাজের অপরিহার্য চলিষ্ণু ও সমৃদ্ধিশীল প্রকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে :

'কাল একটি অতি বড়ো আশীর্বাদ। (لاتسبو الدهر ان الدهر هوالله) যখন সে বস্তুকে হত্যা ও ধ্বংস করে, তখনো সে সম্প্রসারণ ও প্রকাশ করে বস্তুর লুক্কায়িত সম্ভাবনা। পরিবর্তন-সম্ভাবনা মানবের বর্তমান আবেষ্টনীর মধ্যে বৃহত্তম সম্পদ।'

(১) বক্তৃতা, ১৬৯ পৃষ্ঠা;

দুই

শিক্ষার সৃষ্টিধর্মী দৃষ্টিভংগী

মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে গতিবান ও মানবীয় ইসলামী সমাজ-বিধানের আদর্শকে স্থান-কালের বাস্তব শক্তিতে রূপায়িত করা এবং এম্নি ক'রে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার আনুসংগিক অবাঞ্ছিত ধ্বংস, সংঘাত ও অবিচারের পথরোধ করা, অথবা অন্ততঃ তাদেরকে বর্জন ক'রে চলা। এই সংস্কারে অগ্রণী হবার জন্য ইকবাল আবেদন করেছেন বিশেষ ক'রে মুসলিম জনগণের কাছে, কারণ তাঁর বিশ্বাস, তাদের ধর্মীয় ও দার্শনিক ঐতিহ্যবলে তারা এসব মূল্যমান উপলব্ধি করতে ও তার প্রতি সহানুভূতিশীল হোতে পারে। কিন্তু তিনি চান না যে, তারা তাদের আলোককে প্রচ্ছন্নতায় ঢেকে রাখে ; তিনি তাদের কাছে আবেদন জানান তাকে বিশ্বজনীন ক'রে তুল্‌তে, কারণ ইসলাম বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য যে সৃষ্টিধর্মী ধারণা এনে দিয়েছে, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশ্বজনীনতা ঃ

ای که خوردستی ز مینائے خلیل
گرمیٔ خونت ز صہبائے خلیل

بر سر ایں باطل حق پیرہن
تیغ لا موجود الا ہو بزن

جلوہ در تاریکیٔ ایام کن
آنچہ بر تو کامل آمد عام کن

لرزم از شرم تو چوں روز شمار
پرسدت آں آبروئے روزگار

حرف حق از حضرت ما بردۂ
پس چرا با دیگراں نسپردۂ

পান করেছো তুমি খলিলের জাম থেকে,
তপ্ত হয়েছে তোমার শোণিত
তারই সুরারসে ;
আঘাত করো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র তরবারি দ্বারা
অসত্যের মস্তকে—
আত্মপ্রকাশ করে যে সত্যের ছদ্ম আবরণে।
বেরিয়ে এসো গৌরবোজ্জ্বল হ'য়ে
যুগের তিমিরাবরণ ভেদ ক'রে ;
সবার সাথে পূর্ণ শরীক হও তার,
যা' নাযেল হয়েছে তোমাদের কাছে ;
কম্পিত হ'য়ে উঠি আমি তোমাদের লজ্জায়
ভেবে রোয কিয়ামতের দিন,
যখন আল্লাহ প্রশ্ন করবেন তোমাদেরকে ঃ
'শিখেছিলে তোমরা সত্যের বাণী
আমাদের কাছ থেকে,
কেন তোমরা ব্যর্থ হয়েছো
তা' জানাতে অপরকে ?"

[রুমুযে বেখুদী ঃ ১৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা]

কি ক'রে বর্ধিষ্ণু মুসলিম তরুণদের ও অপরের কাছে এই 'সত্যের বাণী' সফলভাবে প্রচার করা যায় ? এগ্নি যোগাযোগ, এবং অপরিহার্য প্রয়োজন হিসাবে শিক্ষার উত্তম মূল্যমান স্বষ্টি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মানুষের কাছে সর্বাধিক বেগবান শক্তি। কিন্তু সে হবে এমন এক শিক্ষাধারা, যা' এই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিধানের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ও শক্তিমান। আমরা ইতিপূর্বেই এই ধরণের শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য ও নীতি আলোচনা করেছি। এখানে আমরা ইকবাল-দর্শনের আলোকে একটি পূর্ণাংগ ও সুসংযোজিত চিত্র অংকিত ক'রে এ আলোচনাকে আরো স্বচ্ছ ক'রে তুলে ধরবার চেষ্টা করবো।

প্রথমতঃ সে শিক্ষা হবে এমন গতিবান ও স্বষ্টিধর্মী যে, তা' মানুষের মধ্যে স্বষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করবে এবং তার বিকাশ-পথ রচনা করবে, তার ভিতরে জাগিয়ে দেবে কলা ও বিজ্ঞানের, জ্ঞান ও শক্তির নতুন নতুন দিক জয় করবার আকাংখা ও ক্ষমতা ; সে শিক্ষা হবে মানুষের পরিণামের উপর একটা আশাবাদী বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত। স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞান তাতে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে এবং তা' কেবল মানুষকে প্রকৃতির উপরই সার্বভৌম ক্ষমতা দান করবে না, বরং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তাকে দেবে, যার মারফতে সে তার জগতকে জয় করতে ও তাকে সচেতনভাবে সংস্কার করতে পারবে। তাতে অবশ্য তাকে সংশয়-বাদের কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক মনোভাব দ্বারা ঐতিহাসিক অতীতের মূল্য অগ্রাহ্য করবার জন্য প্রবুদ্ধ করবে না, যে অতীত বর্তমানের সাথে সংযোগ রেখে সমাজ-জীবনের সাংস্কৃতিক ক্রমাবর্তন অব্যাহত রেখেছে। কারণ ঃ

سرگذشت او گر از یادش رود
باز اندر نیستی گم می شود

যদি সে বিস্মৃত হয় তার অতীতের কাহিনী,
মিশে যায় সে অনস্তিত্বের গর্ভে।

এই শিক্ষা বিজ্ঞান ও ধর্ম দ্বারা উপস্থাপিত মূল্যবোধের মধ্যে মিথ্যা ও অনিষ্টকর বিরোধ সৃষ্টি করবে না। এ ক্ষেত্রে ইকবাল অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও বলিষ্ঠ মত পোষণ করেন। একদিকে তিনি যেমন আধুনিক জীবনে এবং তারই পরিণতি হিসাবে শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বাস্তব ও বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন, অপর দিকে তিনি এ সত্যও উপলব্ধি করেন যে, বিজ্ঞান কেবল বাস্তবতার (reality) একটী আংশিক চিত্রই গ্রহণ করে এবং তাকে উপলব্ধির একটি মাত্র পদ্ধতিই অবলম্বন করে। বিজ্ঞান তার আপনার ভিতর দিয়ে মানুষের কাছে বাস্তবতার পূর্ণ, সমাপ্ত ও মানসিকতার দিয়ে প্রীতিকর চিত্র পেশ করতে পারে না। পক্ষান্তরে, ধর্ম 'বাস্তবতার সবটুকুই দাবী করে এবং সেই কারণেই মানবীয় অভিজ্ঞতার সকল দিকের সংযোজনের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে।' সুতরাং বিজ্ঞানলব্ধ ধারণাকে পরিপূর্ণ করার জন্য তার প্রয়োজন; কিন্তু ধর্ম বিজ্ঞানের বিরোধী নয়। এই কারণেই শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মের বিশিষ্ট স্থান লাভ করা প্রয়োজন, কারণ ধর্মই হচ্ছে মানবতার আদর্শ ও মানবতার প্রতি সহজাত প্রেমের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উৎস, যা' মানুষকে প্রবুদ্ধ করে তার বিপুল শক্তি প্রয়োগ করতে কল্যাণের জন্য, দুষ্কৃতির জন্য নয়:

بے هزد ان نزد بے دیں هم قلم هم تیغ را
چوں نباشد دیں نباشد کلک و آهن را ثمن

বে-ঈমান মানুষের জন্য
লেখনী আর তরবারি সমভাবে নিরর্থক ;
ঈমান যখন হয় বিলুপ্ত,
কাষ্ঠ আর লৌহ হারিয়ে ফেলে তার মূল্য।
[রুমুযে বেখুদী : ১৭১ পৃষ্ঠা]

ইকবাল বলেন : 'অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, নিছক যুক্তির মারফতে প্রকাশিত সত্য সে জীবন্ত বিশ্বাসের অগ্নি আনয়ন করতে পারে না, যা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উপলব্ধি (revelation) থেকে এসে থাকে। সেই কারণেই নিছক চিন্তা মানুষকে এত কম মাত্রায় প্রভাবিত করেছে, অথচ ধর্ম সব সময়েই ব্যক্তিকে উন্নীত করেছে এবং সমগ্র সমাজের রূপ বদলে দিয়েছে।' (১) আজো পর্যন্ত ধর্ম —'যা' উচ্চতম বিকাশের স্তরে ধর্মীয় মতবাদ (dogma) অথবা যাজকতন্ত্র বা অনুষ্ঠান মাত্র নয়—আধুনিক বিজ্ঞানের দেওয়া গুরু-দায়িত্বের বোঝা বহন করতে আধুনিক মানুষকে প্রস্তুত করে এবং তার মধ্যে সেই বিশ্বাসের মনোভাব ফিরিয়ে আনে, যা' ইহলোকে তাকে ব্যক্তিত্ব অর্জনের ক্ষমতা দান করে এবং পরলোকেও সে ব্যক্তিত্বকে সংরক্ষণ করে। মানুষের উৎপত্তি (origin) ও তার ভবিষ্যৎ, তার উদ্ভব ও পরিণাম সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভংগী উন্নীত ক'রে দেওয়ায়ই পরিণামে তাকে অমানুষিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা অনুপ্রাণিত সমাজের ও এমন এক সভ্যতার উপর জয়ী ক'রে দেয়, যে সভ্যতা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের অন্তর্নিহিত সংঘাতের ফলে তার আত্মিক ঐক্য হারিয়ে ফেলেছে।' (২) এ হচ্ছে

(১) বক্তৃতা, ১৭০ পৃষ্ঠা। (২) বক্তৃতা, ১৭৮ পৃষ্ঠা।

জীবনে ধর্মের স্থান সম্পর্কে একটি প্রেরণাদায়ক দৃষ্টিভংগী এবং এ দিক দিয়ে আমাদের শিক্ষাধারাকে সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় মনোভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত ক'রে তোলা প্রয়োজন।

কিন্তু এটাও সুস্পষ্ট যে, এই পরিকল্পিত ধর্মীয় শিক্ষা হবে তা' থেকে স্বতন্ত্র, যা বর্তমানে 'ধর্মশিক্ষার' নামে চ'লে যাচ্ছে। প্রকৃতি ও ভাবধারার দিক দিয়ে তার থাকবে গতিশীল স্বাতন্ত্র্য। আজকের দিনের ধর্মশিক্ষায় কখনো কখনো রয়েছে সঞ্জীবনী সাংস্কৃতিক পটভূমিকার অভাব এবং তাতে আধুনিক সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সমস্যাসমূহকে বুঝবার বা খতিয়ে দেখবার প্রয়োজনের প্রতি খুব কমই মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। মুক্তির দিশারী ধর্ম এবং উপাসনার যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধিবৃত্তিগত ও আত্মিক প্রসারের পরিপন্থী ধর্মের মধ্যে ইকবাল সুস্পষ্ট ও চমকপ্রদভাবে পার্থক্যের সীমারেখা টেনে দেখিয়েছেন।

یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل
یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات
وہ مذہب مردان خود آگا و خدا مست
یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات

একদিকে ক্রমাগত সাধনা
আকাশের বিপুল প্রসারের মাঝে
প্রভুর নামকে মর্যাদা দানের জন্য,
আর একদিকে
তসবীহ আর মোনাজাত
পৃথিবীর কোলে ব'সে।

একদিকে মযহাব
ঐশী প্রেমোন্মত্ত আত্ম চেতনাশীল ব্যক্তির,
অপর দিকে মযহাব
মোল্লা গাছ-পালা আর পাথরের।

[বালে জিবরিল : ১৯৬ পৃষ্ঠা]

ধর্মের এই প্রথমোক্ত ধারণা—প্রভুর নামে মহত্বপূর্ণ দুঃসাহসিক জীবন-যাপন, একেই ইকবাল রূপায়িত করতে চান জীবন্ত শিক্ষা-পদ্ধতিতে, ধর্মযাজকদের চিরাচরিত ধারণাকে নয়।

আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে, কবির পরিকল্পিত এই শিক্ষাধারা শিশু-মনকে তৈরী করবে কর্মজীবনের জন্য, ধ্যান-ধারণার জীবনের জন্য নয়—প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে যে জীবন গ'ড়ে উঠেছে বিশেষ বিশেষ ভাববাদী চিন্তাধারার প্রভাবে ও রাজনৈতিক অধঃপতনের ফলে। যে জ্ঞান কর্মশক্তিকে পংগু ক'রে দেয়, তাকে বলিষ্ঠ করে না, যা' মানুষকে বাস্তব জীবন থেকে পলায়নপর ক'রে তোলে, তার স্থান অপদার্থতার চাইতেও নিম্নস্তরে, কারণ তাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয় না—যা' সকল মানবীয় প্রচেষ্টার লক্ষ্য এবং যা অর্জন করা যায় কেবলমাত্র কঠোর কর্মজীবনের ভিতর দিয়ে। এই ধরণের জ্ঞান ইসলামী শিক্ষার প্রাণবস্তুর সম্পূর্ণ বিরোধী। ইকবাল বলেন : 'আত্মার সন্ধানের লক্ষ্য নয় ব্যক্তিত্বের সীমা-বন্ধন থেকে মুক্তি ; পক্ষান্তরে, এ হচ্ছে তার অধিকতর সংকীর্ণ সংজ্ঞা। বুদ্ধিবৃত্তিগত কর্মই চূড়ান্ত কর্ম নয়, তা' হচ্ছে এমন প্রাণময় কর্ম—যা' গভীরতর ক'রে দেয় সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তাকে এবং তীক্ষ্ণতর করে তার ইচ্ছাশক্তিকে এই সৃষ্টিধর্মী প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে, এই বিশ্ব কেবল ধারণার মারফতে দেখবার বা জানবার বস্তু নয়, বরং

ক্রমাগত কর্ম দ্বারা গঠন ও পুনর্গঠন করবার বস্তু।' (১) নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগীতে কর্মের বৃহত্তর গুরুত্ব নিহিত রয়েছে এই সত্যের ভিতরে যে, যেমন 'ভ্রান্ত ধারণা বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে, তেমনি অন্যায় কর্ম অধঃপতিত করে মানুষকে এবং পরিণামে ভেঙে দিতে পারে মানবাত্মার কাঠামো। নিছক ধারণা জীবনের উপর আংশিক প্রভাব বিস্তার করে ; কর্ম বাস্তবতার সাথে গতিশীল সম্পর্কযুক্ত। আর পুনর্গঠনের এই অবিরাম ধারায় তার চারদিকের জটিল পারিপার্শ্বিকতার শক্তির সাথে তার নিজস্ব ক্ষমতার এই সক্রিয় অন্তঃক্রিয়ায় সে ক্রমাগত গঠন করছে ও সমৃদ্ধ করছে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে :

ذرۂ از کف مدہ تابے کہ ہست
پختہ گیر اندر گرہ تابے کہ ہست

تاب خود را بر فزودن خوشتر است
پیش خورشید آزمودن خوشتر است

پیکر فرسودہ را دیگر تراش
امتحان خویش کن موجود باش

ایں چنیں موجود محمود است و بس
ورنہ نار زندگی دود است و بس

তুমি কি কেবল একবিন্দু ধূলিকণা ?
দৃঢ় কর তোমার আত্মার গ্রন্থি
আর আঁকড়ে থাক তোমার ক্ষুদ্র সত্তাকে !

(১) বক্তৃতা, ১৮৭ পৃষ্ঠা

কতো গৌরবময়
দীপ্ত করা আপন আত্মাকে
আর পরীক্ষা করা তার দীপ্তি
সূর্যের সম্মুখে !
পুনর্গঠন করো তোমার প্রাচীন কাঠামো,
গ'ড়ে তোল এক নতুন সত্তা ।
এই ধরণের সত্তাই হচ্ছে সত্যিকার সত্তা,
নইলে আত্মা তোমার ধূমকুণ্ডলী মাত্র।

[জাবিদনামা : ১৪—১৫ পৃষ্ঠা]

এম্নি ক'রে আমরা পুনরাবর্তন করি মানবের সেই প্রারম্ভিক ধারণার দিকে—যে ধারণায় মানুষ সক্রিয় 'প্রতিনিধি, কর্মকর্তা, উদ্দেশ্যের রূপদাতা, যে ব্যস্ত নয় কেবল তার নিজস্ব বিশ্বের পুনর্গঠনে, বরং সে বিব্রত ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও পূর্ণতা সাধনের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্বষ্টিধর্মী মহাপরীক্ষায়। যে শিক্ষাপদ্ধতি আত্ম-কর্মপ্রবণতাকে (Self-activity) বলিষ্ঠ করে এবং মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাহসিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টার ইচ্ছা পরিচালনা করে, তার প্রতি আমাদের বিশ্বাসের সংগতি ও স্বীকৃতি এখানেই।

নিঃসন্দেহে ইক্‌বাল কর্মের তাৎপর্যের উপর সব চাইতে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কারণ 'মধ্যযুগীয় ভাববাদের ধারা' প্রাচ্যে আত্ম-অস্বীকৃতির একটা অবাঞ্ছিত মনোভাবকে উৎসাহিত করেছে এবং মানুষকে তার রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত দাসত্বে তুষ্ট থাক্‌তে প্ররোচিত করেছে। কিন্তু নির্মম যোগ্যতার আধুনিক ধারণার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ভ্রান্তি তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। তিনি আরও বর্জন করেছেন তুচ্ছ উদ্দেশ্যহীন কার্যকলাপের ব্যস্ততা

—যাতে সম্পূর্ণ অবহেলিত হয় মানসিক ভারসাম্য ও প্রশান্তির গুরুত্ব এবং জীবনের শান্ত উপলব্ধির মূল্য। ইক্‌বাল তাঁর বক্তৃতায় শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'শক্তিশালী' ও 'আবেগপ্রবণ' আত্মার মধ্যে সুচিন্তিত পার্থক্য দেখিয়েছেন। শক্তিশালী আত্মা 'আমাদের ধারণা অনুসারে স্থান ও কালের বিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়...... এবং বাইরের ব্যাপার সম্পর্কে তার আচরণে প্রতীয়মান হয়...যেনো সে বেঁচে আছে তার আপনার বাইরে। (১) এই শক্তিশালী আত্মার কার্যকলাপ অর্থাৎ বাইরের বিধানকে আত্মস্থ করার বৃত্তি মাঝে মাঝে 'আবেগপ্রবণ' বা উপলব্ধিপরায়ণ আত্মাকে পশ্চাতের পটভূমিকার দিকে ঠেলে দেয়। ইক্‌বাল বলেন: 'বাইরের বস্তুর পশ্চাতে আমাদের চিরন্তন অন্বেষায় আমরা উপলব্ধিপরায়ণ আত্মার চারদিকে এমন এক পরদা রচনা করি –যা' এমনি ক'রে আমাদেরই সম্পূর্ণ প্রতিকূল হ'য়ে ওঠে কেবল গভীর ধ্যানমৌন মুহূর্তে যখন শক্তি-শালী আত্মা নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থাকে, তখন আমরা আমাদের গভীরতর সত্তায় নিমজ্জিত হ'য়ে ভূয়োদর্শনের অন্তর্নিহিত কেন্দ্রে উপনীত হই।' আমাদের প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতিতে নামাযের মনস্তাত্ত্বিক সংগতি প্রমাণিত হয়। ইক্‌বালের ব্যাখ্যা অনুসারে ব্যক্তির প্রকৃত আত্মার ও আল্লার মধ্যে সুফলপ্রসূ যোগ স্থাপনের সব চাইতে কার্যকরী পন্থা হচ্ছে নামায। 'আত্মিক দীপায়নের পন্থা হিসাবে এ হচ্ছে স্বাভাবিক গুরুত্বপূর্ণ কার্য, যা' দ্বারা আমাদের ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র দ্বীপখণ্ড সহসা আবিষ্কার ক'রে ফেলে তার অবস্থান জীবনের বৃহত্তর সামগ্র্যের ভিতরে.........এবং একে বিবেচনা করতে হবে প্রকৃতি-পর্যবেক্ষকের বুদ্ধিবৃত্তিসম্মত কার্যকলাপের প্রয়োজনীয়

(১) বক্তৃতা: ৪৯ পৃষ্ঠা।

পরিপূরক হিসাবে।' (১) বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট ক'রে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইকবাল বলেন: 'বিশ্বের ভয়াবহ নীরবতার মধ্যে সাড়া পাওয়ার জন্য এ হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত আকুতির প্রকাশ। এমন একটা আবিষ্কারের অতুলনীয় পদ্ধতি, যা'তে ক'রে আত্ম অস্বীকৃতির মুহূর্তেই অনুসন্ধিৎসু আত্মা আত্ম-স্বীকৃতি প্রকাশ করে এবং এইভাবে বিশ্বজীবনের গতিবান অংশ হিসাবে তার নিজস্ব মূল্য ও সংগতি আবিষ্কার করে।' (২) এম্নি ক'রে ইকবালের কর্মদর্শনের পরিকল্পিত শিক্ষায় আত্মার ও প্রকৃতির সাথে যোগাযোগের অবকাশ রয়েছে, যা'তে মানুষকে তৈরী করে তোলে পরমাত্মা বা আল্লার সাথে যোগস্থাপনের জন্য। এই প্রশান্ত সংযোগের মুহূর্তগুলিতেই সব অবাঞ্ছিত কার্য-কলাপের অবসান হয় এবং আমরা আমাদের জীবনে কায করতে সেই কলা ও প্রকৃতির বিশ্বের প্রভাব ও প্রেরণাকে, আমাদের সহজাত বৃত্তি ও মনোভাবের পূর্ণ আত্মবিকাশ সম্ভব হয় এবং আমাদের ব্যক্তিত্ব সত্যিকার সুখ ও আনন্দের উৎস আন্তরিক ভারসাম্য ও প্রশান্তি লাভ করে। আমাদের সহজাত কর্মক্ষমতার সমৃদ্ধির জন্য এই ধরণের যোগ সংস্থাপন অপরিহার্য, এই বিশ্বাসের দিক দিয়ে ইকবাল বের্গসঁ ও রবীন্দ্রনাথের সাথে একমত।

পরিশেষে, এই শিক্ষা পরিচালনা করতে হবে অত্যন্ত উদার ও ব্যাপক মনোভাব নিয়ে, যা'তে ক'রে যুব-সম্প্রদায়ের মন সর্ব-ব্যাপী মানবতা ও সত্যিকার আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগীর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সংকীর্ণ রাজনৈতিক, জাতীয় বা ভৌগোলিক আনুগত্যের গতিধারা রুদ্ধ হয়। জাতীয়তাবাদ, দেশাত্মবোধ, রক্ত

(১) বক্তৃতা: ৮৫ পৃষ্ঠা। (২) বক্তৃতা: ৪৭ পৃষ্ঠা।

ও জাতির প্রাধান্য বা শ্বেতজাতীয় প্রাধান্যের নামে জ্ঞানালোক-বিধ্বংসী যে আধুনিক শক্তি আন্তর্জাতিক শান্তি ব্যাহত করছে এবং বিচার ও মানবতার সকল নীতিকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করছে, দলীয় সংস্কৃতি ও দলীয় মনস্তত্ব যথাযথরূপে উপলব্ধি করা সত্বেও এই শিক্ষাকে তার বিরুদ্ধে দুর্গের মতো শক্তিশালী প্রতি-রোধ হ'য়ে দাঁড়াতে হবে। 'মানবের মাঝে ঐশী গুণের সমাবেশ সম্পর্কে ইকবালের একটা 'সঠিক দৃষ্টিভংগী' রয়েছে এবং নীটশের ব্যতিক্রম হিসাবে তিনি এমনভাবে শিক্ষা-পদ্ধতিকে ব্যবহার করতে চান, 'যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐশী গুণের বিকাশ হয় এবং তার সামনে আত্মপ্রকাশ করে এক অন্তহীন ভবিষ্যৎ।' (১)

মানুষের ভিতরে আল্লার সন্ধান ও বিশ্বকে তার যোগ্য বাস-ভূমিতে পরিণত করার আদর্শের চাইতে উচ্চতর আদর্শ কি শিক্ষাধারার মধ্যে থাকতে পারে, না সে তার চাইতে নিম্নতর আদর্শ নিয়েই খুশী থাকতে পারে? মানব জাতিকে ইকবাল চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন:

یہ عالم یہ ہنگامۂ رنگ وصوت
یہ عالم کہ ہے زیر فرمان موت
یہ عالم یہ بت خانۂ چشم وگوش
جہاں زندگی ہے فقط خورد ونوش
خودی کی یہ ہے منزل اولیں
مسافر! یہ تیرا نشیمن نہیں
بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر
طلسم زماں و مکاں توڑ کر

(১) বক্তৃতা, ১৮৩ পৃষ্ঠা।

جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود
کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود

ہر اک منتظر تیری یلغار کا
تری شوخئ فکر و کردار کا

یہ ہے مقصد گردش روزگار
کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار

تو ہے فاتح عالم خوب و زشت
تجھے کیا بتاؤں تری سرنوشت

فروزاں ہے سینے میں شمع نفس
مگر تاب گفتار کہتی ہے بس

"اگر یک سر موے برتر پرم
فروغ تجلی بسوزد پرم"

বর্ণ ও শব্দের সংমিশ্রণে গড়া এই বিশ্ব,
যে বিশ্বের পরিণাম
মওতের ফরমান ;
যে বিশ্ব হচ্ছে এক বোতখানা
দৃষ্টি ও শ্রুতির,
জীবন যেখানে কিছুই নয়
পানাহার ব্যতীত ;
এ হচ্ছে কেবল প্রথম স্তর
আত্মার পূর্ণতার পথে।
মুসাফির !
এ নহে তোমার শেষ মনযিল।

এগিয়ে যাও সন্মুখ-পথে,
ধ্বংস ক'রে এই বাধার প্রাচীর,
জয় ক'রে এই স্থান ও কালের মায়া ;
এখনো রয়েছে বহু বিশ্ব অজ্ঞাত,
কারণ অস্তিত্বের অন্তর নহে শূন্য ;
প্রতীক্ষমান সবাই
তোমার বিজয়ী অগ্রগতির জন্য,
প্রতীক্ষা করে তারা
তোমার চিন্তা ও কর্মের দূরদর্শিতার জন্য ;
সময় নিয়ে ছেলেখেলার উদ্দেশ্য কি ?
যা'তে তোমার আত্মা প্রকাশমান হয়
তোমার সামনে !
বিজয়ী তুমি
ভালো-মন্দের এই বিশ্বের উপর,
সাহস করি না আমি প্রকাশ করতে
তোমার মহা-পরিণাম ;
অন্তর আমার প্রদীপ্ত
প্রেরণার আলোকে,
কিন্তু প্রকাশ-ক্ষমতা আমার
স্বীকার করে পরাজয় ;
'যদি আমি অগ্রসর হই সম্মুখে
চুল পরিমাণ,
প্রদীপ্ত আলোকশিখা
দগ্ধ করবে আমার উড্ডীয়মান পক্ষ ।'

[বালে জিব্রিল : ১৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা]

= শেষ =

IQBAL ACADEMY PAKISTAN Library 31021 LAHORE

THE IQBAL ACADEMY ★ PAKISTAN
KARACHI.

00031021